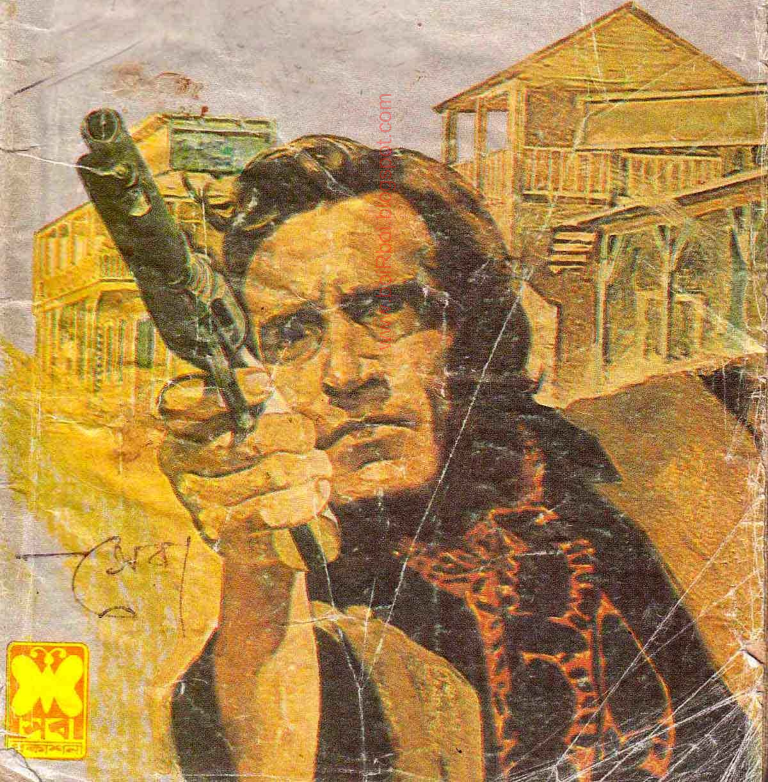
ওয়েস্টার্ন

নিঠুর পশ্চিম

কাজি মাহবুব হোসেন



সেবা প্রকাশনী

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র ১, ২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল ১, ২, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান।
খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।
রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান ১, ২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, স্বতন্ত্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা ১, ২, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ ১, ২, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী।
শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ ১, ২।
আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।
রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।
হিফজুর রহমান: শিকারী।
জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।
আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।
আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা।
বজলুর রহমান: বাজি।
খসরু চৌধুরী: ভুল।
আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।
এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।
তাহের শামসুদ্দীন: স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা।
কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।
কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী।

এক

বুড়ো এল্‌কটা গোল টিলার ওপর উঠল। ওকে অনুসরণ করছে কয়েকটা নেকড়ে।

এল্‌কটা বুঝতে পারছে কি ঘটতে চলেছে। কিন্তু সে জানে না জীবনের শুরু থেকে এই একই জিনিস ঘটে আসছে।

জানে না যে এই নেকড়ে বা তার স্বজাতীয় জীবগুলোর কারণেই সে বিগত বছরগুলো শক্তিশালী, সাহসী আর মুক্ত ছিল। এই নেকড়েগুলোই এল্‌ক-এর দল থেকে দুর্বল, বুড়ো আর অক্ষমগুলোকে ছাঁটাই করেছে।

এখন তার সময় এসেছে। নেকড়েগুলো হাজির। এখন আর তার সেই গতি নেই যে দৌড়ে ওদের হারাতে পারবে। সেই শক্তিও নেই যে ওদের সাথে লড়ে জিততে পারবে। চারটে নেকড়ে দলগত ভাবে কাজে নেমেছে। কোনটার ওজন একশো পাউণ্ডের কম নয়। দুটো প্রায় তার ডবল।

অভিজ্ঞতা আর বিচক্ষণতা ছাড়া এল্‌কটার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এতক্ষণ সে অনেকটা পথ ছুটেছে রুখে দাঁড়াবার মত উপযুক্ত একটা জায়গার খোঁজে। সামনের পাহাড়গুলোর দিকে এগোচ্ছে, কারণ ওখানে তার পিছন দিকটা কাভার করার মত খাড়া দেয়াল পাওয়া যাবে।

ওর আসল মুশকিলটা হচ্ছে নেকড়ে ইণ্ডিয়ানদের মতই ধৈর্যশীল। নেকড়েগুলো আগেও এল্‌ক্ শিকার করেছে। এই ঘটনা আগেও অনেকবার

ঘটেছে। ওরা জানে ওই এল্‌কটাকে ওরা ঠিকই শিকার করতে পারবে।

কিন্তু ওরা জানে না হেনরি স্লোন আসছে। বাতাস উলটো দিকে থাকায় টের পায়নি। ওরা বুঝতে পারেনি হেনরির কাজটাই ওরা করছে। কারণ ওই এলক্‌-এর বেশিরভাগ অংশ হেনরিই খাবে।

একটা মানুষ যখন পালাচ্ছে—তিনদিন কিছু খেতে পায়নি—তখন একটা আস্ত এলকও সে খেয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওই এল্‌কটাকে মারার কোন উপায় হেনরির নেই। এল্‌ক্ কেন···কিছুই মারার ক্ষমতা তার নেই। নেকড়েগুলো সেটা আঁচ করতে পারলে হয়তো তাকেই ছিঁড়ে খেত।

কিন্তু নেকড়ে একান্ত বাধ্য না হলে মানুষকে আক্রমণ করে না। ওরা মানুষের গন্ধকে ভয় পায়। জানে মানুষ এলেই ঝামেলা হয় ওদের—কেউ না কেউ মারা পড়ে।

ভাঙা পাথরের ওপর দিয়ে ছুটে হেনরির পা এখন রক্তাক্ত। হাঁটার ক্ষমতাও প্রায় নেই। ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় অবসন্ন ওর দেহ। কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্র সে নয়। ওর ভিতর এমন একটা জিদ আছে যেটা ওকে সত্যিকার পুরুষে পরিণত করেছে।

নেকড়ে রক্তের গন্ধ টের পায়। পচা ক্ষতের গন্ধও ওরা পায়। কিন্তু মানুষের হৃদয়ের গন্ধও কি ওরা পায়? কে কতটা শক্ত এটাও কি টের পায়?

এল্‌কটা ছুটে এগোল পাহাড়গুলোর দিকে। নেকড়েরা ওর পিছু নিয়ে সাবধানে এগোচ্ছে, কারণ এল্‌ক্-এর সামনের পায়ের শক্ত খুরের আঘাত সহজেই একটা নেকড়েকে পঙ্গু করে দিতে পারে। কিন্তু চতুর নেকড়েরা পাকা শিকারী। শিকার ধরতে গিয়ে আহত হতে ওরা রাজি নয়।

সহজাত বুদ্ধি হেনরিকে পাহাড়ের দিকে টানছে। হিকারিয়া (Jicarilla) অ্যাপাচিদের হাত থেকে কোনমতে রেহাই পাওয়ার পর থেকেই সে পাহাড়ের দিকে ছুটতে শুরু করেছে। ওদের পরিবারের সবাই

পাহাড়ের সাথে খুব পরিচিত। কারণ ওরা সবাই টেনেসির পাহাড়ী অঞ্চলে বড় হয়েছে। তাই বিপদ দেখলেই পাহাড়ে আশ্রয় নেয়া ওদের স্বভাব।

আবার যদি ওদের হাতে ধরা পড়ে হেনরি তাহলে আর রক্ষা নেই। এবার তাকে ওরা মেরেই ফেলবে। আর না মারলে যা করবে তার থেকে মরণও অনেক ভাল।

কেউ একজন ওদিকে বেশ কিছু গোলমাল পাকালে অ্যাপাচি যোদ্ধারা ঘোড়া নিয়ে ওর পিছনে ছুটল। হেনরি রইল অ্যাপাচি মেয়েদের হাতে। মেয়ে হলে কি হবে ওরা নির্যাতনে পুরুষদের থেকে কোন অংশে কম যায় না। বরং ওরাই মানুষকে নির্যাতন করে বেশি আনন্দ পায়।

যোদ্ধারা ক্যাম্পের সবকটা ঘোড়া নিয়ে যাওয়ায় সুযোগ বুঝে ছুট দিল হেনরি। হাত বাঁধা অবস্থায় দৌড়াচ্ছে বলে মেয়েরা ওকে প্রায় ধরে ফেলেছিল। কিন্তু ওর পা লম্বা—পুরোপুরি নগ্ন—খালি পায়েই ছুটে চলেছে হেনরি। ধরা পড়লে কি যে ঘটবে এটা সে ভাল করেই জানে। তাই প্রাণপণে ছুটেছে সে।

যোদ্ধারা ফিরে ওর পিছু নিয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দূরে এসে পড়েছে হেনরি। পুরো একটা দিন আর একটা রাত সে দৌড়ে ছুটেছে। পঞ্চাশ মাইলেরও বেশি এগিয়েছে। কিন্তু অ্যাপাচিরা ট্র্যাক করায় হাউণ্ডের মতই দক্ষ। ওরা পিছনে কোথাও আছে, ওকে অনুসরণ করছে। কিন্তু খাবার না পেলে সে যে মরবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

এল্‌কটা পিছনে পাথরের দেয়াল খুঁজে নিয়ে লড়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু নেকড়েগুলো ওকে ঘিরে অপেক্ষা করছে। ইণ্ডিয়ানদের মতই ওদের ধৈর্য। জিভ বের করে এল্‌কটার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা।

সিডার গাছের কতগুলো ঝোপের ভিতর শুয়ে আছে হেনরি। গদা হিসেবে ব্যবহার করার মত একটা কিছু খুঁজছে সে। ভাবছে হয়তো টোনি

এসে পড়বে। কিন্তু কে জানে? টোনি হয়তো এখনও বহু দূরে সেই নিউ মেক্সিকোতেই আছে। এলকটার জন্যে ওর দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু কি লাভ? এ যাত্রা বাঁচলেও সামনের বার তার মৃত্যু নিশ্চিত।

ক্রল করে এগোচ্ছে হেনরি। সুবিধামত একটা লাঠিও জোগাড় করে নিয়েছে সে। বুকে হেঁটে এগোচ্ছে। একটা নেকড়েকে আক্রমণ করতে একটু বেশি এগিয়ে এল এল্‌কটা। ইতমধ্যেই ওর পিছনে চলে গেছে আর একটা নেকড়ে। ভাল ফাইট দিল সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হলো। হেনরি এল্‌কটা মরা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর এগোল। লাঠি খুঁজে পেয়েছে সে। একটা পাথর তুলে ছুঁড়ে মারল হেনরি। ওটা একটা নেকড়ের পায়ে লাগল। ককিয়ে উঠে একপাশে সরে গেল সে।

লাঠি উঁচিয়ে ওদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল হেনরি। যেটাকে আঘাত করেছে তার উদ্দেশেই আর একটা পাথর ছুঁড়ল সে। দ্রুত সরে আঘাতটা এড়িয়ে গেল ওটা। অন্যগুলোও ভয়ে পিছিয়ে গেল। ওরা এখন সতর্ক চোখে হেনরিকে খেয়াল করছে। যেমন বিকট চিৎকার করে লাঠি হাতে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তাতে ওরা ভয় পেয়েছে।

ওকে এগিয়ে আসতে দেখে সরে দাঁড়াল ওরা। কিন্তু বেশিদূর সরল না। আরেকটা পাথর ছুঁড়ল হেনরি। ভাগ্যক্রমে এটাও লক্ষভ্রষ্ট হলো না। ওটা গিয়ে লাগল আরেকটা নেকড়ের পায়ে।

ব্যথায় চিৎকার করে সরে গেল সে। এল্‌কটার থেকেও খারাপ অবস্থা হেনরির। পাথর আর লাঠি ছাড়া কোন অস্ত্রও নেই। কিন্তু নেকড়েরা মানুষের গন্ধ পেয়েছে, যাকে তারা চিরজীবন ভয় করেই এসেছে। এরাও তার ব্যতিক্রম নয়।

লাঠি হাতে ওদের তাড়া করল হেনরি। ঠিক তাড়া নয়, কেবল ভঙ্গি করল। তাতেই নেকড়েগুলো আরও দূরে সরে গেল। কিন্তু চলে গেল না।

অপেক্ষা করছে। অনেক ধৈর্য ওদের।

খুঁড়িয়ে এল্‌কটার কাছে এল সে। ওটা মারা পড়েছে। নেকড়েগুলো একশো গজ দূরে বসে হেনরি কি করে সেটা লক্ষ করছে। উলঙ্গ অবস্থায় বিকট রকম সাদা দেখাচ্ছে ওকে। তবে মানুষের গন্ধ ওরা ঠিকই পেয়েছে, তাই এগোচ্ছে না। একটা উঠে গিয়ে হেনরি যেখানে শুয়ে ছিল সেই জায়গাটা শুঁকে দেখছে। পাহাড়ী খবরের কাগজ ওকে হেনরি সম্পর্কে অনেক কথাই জানাচ্ছে, যেসব খবর নেকড়েটা না জানলেই সে খুশি হত।

তবে গদার মত একটা লাঠি আছে ওর হাতে, আর পিছন দিকে রয়েছে তিরিশ ফুট উঁচু একটা খাড়া দেয়াল। বাঁকা হয়ে আরও দশ ফুট উঠেছে ওটা। ভাঙা পাথরের টুকরা পড়ে আছে চারপাশে। বেশির ভাগই অবসিডিয়ান পাথর।

দুটো পাথর নিয়ে একটা দিয়ে অন্যটা ভেঙে ধারাল অস্ত্র তৈরি করায় ব্যস্ত হলো হেনরি। টেনেসির চেরোকি ইণ্ডিয়ানদের কাছে সে শিখেছে ওরা কিভাবে পাথর দিয়ে তীক্ষ্ণ তীরের মাথা তৈরি করে।

কিন্তু আসলে এখন ওর একটা ছুরির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা যখন নেই তখন যা আছে তা দিয়েই তাকে কাজ চালাতে হবে। নেকড়েগুলো ওখান থেকে সহজে নড়বে না এখন। কিন্তু পাথরের ঠোকাঠুকির শব্দে ওরা ভয় পাচ্ছে। সব বুনো পশুই অস্বাভাবিক কোন কিছু দেখলে ভয় পায়।

পাথরের ছুরিটা ঠিক তার মনমত না হলেও, ওটার একটা ধার কাটার মত তীক্ষ্ণ হয়েছে। ওটা দিয়েই এল্‌কটার চামড়া ছিলতে শুরু করল হেনরি। ওটার মাংস ছাড়াও কিছু চামড়া তার কাজে আসবে। চামড়াটাই প্রথমে কাজে লাগাল সে। মাপ মত কেটে চামড়ার ফিতে দিয়েই নিজের পায়ে বেঁধে জুতো বানিয়ে নিল। নিজের পায়ের চেহারা দেখেও ভয় হচ্ছে ওর। কারণ পা দুটো চোখা পাথরের ওপর দিয়ে ছুটে পালাবার পথে কেটে ফালি-

ফালি হয়ে গেছে। ভিজে চামড়ার পরশে কিছুটা আরাম বোধ করল হেনরি।

আশেপাশে অনেক শুকনো কাঠ পড়ে আছে। ওগুলোর সাথে কিছু শুকনো পাতাও জড়ো করল সে। দুটো আয়রন পাইরাইট পাথর ঠোকাঠুকি করে প্রায় একঘণ্টা পর আগুন জ্বালাতে সক্ষম হলো স্লোন। তারপর ধীরে ফুঁ দিয়ে আগুনটাকে সতেজ করে তুলল। পটপট শব্দে আগুন জ্বলছে। সাবধানে কিছু গাছের আঠা সহ ছাল চাপানোতে আগুনটা জোরদার হলো।

আগুনটা ভালভাবে জ্বলে ওঠার পর, প্রথম দিন তার যেমন লেগেছিল, এখনও তেমনি লাগছে। এক টুকরা মাংস কাঠিতে গেঁথে আগুনে ঝলসাতে দিয়ে ছুরিটার ওপর কাজ শুরু করল হেনরি।

নেকড়েগুলোর নড়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য এজন্যে ওদের কোন দোষও দেয়া যায় না। যে মাংস হেনরির কাজে আসবে না, সেখান থেকে কয়েক টুকরা মাংস কেটে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিল। সন্দিগ্ধ ভাবে কিছুক্ষণ শুঁকে দেখে ক্ষুধার্ত নেকড়েগুলো মাংসের টুকরাগুলো খেয়ে ফেলল। স্লোনের ব্যবহারে অবাক হয়েছে ওরা। বোঝা যায়, এর আগে কেউ ওদের কখনও খাওয়ায়নি।

হিকারিয়া ইণ্ডিয়ানদের কথা ভোলেনি হেনরি। ওরা তাকে সহজে ছাড়বে না। তাছাড়া ওর পা রক্তাক্ত থাকায় ওকে ট্রেইল করা ওদের পক্ষে খুব সহজ হবে।

আগুনটাকে জিইয়ে রেখে এলকটার চামড়া ছিলে মাংসের ভাল-ভাল টুকরাগুলো কেটে নিল স্লোন। ওটার শিঙ থেকেও দুটো খণ্ড ভেঙে নিল। কারণ ওগুলো পাথর চোখা করার জন্যে ভাল অস্ত্র।

মাংসের টুকরাগুলো এল্ক-এর চামড়া দিয়েই পেঁচিয়ে নিল। তারপর যাদের শিকার সে কেড়ে নিয়েছে তাদের দিকেও হাড় সহ কিছু মাংস ছুঁড়ে দিল।

সে বুঝতে পারছে নেকড়েগুলোর কেমন লাগছে—ওরাও ক্ষুধার্ত। ওদের চাহিদাও তার চেয়ে কিছু কম নয়।

বারবার দক্ষিণ দিকে হেনরির চোখ যাচ্ছে। ওই দিগন্ত থেকেই আসবে অনুসরণকারীরা। কোন নড়াচড়াই ওর নজরে পড়ল না। তবে অ্যাপাচিদের বেলায় তোমার প্রথম দেখাটাই অনেক সময়ে শেষ দেখা হয়।

আগুন নিভিয়ে দিয়ে আয়রন পাইরাইটের টুকরো দুটো মাংসের সাথে চামড়ার ভিতর ঢুকাল হেনরি। মাংসের থলেটা কাঁধে চাপিয়ে লাঠি হাতে রওনা হয়ে গেল সে। ক্লিফের ধার ঘেঁষেই উত্তর দিকে এগোচ্ছে। ওর পিছনে নেকড়েগুলো দাঁত বের করে গরগর করতে করতে এল্কটার অবশিষ্ট অংশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'হেনরি স্লোন,' নিজেকেই বলল সে, 'তুমি ওই নেকড়েগুলোর কাছে ঋণী।'

ধীর গতিতে এগোচ্ছে সে। কাঁচা চামড়ার জুতোয় কিছুটা সুবিধা হলেও ওর পা দুটো ক্ষতবিক্ষত। মাংস আর চামড়ার বাড়তি ওজনও বইতে হচ্ছে ওকে। এখন ওর একটা লুকিয়ে থাকার মত আস্তানার প্রয়োজন। যেখানে সে বিশ্রাম নিতে পারবে। যদি সারে—পা দুটোকে তার আগে সারিয়ে তোলা দরকার।

মরুভূমিটাকে পিছনে ফেলে এসেছে হেনরি। নিচু পাহাড়গুলোর ওপর সবুজের সমারোহ দেখা যাচ্ছে। কিছু অ্যাসপেন আর পাইন গাছও দেখা যাচ্ছে। দুবার দুটো ছোট টিলা পার হয়েছে সে। দুবারই গাছকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করেছে। কারণ টিলার মাথায় কোন মানুষকে বহু দূর থেকেও চিহ্নিত করা ইণ্ডিয়ানদের কাছে খুবই সহজ কাজ। সে আশা করছে এখন আর রক্তের দাগ নেই বলে হয়তোবা ইণ্ডিয়ানদের পক্ষে তাকে অনুসরণ করা কিছুটা কঠিন হবে। কিন্তু ওদের যে ফাঁকি দেয়া যাবে না এটা

সে ভাল করেই জানে।

নির্জন বুনো পরিবেশ। পাহাড়ের কিছুকিছু ভাঁজে, যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না, সেখানে তুষার দেখা যাচ্ছে। পাহাড় থেকে বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা। আর হেনরি হচ্ছে সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার ওপর ওর পিছনে ধাওয়া করছে শত্রু। ওর সামনে কেবল আশা ছাড়া আর কিছুই নেই।

একবার কাঁধের বোঝা নামিয়ে কিছু স্নেকউইড (শাকের মত জিনিস) তুলে নিল স্লোন। টেনেসিতে পাহাড়ী এলাকায় ওকে প্রাকৃতিক সব কিছুর সদ্ব্যবহার ছেলেবেলাতেই শিখতে হয়েছে।

আর আগে বাড়ার ক্ষমতা রোহিত হলে কয়েকটা অ্যাসপেন গাছের মাঝে আশ্রয় নিল সে। ছোট্ট একটা আগুন জ্বালাল সে। শুকনো কাঠের আগুন। ধোঁয়া কম। যেটুকু উঠছে, সেটাও গাছের পাতায় ছড়িয়ে পড়ছে। দূর থেকে বোঝার উপায় নেই। গাছের বাকলের একটা পাত্র তৈরি করে ক্রীক থেকে পানি নিয়ে দুটো কাঠির মাথায় আগুনে চাপাল সে। পানি ফুটলে ওতে স্নেকউইড ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ ফোটার পর ওটা দিয়ে নিজের পা ধুয়ে নিল সে। এরমধ্যে আরও কিছু মাংস ঝলসে নিল।

সারাদিনের পথ চলায় ওর কাঁচা চামড়ার জুতোটা নষ্ট হয়ে গেছে। চামড়া কেটে আবার নতুন এক জোড়া তৈরি করে নিল হেনরি।

মাংস আগুনে ঝলসে খাওয়ার পর আগুনটাকে কয়েক ফুট সরিয়ে নিল সে। অবসিডিয়ান পাথরের ছুরিটা শিঙের বাড়িতে ভেঙে আরও চোখা করল। কাজটা ইণ্ডিয়ানদের মত দক্ষ হলো না। তবু আগের চেয়ে কিছুটা ভাল হলো। আগুনটা আবার সরাল হেনরি। এর অল্পক্ষণ পরেই কাঁধে মাংস ঝুলিয়ে রওনা হয়ে গেল সে।

ওর মাথায় কেবল পাহাড়ে পৌঁছবার চিন্তা ঘুরছে। মনে পড়ছে সেই কেবিনটার কথা, যেখানে সে জন্মেছিল। ওটা ছিল টেনেসির ডেনিস গ্যাপ

এলাকায়। ওখানে এখন আর কিছুই নেই। আছে কেবল ছেলেবেলার সেই সুন্দর স্মৃতিটা। মধুর। কিন্তু সেই কেবিন এখন খালি। ওখানে কেউ নেই। একজনও না।

ঠাণ্ডা সকালে পাখিগুলো ঝোপের ভিতর আলাপ করছে। পরিবেশটা ভাল। এমন আনন্দ-মুখর পরিস্থিতিতে ভাবাই যায় না আশপাশে কোথাও ঘৃণা করার মত কিছু থাকতে পারে।

হেনরির পায়ে কষ্ট হচ্ছে। পায়ের গোছাও আঁকড়ে আছে, পা বাঁচাতে গিয়ে বিশেষ ভঙ্গিতে চলার জন্যে। প্রথম পা ফেলতে গিয়ে এমন অসহ্য ব্যথা পেল, যে ওর চোখে পানি এসে গেল। আবার বসে পড়ল সে। কি বিপদে যে সে আছে সেটা ভাবতেও ওর ভয় করছে।

কিন্তু থামার মত জায়গা এটা নয়। যা'ই ঘটুক ওকে এগোতেই হবে। একটা নড়াচড়া চোখের কোণে ধরা পড়ায় ফিরে তাকাল। দেখল একটা নেকড়ে ওকে অনুসরণ করছে। সেই খাড়া কানওয়ালা নেকড়েটা।

নেকড়েটা ওকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে।

দুই

বাকিগুলো কোথায় তা সে জানে না। কিন্তু এটার কথা তার মনে আছে।

'হাওডি, বাছা! আগুনের পাশ থেকে একটা ছোট মাংসের টুকরো ওর দিকে ছুঁড়ে দিল হেনরি।

ওটা খেয়ে ওর দিকে কিছুটা এগিয়ে আবার থেমে দাঁড়াল নেকড়েটা। মাংসের বোঝাটা কাঁধে নিয়ে নেকড়েটার দিকে পিছন ফিরেই রওনা হলো সে। কিছুদূর যাওয়ার পর পিছন ফিরে চেয়ে দেখল দূরে কিছু নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে। কিছু মানুষ ওখানে নড়াচড়া করছে।

ভয়ে গলার কাছে শক্ত আমের আঁটির মত কি যেন ঠেকেছে বলে মনে হচ্ছে ওর। অ্যাপাচিরা তাহলে এখনও ওকে অনুসরণ করছে! এখন তার আর কোন উপায় নেই। একটাও না।

ওরা পিছু নিয়ে থাকলে ওকে ঠিকই ধরবে। হেনরির রক্ষা নেই।

কিছুটা পিছনে নেকড়েটা ওর দিকে চেয়ে আছে।

এই গোলমালের মূলে ছিল টোনি স্লোন। ওর আপন ভাই। সে আর হেনরি লোকজনের ভিড় কম এমন একটা জায়গায় র‍্যাঞ্চ করার জন্যে জায়গা খুঁজতে বেরিয়েছে। ওদের র‍্যাঞ্চের পাশে বা কাছে অবশ্যই পাহাড় থাকতে হবে। ওদের এমন জমি চাই, যেখানে ঘাস আর পানি দুটোই আছে।

বিল স্লোন আর বুড়ো জ্যাক রায়নারের সাথে ওদের কথা হয়েছে। ওরাই অ্যানিমাস, ফ্লরিডা আর লা প্লাটা নদীর আশপাশের এলাকার কথা ওদের জানিয়েছে। তাই নিজের চোখেই এলাকাটা দেখার জন্যে বেরিয়েছে হেনরি।

টোনি অ্যারিজোনা থেকে কেনা এক পাল গরুর দেখাশোনায় ক্রেইগ স্লোনকে সাহায্য করছিল। তাই হেনরি একাই বেরিয়ে পড়েছে। চমৎকার কাটছিল ওর সময়। কিন্তু ওই অ্যাপাচির দলটা সব লণ্ডভণ্ড করে দিল।

ঘোড়া কিভাবে চালাতে হয় সেটা ওদের দেখিয়ে দেয়ার জন্যে ঘোড়া ছুটিয়েছিল হেনরি। কিন্তু ঘোড়ার চতুর্থ লাফে ওর খুর একটা ইঁদুরের গর্তে ঢোকায় পা ভেঙে ওরা দুজনই আছাড় খেয়ে পড়ল। চোখ আর কান বালু বোঝাই অবস্থায় উঠল হেনরি। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওর—ওর রাইফেলটা ঘোড়ার

দেহের নিচে চাপা পড়েছে। ইণ্ডিয়ানরা ধরে ফেলল ওকে।

দৃঢ় সাহসিকতার সাথে ওদের মুখোমুখি দাঁড়াল হেনরি স্লোন। ইণ্ডিয়ানরা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ মানুষ। তাই হেনরি ভেবেছিল কোন গোলাগুলি যখন হয়নি, তখন সাহসের সাথে ওদের মোকাবিলা করলে হয়তো সে রেহাই পেতে পারে।

তাই সে নিজেই হেঁটে ওদের দিকে এগোল। যেটুকু জানে সবটাই কাজে লাগাল সে—অ্যাপাচি ভাষায় গালি দিয়ে সে বলল বন্ধুর প্রতি এমন ব্যবহার করা ওদের ঠিক হচ্ছে না।

কিন্তু এতে কোন কাজ হলো না। ওর হাত-পা বেঁধে ওকে ওরা ক্যাম্পে নিয়ে গেল। হেনরি কতখানি শক্ত দেখার জন্যে ওর জামা-কাপড় খুলে ওকে রোদে নিয়ে যাওয়া হলো। ওর মাথার কাছে একটা পানির ব্যাগ ঝোলানো হলো। ওটা থেকে ফোঁটাফোঁটা পানি ওর মুখের দু'ইঞ্চি পাশেই পড়ছে, কিন্তু ওকে এক ফোঁটাও খেতে দেয়া হচ্ছে না।

ক্যাম্পের তরুণ অ্যাপাচিরা হেনরিকে একেকবারে আধঘন্টা করে লাঠি দিয়ে পিটাল—মেয়েরা ওর মুখে বালু ফেলল, কিন্তু এতসব করেও ওর মুখ থেকে গালি ছাড়া আর কিছুই বের করতে পারল না। তাই এবার সত্যিকার ভাল কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আগুনটাকে ঘিরে বৈঠকে বসল।

সময়টাকে কাজে লাগাল হেনরি।

একটা ছেলে সরু একটা ডাল দিয়ে হেনরিকে মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে চলে গেছিল। ডালটা ওর বুকের ওপরই পড়ে ছিল। বিশেষ কায়দায় দেহ নাচিয়ে ডালটা মুখের কাছে এনে দাঁত দিয়ে ওটা কামড়ে ধরল। তারপর ডালটাকে এমন ভাবে কাত করে ধরল যেন ব্যাগের থেকে ফোঁটাফোঁটা পানি ওটা বেয়ে ওর মুখের দিকে আসে।

প্রথমে বেশির ভাগ পানির ফোঁটা মাটিতেই পড়ল। কিন্তু হাল ছাড়ার

পাত্র হেনরি নয়। বুলডগের মত ডাল কামড়ে ধৈর্য ধরে পড়ে রইল সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুফল মিলল। ডাল বেয়ে ফোঁটাফোঁটা পানি ওর মুখের দিকে এগোল। এমন কিছু নয়, কিন্তু তবু ওটা পানি।

চোয়াল আঁকড়ে এল হেনরির। ঘাড়টাও আড়ষ্ট হয়ে আসছে—কিন্তু নড়ছে না সে। ওই সামান্য কয়েক ফোঁটা পানিই এখন ওর কাছে অমৃতের মত লাগছে।

হঠাৎ ইণ্ডিয়ানদের একজন খেয়াল করল সে কি করছে। বাকি সবার দৃষ্টি ওদিকে আকর্ষণ করাল সে। তোমাকে বলছি বন্ধু, এমন হাসির রোল উঠল ওদের মাঝে, যা কেউ কখনও শোনেনি। হাসতে হাসতেই সবাই ওকে ঘিরে দাঁড়াল। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, আর আঙুল দিয়ে ওকে দেখাচ্ছে। হেনরি যা করেছে এটা ওদের কাছে একটা নতুন জিনিস। এবং ওরা এটা সত্যিই উপভোগ করল। সবাই ব্যাপারটা দেখার পরে একজন যোদ্ধা ডালটা হেঁচকা টানে হেনরির মুখ থেকে ছিনিয়ে নিল। কাজটা এতই আচমকা করল যে তাতে প্রায় হেনরির দাঁত খুলে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল! ওকে গাল দিল হেনরি—জবাবে একটা লাথি খেল।

সারা রাত ওখানেই শুয়ে কাটাল হেনরি। একবার একটা বিষপিঁপড়ে ওর পেটের ওপর দিয়ে পার হলো। সে তার নিজের কাজে যাচ্ছে। কিছু ছোট পিঁপড়ে ডালের বাড়িতে হেনরির ক্ষত জায়গাগুলো খুঁজে পেয়েছে। সকাল হতেই ওরা হেনরির পায়ের বাঁধন কেটে ওকে একটা পিঁপড়ের ঢিবির কাছে নিয়ে গেল। ওখানে আগেই ওরা মাটিতে খুঁটি পুঁতেছে। হেনরি বুঝল ওদের কি মতলব।

হঠাৎ একটা গুলির শব্দ হলো। চকিতে ক্যাম্পের প্রত্যেকটা অ্যাপাচি ঘোড়ায় চড়ে শব্দের দিকে ধাওয়া করে ছুটল। ক্যাম্পে একটা ঘোড়াও থাকল না।

ওদের যেতে দেখে হেনরিও ছুটল।

স্প্রেনরা দৌড়ে মোটামুটি ভাল। তবে, হাত বাঁধা অবস্থায় ওর কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু এখন ওর প্রাণ নিয়ে টানাটানি। তাই প্রাণপণে ছুটছে সে। ভাঙা পাথরের ওপর কোথায় পা পড়ছে সেদিকে খেয়াল নেই। অ্যাপাচি মেয়েরা ওকে ধরার চেষ্টা করছে। চিৎকার করছে ওরা।

এখন অ্যাপাচিরা ওকে প্রায় ধরে ফেলেছে। ওর পায়ের যা অবস্থা তাতে ওদের থেকে দৌড়ে পালিয়ে বাঁচার কোন উপায় নেই। তাছাড়া ওদের কাছে ঘোড়াও রয়েছে। সুতরাং বেশিদূর যেতে পারবে না হেনরি। ওর সপক্ষে একটাই জিনিস আছে, যে এটা ইউটে এলাকা। কিন্তু তাই বলে ইউটেরা যে অ্যাপাচিদের থেকে ভাল, তা নয়। ওদের হাতে পড়লেও হেনরির অবস্থা খারাপ হবে। তবে ইউটে এলাকায় অ্যাপাচিরাও সুস্বাগত নয়। তাই যতই ভিতরে ঢুকবে, অ্যাপাচিদের উদ্বেগ ততই বাড়বে।

পাথরের ওপর হাঁটার চেয়ে পাইনের নরম কাঁটার ওপর হাঁটা অনেক সহজ। কিন্তু ওর এখন লুকাবার মত একটা জায়গা প্রয়োজন। আর চাই একটা অস্ত্র।

ইচ্ছা করেই উঁচুনিচু বন্ধুর পথ বেছে নিল হেনরি। কারণ ঘোড়া নিয়ে ওই ভাঙাচোরা পথে ইণ্ডিয়ানরা ওকে অনুসরণ করতে পারবে না।

দুটো বড় পাথরের ফাঁক দিয়ে গলে একটা শুকনো জলপ্রপাতের উপরের তাকে উঠল হেনরি। ওর পা থেকে আবার রক্ত ঝরতে শুরু করেছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে কিছু লাল মাটি দেখতে পেল। নাভাহো ইণ্ডিয়ানরা ওই মাটি পাইনের আঠা আর চর্বির সাথে মিশিয়ে ক্ষত তাড়াতাড়ি সারার জন্যে এক ধরনের প্রলেপ তৈরি করে। পিছন দিকে ফিরে আটজন অ্যাপাচিকে দেখতে পেল সে। এত কাছে যে ওদের ঘোড়ার রঙ চিনতে পারছে স্প্রেন।

অ্যাপাচিরা পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে লড়তে পছন্দ করে। ওই পাহাড়ে চড়ে হেনরিকে ধরা ওদের কাছে খুবই সহজ কাজ। ওকে এখনও দেখতে পায়নি অ্যাপাচিরা। কিন্তু দেখলেই ওরা আসবে। হয়তো হেনরি বোকামিই করছে। ওর পা দুটো যেভাবে জখম হয়েছে, আর চলতে যতটা ব্যথা পাচ্ছে, তাতে হাল ছেড়ে দিয়ে আপাচিদের ওকে হত্যা করতে দেয়াই হয়তো ভাল। কিন্তু স্লোনরা হাল ছাড়ার পাত্র নয়। ওই শিক্ষা পেয়েই বড় হয়েছে ওরা। চোদ্দ বছর বয়সেই সে গুলি ছোঁড়া, ফাঁদ পাতা আর চামড়া ছাড়ানো শিখেছে। তখন থেকেই সে জানে বনে কিভাবে খাবার জোগাড় করতে হয়। প্রয়োজনে পাখির চেয়েও কম খেয়ে চলতে পারে।

পাহাড়ে যাদের সাথে সে চলেছে তারা হচ্ছে চেরোকী ইণ্ডিয়ান। নিজের লোকজনের কাছে যা শিখেছে, তার সমানই শিখেছে চেরোকীদের কাছে। ওদের বাড়িতে কেবল দুটো বইই ছিল, তাই মা তাকে বাইবেল আর পিল্‌গ্রিমস্ প্রোগ্রেস থেকে পড়তে শিখিয়েছে।

আরও একটা জিনিস স্লোনরা শিখেছে, সেটা হচ্ছে কাজ শুরু করে দিয়ে তার পিছনে লেগে থাকা। স্কুলে যখন কারও সাথে মারপিট হত, তখন সে ঘাড় বাঁকা করে অনবরত ঘুঁসি ছুঁড়ে যেত। কেউ একজন মাটিতে না পড়া পর্যন্ত থামত না। মাঝেমাঝে সেও পড়েছে, কিন্তু প্রতিবারই আবার উঠে দাঁড়িয়েছে।

ওই মুহূর্তে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল হেনরি। অ্যাপাচিরা ইউটে এলাকায় সহজে ঘোড়া ছেড়ে এগোতে চাইবে না। তাই ওকে যদি তারা মারেই তবে পাহাড়ের মাথায় উঠেই মারতে হবে। কারণ এখন সে ওইখানেই যাচ্ছে।

ঘুরে কোনাকুনি ভাবে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল স্লোন। উপরে ওঠার জন্যে হাত এবং পা দুটোই ব্যবহার করছে। অনেকদূর নিচে ওদের দেখতে

পাচ্ছে সে। ওরাও তাকে দেখতে পাচ্ছে। ঘোড়া থামিয়ে চেয়ে আছে অ্যাপাচিরা।

এই অবস্থায় গুলি ছুঁড়ে ওদের কোন লাভ হবে না, কারণ এত দূর থেকে ওরা কেউ লক্ষ্য ভেদ করতে পারবে না—এটা ওরাও বুঝছে। নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে ওরা।

এখন স্লোনের বাঁচার একটাই মাত্র আশা আছে, সেটা হচ্ছে ওরা যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে এত ঝামেলা করে হেনরিকে মারা ওদের পোষাবে না। কিন্তু সেটার সম্ভবনা খুবই কম। তাই পাহাড় বেয়ে উপরে ওঠা অব্যাহত রাখল সে। কিন্তু কাজটা খুব কঠিন, কারণ কিছুকিছু জায়গা একেবারে খাড়া হয়ে উপরে উঠেছে। তবে হাত আর পা রাখার জন্যে প্রচুর জায়গা রয়েছে। ক্রল করে উপরের তাকে উঠে ওটার ওপর একটা মরা কয়োটি দেখতে পেল হেনরি। সে জানে অ্যাপাচিরা ওটাকে কিছুতেই ছোঁবে না। ওটাকে লেজ ধরে ঘুরিয়ে নিচের দিকে ছুঁড়ে দিল স্লোন। যেখান দিয়ে ওদের আসতে হবে সেই ট্রেইলের ওপরই পড়ল ওটা।

মরা কয়োটিটা ওদের থামাতে পারবে না বটে, কিন্তু ওদের মনে যে কিছুটা অস্বস্তি জাগাবে এতে সন্দেহ নেই। অ্যাপাচিদের কাছে পেঁচার ডাক যে মৃত্যুর অশুভ সঙ্কেত, এটা হেনরির মনে পড়ল। ছেলেবেলায় পেঁচার ডাক দিয়ে পেঁচার থেকে জবাব আদায় করতে পারত সে। এইসব ক্যানিয়নের ভিতর শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত যাবে জেনেই সে ওটা চেষ্টা করল।

এখন আর হেনরিকে ওরা দেখতে পাচ্ছে না—কিন্তু অ্যাপাচিদের দেখতে পাচ্ছে সে। প্রথম ডাকটা শুনে ওরা থমকে দাঁড়াল। মৃত কয়োটিটার কাছে এসে ওরা আবার থামল। এবার দুটো বড় পাথর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে ছেড়ে দিল। ওগুলো যে কাউকে আঘাত করবে তার আশা কম—তবু এতে ওরা কিছুটা দুশ্চিন্তায় পড়তে পারে।

হঠাৎ পাহাড়ের গা থেকে ঝুলে ওঠানো গর্তমত একটা জায়গায় হাজির হলো হেনরি। ওটার কিছুটা মাঠ, কিন্তু পিছন দিকে খাঁজটা চূড়ার দিকে উঠে গেছে। এলাকাটা অ্যাসপেন গাছে ভরা। ওটা দেখেই বুঝল সে পৌঁছে গেছে।

আর এগোবে না হেনরি।

অ্যাসপেন গাছগুলো পিছন দিকে যেখানে খুব কাছাকাছি ঘন হয়ে জন্মেছে, তার ভিতর ঢুকে, নিজের ট্র্যাক যতটা সম্ভব ঢেকে, ওখানে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল স্লোন। পা দুটোয় মনে হচ্ছে আগুন ধরে গেছে। হাঁটুর নিচে থেকে সবটাই ব্যথা করছে। পায়ের পুরো পাতা ব্যবহার করতে পারেনি বলে আঙুলের ওপর ভর দিয়ে চলায় পায়ের পেশী আঁকড়ে রয়েছে। পাতাগুলোর তলায় ঢুকে শুয়ে রইল হেনরি।

অ্যাপাচিরা ওকে খুঁজে ঠিকই বের করতে পারবে, কিন্তু অনেক খুঁজতে হবে ওদের। লাঠিটা হাতের মুঠোয় ধরে চুপচাপ অপেক্ষা করছে সে। কান পেতে শব্দ শোনার অপেক্ষায় আছে। অ্যাসপেনের পাতাগুলো পরস্পরের সাথে ঘষা খেয়ে ফিসফিস শব্দ তুলছে। কোথাও একটা পাখি বা কোন ছোট জন্তু পাতায় নাড়া দিল, কিন্তু অ্যাপাচিরা এল না। শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল। কখন বা কিভাবে তা বলতে পারবে না···কিন্তু ঘুমাল সে।

কয়েকঘণ্টা পর ঠাণ্ডায় ওর ঘুম ভাঙল। চারদিক নিস্তব্ধ। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে শুয়ে থেকে ধীরে উঠে বসল হেনরি। নিজের অজান্তেই ওর মুখ ককিয়ে ওঠার শব্দ বেরিয়ে এল। শব্দটা বেশি জোরালো হয়ে ওঠার আগেই ঢোক গিলে শব্দটা থামাল। কিছু দেখতে পাচ্ছে না, বা শুনতেও পাচ্ছে না। তাই স্বভাবতই পাতার আরও ভিতরে ঢুকে আবার ঘুমাল।

পরের বার যখন ওর ঘুম ভাঙল তখন সকাল হয়েছে। ঠাণ্ডায় ওর দেহটা আড়ষ্ট হয়ে আছে। অ্যাসপেন গাছগুলোর আড়াল থেকে হামাগুড়ি দিয়ে

বেরিয়ে চারপাশ ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল। অ্যাপাচিদের কাউকে সে দেখতে পেল না।

মাংসের থলেটা নিয়ে অ্যাসপেন বাগান থেকে বেরিয়ে খুঁড়িয়ে আরও ভিতর দিককার একটা ক্যানিয়নে নামল সে। একঘণ্টা পর কতগুলো গাছের নিচে একটা গর্তে থামল। চারপাশে কিছু বড় বড় পাথরও রয়েছে ওখানে। শুকনো ধোঁয়াহীন কাঠ দিয়ে একটা ছোট্ট আগুন জ্বেলে এক টুকরো মাংস ঝলসে খেয়ে নিল। ঝোপের ভিতর থেকে একটা হালকা খসখস আওয়াজ শুনতে পেয়ে আগুনের পাশে ছোট দুটো মাংসের টুকরো ফেলে এগিয়ে গেল হেনরি।

ওই দিনই আরও পরে স্নেকউইডের সাথে বিভিন্ন উপাদান মিশিয়ে পা দুটো ভাল করে ধুয়ে নিল। সত্যিই কোন কাজ হচ্ছে কিনা বুঝতে না পারলেও, এতে বেশ আরাম বোধ করল সে। ব্যথাটাও একটু কমল।

একঘণ্টা ওখানে বিশ্রাম নিয়ে ঝর্না ধরে নিচের দিকে এগোল হেনরি। কিছুক্ষণ চলার পর কিছু বী উইড ওর চোখে পড়ল—ওটা স্টিকউইড নামেও পরিচিত। নাভাহো ইণ্ডিয়ানরা খুব অল্প সময়ে আগুন জ্বালানোর কাজে ওগুলো ব্যবহার করে। ওই গাছের তীরের মত সরু ভঙ্গুর বৃন্ত দুই হাতের তালুর মধ্যে ধরে সামনে-পিছনে ঘুরানো হয়। একটু বালু ব্যবহার করে ঘর্ষণের মাত্রা বাড়ালে দুই মিনিটের মধ্যেই আগুন জ্বলে ওঠে।

এসব কাজের মাঝেও যে ঢাল বেয়ে নেমেছে, সেইদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে হেনরি। কিন্তু ওখানে অ্যাপাচিদের কোন চিহ্ন দেখতে পায়নি। হয়তো পেঁচার ডাকের মৃত্যু-সঙ্কেতে ওরা ভয় পেয়েছে—অথবা ইউটে এলাকার বেশি ভিতরে ঢুকতে ওরা সাহস পায়নি।

হেনরি যে একা আছে তা নয়। ওখানে ঝোপের ভিতর একটা কিছু রয়েছে যে তার ওপর নজর রেখেছে। হয়তো ওটা সেই নেকড়েটাও হতে

পারে। নেকড়েদের শিকারের পিছনে বহু মাইল পর্যন্ত অনুসরণ করার দৃষ্টান্ত প্রচুর রয়েছে। ওই নেকড়েটাকে কারও বলে দিতে হবে না যে স্লোন খারাপ অবস্থায় পড়েছে। পায়ের ক্ষত থেকে নেকড়েটা রক্ত আর পচনের গন্ধ পাচ্ছে। ওকে মোটেও বিশ্বাস করে না হেনরি—তাই সতর্ক আছে। কিন্তু নেকড়েটাকে দোষও দিতে পারছে না। ওটা একটা বুনো জন্তু; যেভাবে পারে ওকে ওর নিজের খাবার নিজেই জোগাড় করতে হবে। ওর প্রতি একটু সহানুভূতিই বোধ করছে সে—এই কারণেই ওকে মাংসের টুকরো বা হাড় ছুঁড়ে দিয়েছে। তাছাড়া ওদের শিকার করা খাবারই কেড়ে এনেছে হেনরি।

ওই রাতটা আরও খারাপ কাটল। এল্‌ক্‌টার যেটুকু চামড়া ওর কাছে আছে তাতে ওর নগ্ন দেহ গরম হলো না। আগুনটা ক্ষুধার্ত জন্তুর মত কাঠ গিলছে, কিন্তু সেই তুলনায় তাপ দিচ্ছে না। সারাটা রাত শীতে ঠকঠক করে কাঁপল, দাঁতে-দাঁতে ঠোকাঠুকি হলো। সর্বক্ষণ নিষ্ঠুর ঠাণ্ডায় কষ্টে কাটল।

স্লোনের চারপাশে বরফে ঢাকা চূড়াগুলো বুনো আর ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। যে খাঁজটাতে আশ্রয় নিয়েছে সেটা অন্ধকার। আগুনের পাশে শুয়ে কাঁপছে—মনে হচ্ছে পাহাড় থেকে যে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, সেটা ওর হাড়ের ভিতর গিয়ে ঢুকছে। পেশীগুলো আড়ষ্ট হয়ে আসছে। আগুনের তাপটা টেরই পাচ্ছে না।

রাতটা যেন ফুরাতেই চাচ্ছে না—অনন্তকাল ধরে চলবে। এরই মধ্যে একবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে দেখল বাতাসটা থেমেছে, কিন্তু আগুন প্রায় নিভে এসেছে। আরও কাঠ চাপিয়ে যত্নের সাথে ফুঁ দিয়ে আগুনটাকে আবার সতেজ করে তুলল হেনরি। ওদিকে ঝোপের ভিতর কিসেন একটা নড়ে উঠল। তাই আগুনের শিখা আরও বাড়িয়ে তুলে, লাঠি আর পাথরের ছুরিটা হাতের কাছে রাখল।

বিগত দিনগুলোতে কতজন মানুষ এমনি আগুনের পাশে কুঁকড়ে শুয়ে রাত কাটিয়েছে? ওদের কতজনের কাছে হেনরির থেকে বেশি কোন অস্ত্র ছিল না?

শেষ পর্যন্ত সকাল এল; ঠাণ্ডা আর নিরানন্দ সকাল। ঝোপের ভিতর ঢোকার ভুল না করে, কোথায় শুকনো কাঠ আছে দেখে নিল হেনরি। আগুনটাকে আবার উস্কে দিয়ে চামড়ার থেকে একটা বড় টুকরো কেটে, ওটা মাটিতে পুঁতে রাখল নরম হওয়ার জন্যে। চামড়া দিয়ে একজোড়া নরম জুতো বানাবে সে।

কিছু চিকউইড খুঁজে পেয়ে ওগুলো এল্‌ক্‌-এর অবশিষ্ট মাংসের সাথে খেল। মাংসের উচ্ছিষ্ট অংশগুলো ঝোপের ভিতর ছুঁড়ে দিল।

ঢাল বেয়ে খুঁড়িয়ে একটা টিলার মাথায় উঠে চারপাশের এলাকাটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল হেনরি। বেশির ভাগ এলাকাতেই মানুষ যদি ওখানকার গাছপালা আর জীবজন্তু সম্পর্কে জানে, তাহলে বেঁচে থাকা খুব কঠিন হয় না। মানুষের মগজটাই মানুষকে অন্যান্য জীব-জানোয়ার থেকে আলাদা করেছে। ওই মগজের জোরেই মানুষ একটু চিন্তা করলে, বিভিন্ন পরিবেশে বেঁচে থাকার উপায় বের করতে পারে।

প্রথমেই হেনরির একটা অস্ত্র দরকার। দ্বিতীয়ত প্রয়োজন, একটা আশ্রয় আর জামা-কাপড়। অভিজ্ঞ চোখে সে যাচাই করে দেখল এই এলাকায় কি কি পাওয়া যাবে।

ক্যানিয়নটার দুটো ধারই বেশ উঁচু। জঙ্গল ঢাল বেয়ে পাথুরে চূড়া পর্যন্ত উঠেছে। একেবারে নিচে একটা ছোট ঝর্না বইছে। ঝর্নার ধারে কিছু উইলো গাছ জন্মেছে। ভাল ঘাস আর কিছু ঝোপও রয়েছে ওখানে।

বিশ ফুট দূরেই গাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে মাটিতে পড়ে আছে। রোদ আর বৃষ্টিতে ওটা পোক্ত হয়েছে। ওটার বাড়তি ডালগুলো ছেঁটে

মাথায় একটা চোখা অবসিডিয়ান পাথর বসিয়ে নিলেই ভাল একটা বর্শা তৈরি হবে।

চিকন ডাল আর পাতাবিশিষ্ট ঘন ঝোপগুলো সূর্যের আলোয় কিছুটা আঠালো দেখাচ্ছে। ওগুলো বাফেলো-বেরি। ইন্ডিয়ানরা মোষ বা হরিণের মাংস সুস্বাদু করার জন্যে ওই ফল ব্যবহার করে। কিছু বুনো গোলাপও রয়েছে ওখানে। ঝর্নার ধারে প্রচুর হরিণের ছাপ রয়েছে—হয়তো তীর-ধনুক তৈরি করার সময় ওর জুটবে। উইলোর ডাল দিয়ে চমৎকার ধনুক হয়।

নিচে নেমে বাফেলো-বেরি ঝোপের থেকে ফল পেড়ে বীচিসহই খাওয়া শুরু করল। ওগুলোর সাথে কিছু গোলাপের ফলও খেল। এমন সুস্বাদু কিছু খাবার নয়। তবে ইন্ডিয়ানরা ওকে খুঁজে না পেলে ওগুলোই ওকে বাঁচিয়ে রাখবে।

এটা ইউটে এলাকা। কিন্তু নাভাহো আর অ্যাপাচিরাও এই এলাকায় মাঝেমাঝে আসে।

অবশ্যই, ওই নেকড়েটাও রয়েছে।

তিন

লম্বা নিচু কাঠের দালানটার চৌকো দুটো জানালা দিয়ে বাইরে আলো আসছে। টোনি স্লোন ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পুরো এক মিনিট জানালা দিয়ে ভিতরে চেয়ে থাকার পর ঘোড়াটাকে বাঁধল।

সামান্যই দেখতে পেয়েছে টোনি। কারণ ওটা নোংরা এবং অনেক মাছি বসে আছে জানালার ওপর। ভিতরে একটা বার রয়েছে—কিছু মানুষও আছে ওখানে। হিচিঙ রেইলে ছয়টা ঘোড়া বাঁধা আছে।

চারটে ঘোড়ার ব্র্যাণ্ড একটু অদ্ভুত, তিনটে পাতার একটা ক্লোভার...তিনটে ইংরেজি "3"কে মুখোমুখি জোড়া লাগিয়ে পাতাটা সৃষ্টি করা হয়েছে।

কাপড় থেকে ধুলো ঝেড়ে শক্তিশালী কালো ঘোড়াটার ব্র্যাণ্ড আড়চোখে পরীক্ষা করে থমকে হালকা একটা শিস দিয়ে উঠল সে।

প্রথমে ওটার ব্র্যাণ্ডও ক্লোভার থ্রি ছিল। ওটার সাথে ভিতর দিকে আরও তিনটে ছোট "3" উলটো করে যোগ করে ক্লোভার পাতার চেহারা পালটে একটা ফুল তৈরি করা হয়েছে। কাজটা চমৎকার দক্ষতার সাথে করা হয়েছে—লোকটা কাজ জানে!

'ওই লোকটার সাথে আমার পরিচিত হতেই হবে,' বিড়বিড় করে বলতে বলতে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল টোনি স্লোন। দেখল ভিতরে চারজন লোক একসঙ্গে একটা টেবিলে বসে আছে। বোঝাই যায় ওরা ক্লোভার থ্রি লোক। কোনায় বারের কাছে আরও একজন একা বসে আছে।

লোকটার পরনে ঝালর দেয়া বাকস্কিনের শিকারির পোশাক। ওটার নিচে একটা নীল শার্ট। একটা নিচু কার্নিসের কালো হ্যাট ওর মাথায়। ঠোঁটের ওপর পরিপাটি করে ছাঁটা মোম-মাখানো লালচে গোঁফ ছাড়া বাকিটা পরিষ্কার করে কামানো।

বাকস্কিন শার্ট পরা লোকটার কোমরে দুটো পিস্তল ঝুলছে। একটার বাঁট সামনের দিকে মুখ করা—অন্যটার পিছন দিকে মুখ। একটা বিশেষ কৌশল...এতে লোকটা যেকোন হাতে পিস্তল ড্র করতে পারবে, অথবা দু'হাতে দুটো একসঙ্গেও ড্র করতে পারবে। টেবিলের ওপর ওর সামনে

রয়েছে একটা ওয়াইনের বোতল, একটা গ্লাস, আর এক প্যাকেট তাস।

বারের পিছনে বারটেণ্ডার ছাড়া আরও দুজন লোক রয়েছে কামরায়। ওদের একজনের পরনে নোংরা সাদা শার্ট। অন্যজন দাড়িওয়ালা বয়স্ক লোক।

টোনি স্লোন একটা রাই হুইস্কির অর্ডার দিয়ে বারের কোনায় সরে দাঁড়াল। ওখান থেকে কি ঘটছে দেখতে চায় সে।

ক্লোভার থ্রির চারজন রাইডারকে কিছুটা হতবুদ্ধি দেখাচ্ছে। যে লোকটা একা বসে আছে, সে শান্ত ভাবে ওয়াইনের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে তাস বিছিয়ে পেশেন্স খেলা শুরু করল। ওকে একেবারে নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে।

শেষে ক্লোভার থ্রির একজন খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল।

'তোমার ব্র্যাণ্ডটা সত্যিই দেখার মত, মিস্টার,' বলল সে।

তাসের ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই লোকটা জবাব দিল, 'ধরে নিচ্ছি তুমি আমার উদ্দেশেই কথাটা বলেছ? 'হ্যাঁ, ব্র্যাণ্ডটা আমারও খুব পছন্দ। ওটা তোমাদেরটাকে কম্বলের মত ঢেকে দেয়, তাই না?'

অবাক হলো টোনি। কিন্তু ক্লোভার থ্রির কাউবয়রা ওর জবাবে শুধু একটু অস্থির হলো। তারপর যে কথা বলেছিল সে'ই আবার মুখ খুলল। 'বস্ তোমার সাথে কথা বলতে চায়।'

'তাই নাকি?' উপহাস করে বলল লালচে গোঁফওয়ালা লোকটা। 'ভাল কথা, যদি ওর এখনও কোন ঘোড়া অবশিষ্ট থাকে, তাহলে ওকে বোলো, ঘোড়ায় চড়ে এখানে আসলেই আমার দেখা পাবে।'

'মানে...তোমাকে একটা প্রস্তাব দিতে চায় সে। তুমি তো জানো লোকটা নিজে—'

'অবশ্যই না। কিন্তু তার র‍্যাঞ্চে এত গরু-ঘোড়া কিভাবে এল, এর ব্যাখ্যা সে কিভাবে দেবে? ওকে বোলো, হ্যালো আর গুডবাই একইসঙ্গে

বলার জন্যে অধীর আগ্রহ নিয়ে আমি অপেক্ষা করছি।'

'শোনো, কিটসন,' ক্লোভার থ্রির লোকটা প্রতিবাদ করল, 'আমার বসের হাতে সেই সময় নেই—'

'ঠিকই বলেছ, জন। তোমার বসের সময় একেবারে ফুরিয়ে গেছে।' একটা তাস সরিয়ে আরেকটার ওপর রেখে চোখ তুলে তাকাল কিটসন। 'তুমি আমার হয়ে মিচেলকে বোলো, সে যদি তার র‍্যাঞ্চের কর্মচারীদের সবাইকে বরখাস্ত করে শুধু ঘোড়ার পিঠে যা নিতে পারে তাই নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যায়—তবে সে যেতে পারে।

'নইলে,' আবার বলল কিটসন, 'আমি ওকে হত্যা করব।'

কেউ কোন কথা বলছে না। টোনি স্লোন হুইস্কিতে একটা চুমুক দিয়ে অপেক্ষায় আছে। কামরার প্রত্যেকটা লোকই কি ঘটে দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে।

তারপর জন বলল, 'আহ্‌হা, ওকে একটা সুযোগ দাও! তুমি জানো, তুমি যা চাইছ, তা সে করতে পারবে না!'

'নিজের স্টক বাড়াবার জন্যে অনেকের থেকেই চুরি করেছে মিচেল। ওগুলোর মধ্যে আমার কিছু ক্যাট্‌লও ছিল। কিছু ছিল আমার বন্ধু-বান্ধবের। ওদের কেউ কেউ এখন আর বেঁচে নেই যে তাদের পাওনা বুঝে আদায় করে নেবে। মিচেল যেন এতে লাভবান না হয় সেটা দেখা আমার কর্তব্য। তুমি ওকে জানিয়ে দিও চব্বিশ-ঘণ্টা সময় সে পাবে...এর বেশি নয়।'

'শোনো।' একজন কাউবয় উঠে দাঁড়াল। 'ওটা করে তুমি পার পাবে না! তুমি—!'

'চব্বিশ-ঘণ্টা, বন্ধু। তোমরা ফিরে গিয়ে তাকে কথাটা জানাও। আমার এটাই শেষ কথা।' কিটসনের মাথা সামান্য একটু নড়ল। 'আর তোমাকে বলছি, হয় তুমি বসো, নইলে পিস্তল ড্র করো। চয়েসটা তোমার।'

ধীরে, সাবধানে, লোকটা আবার বসল।

আবার হুইস্কিতে চুমুক দিল টোনি। বারটেণ্ডার কাছে এলে সে বলল, 'আমি একজন লোক খুঁজছি যে স্যান জুয়ান এলাকার সাথে পরিচিত।'

বারটেণ্ডার কাঁধ উঁচাল। তারপর মাথা হেলিয়ে কিটসনের দিকে ইশারা করে বলল, 'ও চেনে, কিন্তু কথা বলার উপযুক্ত সময় এটা নয়। ওর মাথায় এখন অন্য চিন্তা ঘুরছে।'

'আমার একটা ঘোড়া—ভাল ঘোড়া, আর দুটো মালটানা ঘোড়া বা খচ্চরও দরকার।'

'এই ব্যাপারেও ওর সাথেই তোমার কথা বলতে হবে,' জানাল বারটেণ্ডার। তারপর আবার বলল, 'ওদিকে এখন না যাওয়াটাই ভাল। শোনা যাচ্ছে ওখানে ইউটে আর হিকারিয়াদের মধ্যে গোলমাল চলছে।'

টেবিলে বসা চারজন নীরবে উঠে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ড্রিঙ্কটা শেষ করে সাবধানে অন্য লোকটার টেবিলের দিকে এগোল টোনি।

'মিস্টার কিটসন? আমি টোনি স্লোন।'

'নামটা আমার কাছে অপরিচিত নয়। বসো। একটা ড্রিঙ্ক আনাব?'

'না, আমি এখন কফি আর কিছু খাবার খাব। কিন্তু আমার আসল দরকার হচ্ছে, কিছু তথ্য। বারটেণ্ডার বলল তুমি স্যান জুয়ান এলাকাটা ভাল-ভাবে চেনো।'

'তা চিনি।'

'প্রায় হপ্তাখানেক আগে হিকারিয়ার একটা দলের দেখা পেয়েছিলাম, আমার ভাই ছিল ওদের হাতে বন্দী। ওরা আমার ভাইয়ের ওপর অত্যাচার করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ভাবলাম আমি একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতে পারলে সে নিজেই পালাবার একটা উপায় করে নিতে পারবে। আমি তাই করলাম, সেও আমি যা ভেবেছিলাম তাই করল।'

'পালাতে পেরেছিল?'

'তা পেরেছিল, কিন্তু তারপর পৃথিবী থেকেই যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি ওকে অনেক খুঁজেছি—ওরাও খুঁজেছে। হিকারিয়ার দল সহজে ওকে হারাতে চায়নি, তাই ওরাও পিছু নিল। একেবারে উলঙ্গ আর হাত বাঁধা ছিল ওর। কিন্তু তবু সে পালাতে পেরেছিল।'

'তাহলে সে মরেছে।'

'হেনরি মরেনি। আমরা স্লোন পরিবারের মানুষ—সহজে মরি না। সে বাফেলো প্লেইন্‌স্‌-এ কোমাঞ্চি আর র‍্যাপাহো (arapaho) ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়েছে। এবং বললে ভুল হবে না যে পৃথিবীর সবরকম মানুষ আর জন্তুর মোকাবিলা সে করেছে। কঠিন মানুষ হেনরি।'

'স্যান জুয়ান এলাকাটা খুব কঠিন জায়গা। কিন্তু ওটা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর এলাকা। তবে ওখানকার দুই-তৃতীয়াংশ এলাকাই অত্যন্ত বিপজ্জনক।'

কিটসন একটু থামল। বারটেণ্ডার টেবিলে কফি আর খাবার রেখে চলে যাওয়ার পর সে প্রশ্ন করল, 'আমাকে কি করতে বলো তুমি?'

'ওই এলাকা সম্পর্কে তোমার কাছ থেকে সব জানতে চাই। ঝর্নাগুলো কোনটা কিভাবে গেছে, পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পার হওয়ার জন্যে কোন পথগুলো ভাল, কোথায় ইণ্ডিয়ানদের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভবনা—এইসব। ভাইয়ের খোঁজে আমি আবার ওখানে ফিরে যাচ্ছি।'

'তুমি অসম্ভব একটা কাজ হাতে নিতে যাচ্ছ, বন্ধু। তোমার পুরো সাজসজ্জা সহ একদল লোক দরকার।'

'ওই ব্যাপারেও তোমার সাথে আলাপ করতে চাই। বারটেণ্ডার বলল তোমার ঘোড়া আছে। হেনরির জন্যে আমার ভাল একটা বাড়তি ঘোড়া, আর খাবার-টাবার বয়ে নেয়ার জন্যে দুটো মাল টানার ঘোড়া আমার

দরকার। হেনরিকে খুঁজে পাওয়ার পর ওগুলো আমাদের কাজে আসবে।'

পকেট থেকে একটা সরু চুরুট বের করে ধরাল স্ট্যান কিটসন। তারপর আগুনটার দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে সে বলল, 'আমার অসমাপ্ত কিছু কাজ না থাকলে আমি তোমার সাথে যেতাম।'

'তুমি ওকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছ। তোমার কি মনে হয় সে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

চিন্তাযুক্ত মনে আড়চোখে কিটসনের দিকে তাকাল টোনি। 'তাহলে ওই মিচেল লোকটা নিশ্চয় তোমাকে চেনে?'

'তা চেনে। মিমব্রেস এলাকায় গরু চুরি করেছে মিচেল, অনেক লোককে হত্যাও করেছে। আমাদের অনেককেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে শেষে গরু নিয়ে দেশ ছেড়ে পালাল। আমি ওর পিছু নিলাম।

'ওর ট্রেইল হারিয়ে আবার ওকে খুঁজে পেলাম এখানে। কিছু মোটামুটি সৎ লোককে কাজে নিয়ে সে ওই ক্রোভার থ্রি ব্র্যাণ্ডের উদ্ভাবন করল। হয়তো সে ভেবেছিল ওটা বদল করে অন্য কিছু করা অসম্ভব। ওটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে আমি সেটাই করলাম। তাই সে একজন ভাড়াটে খুনীকে আমার পিছনে লাগাল। কিন্তু লোকটাকে আমি টেক্সাসে থাকার সময় থেকেই চিনতাম। সে আমাকে মনে রাখেনি—তাই মরল।'

'সেটা কিভাবে সম্ভব?'

কাঁধ উঁচাল স্ট্যান। 'আমি ওয়েকো ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ছিলাম তখন। গানম্যান হিসেবে সে আমাকে কখনও দেখেনি—তাই মনে রাখেনি।'

'তুমি ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে?'

আবার কাঁধ উঁচাল সে। 'মানুষ যতটা পারে সেই অনুযায়ী হাতের কাছে যা পায় তাই করে। আমার চাকরির প্রয়োজন ছিল, আর ওদের দরকার ছিল একজন টিচার। ওরা আমাকে থাকার জন্যেই অনুরোধ করেছিল। কিন্তু

বেতন কম ছিল, তাই আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। আসলে সোনার খোঁজে আমি আমেরিকায় এসেছিলাম। আমি একজন জিওলজিস্ট।'

আড়চোখে টোনির দিকে তাকাল স্ট্যান। 'তুমি কি টম স্লোনের আত্মীয়?'

'চাচাত ভাই।'

'সে একটা কেসে আমার উকিল হয়ে আমাকে বাঁচিয়েছিল। একটা গোলাগুলির মামলা—এবং ওটাই ছিল আমার প্রথম। আমার ঘোড়াটা চুরি গেছিল। অনুসরণ করে লোকটাকে খুঁজে বের করলাম। সে পিস্তল ড্র করলে তাকে মেরে ফেললাম আমি। টম স্লোনকে উকিল নিয়োগ করার উপদেশ দিল একজন। তাই করেছিলাম···আমার কপাল ভাল।'

কফি শেষ করে বিভিন্ন বিষয়ে ওদের মধ্যে অলস গল্পগুজব হলো। তারপর উঠে দাঁড়াল স্ট্যান। 'কাছেই আমার একটা ছোট কেবিন আছে। তুমি চাইলে আমার সাথে আসতে পারো। ওখানে একটা খালি বাঙ্কও আছে—তুমি এলে আমি খুশিই হব।'

কেবিনটা ছোট হলেও পরিপাটি। মেঝেতে কয়েকটা নাভাহো রাগ্ বিছানো আছে। জানালায় পর্দা ঝুলছে। শেলফের ওপর ডজন দুয়েক বই দেখা যাচ্ছে।

'তোমার বইগুলো দেখে আমার হিংসে হচ্ছে,' বলল টোনি। 'বেশি পড়ালেখা করার সুযোগ আমাদের হয়নি। উইনচেস্টার নিয়ে বনে-বনে ঘুরেই হেনরি আর আমার যা শিক্ষা হয়েছে।'

'তোমার ভাই একজন শিকারি? সাধারণ কাউহ্যাণ্ড নয়?'

'কাম্বারল্যাণ্ড এলাকায় আমরা বড় হয়েছি। চেরোকীদের কাছ থেকে আমরা শিক্ষা পেয়েছি। একটু সুযোগ পেলে হেনরি প্রায় যেকোন এলাকায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে।'

'তাহলে পারতেও পারে। হয়তো সে কোনমতে বেঁচে আছে।'

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম টোনি বিছানায় ঘুমাল। ভালই ঘুম হলো তার। সূর্য ওঠার সাথেই তার ঘুম ভাঙল। কিটসন আগেই বেরিয়ে গেছে। কিন্তু জাগার দু'তিন মিনিটের মধ্যেই সে ফিরে এল।

'আমি এইমাত্র জানলাম মিচেল দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আমি কয়েকজন লোককে কাজে লাগিয়েছি—ওরা আমার আর অন্যান্য লোকের ক্যাট্‌ল্ জড়ো করে যারযার র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দেবে।'

টোনি স্লোন জামা-কাপড় পরে তৈরি হয়ে নিল। উত্তর-পূবে, দূরে, কোথাও তার ভাই হেনরি, হয় মারা পড়েছে, কিংবা বাঁচার জন্যে সংগ্রাম করছে। যেভাবেই হোক তাকে সে খুঁজে বের করবে। গতরাতে স্ট্যান কিটসন স্যান জুয়ান এলাকা সম্পর্কে তাকে মোটামুটি একটা জ্ঞান দিয়েছে। নদীগুলো কিভাবে গেছে, অ্যানিমাস, ফ্লরিডা, আর লা প্লাটা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানিয়েছে। টোনি ওই অবস্থায় পড়লে কি করত ভেবে সে বোঝার চেষ্টা করছে, তার ভাই কি করেছে, কোথায় গেছে।

সে নিজে পাহাড়ের দিকে এগোত, এবং প্রাথমিক ট্র্যাক দেখে বুঝেছে, হেনরিও উত্তরে পাহাড়গুলোর দিকেই এগিয়েছে। কিন্তু শুধু হেনরিই নয়, ওই অ্যাপাচির দলটাও ওদিকেই গেছে।

'স্লোন?' দরজার কাছে দাঁড়িয়েই ডাকল স্ট্যান। 'তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। ঘোড়া তৈরি, আমরা এখনই রওনা হব।'

'আমরা?'

'হ্যাঁ, আমিও তোমার সাথে যাচ্ছি।'

চার

চার

এক সপ্তাহ ক্রীকের ধারে বিশ্রাম নিল হেনরি। ধুতুরা পাতার রস দিয়ে নিয়মিত পা ধুয়েছে সে। ওর পায়ের পাতার ক্ষত এখন শুকোতে শুরু করেছে।

ইতোমধ্যে ফাঁদ পেতে দুবার দুটো খরগোস ধরেছে সে। একবার পাথর ছুঁড়ে একটা বন-মুরগিও মেরেছে। ওখানে ইয়াম্পা শিকড় আর ইণ্ডিয়ান আলুও প্রচুর আছে। একটা মেঠো ইঁদুরের বাসা থেকে বেশ কিছু হেজেলনাট (এক ধরনের কাঠ-বাদাম) জোগাড় করেছে। শাহী খাবার নয়—তবু, বেঁচে থাকার জন্যে এটাই যথেষ্ট।

সপ্তাহের শেষে একটা ধনুক আর কিছু তীর তৈরির কাজ শেষ করল সে। ওটা দিয়ে একটা হরিণ শিকার করল। গতবার সে জোড়া-তালি দিয়ে একটা চামড়ার জুতো তৈরি করেছিল। কিন্তু এবার পুঁতে রাখা এল্‌ক-এর চামড়া থেকে চামড়ার ফিতে কেটে সেলাই করে সত্যিকার জুতো তৈরি করল হেনরি।

ওর প্রথম কাজ ছিল নিজের জন্যে নিরাপদ একটা আশ্রয় বেছে নেয়া। ওটা সে বেছে নিল ঘন উইলো ঝোপের মাঝে। সব থেকে ঘন ঝোপটা বেছে নিয়ে তার মাঝখানে ঢুকে কয়েকটা উইলো গাছ কেটে নিজের জন্যে ঘুমানোর জায়গা করে নিল হেনরি। এরপর মাথার ওপর উইলো

গাছগুলোকে বাঁকিয়ে বেঁধে দিল। ভিতরে সে কি করেছে এটা বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় নেই, কারণ ওর চারপাশে বাকি উইলোগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ওর আশ্রয়টাকে আড়াল করেছে।

এই আশ্রয়টা হেনরি একদিনে গড়েনি। প্রথমে সে কেবল ভিতরে ঢুকে একটা শোয়ার জায়গা করে নিয়েছিল, যেন কেউ তাকে সহজে খুঁজে বের করতে না পারে। পরে নিজের আস্তানাকে আরও আরামদায়ক করতে প্রায় এক সপ্তাহ লাগল। ছয় ফুট একটা সরু টানেল বানিয়ে শেষের দুটো একটু কাছে টেনে বেঁধে দিয়ে পথটা ঢেকে দিয়েছে হেনরি।

একবার একটা হরিণ দেখতে পেল সে। কিন্তু তীর-ধনুক দিয়ে মারার আওতার বাইরে। তাই সে আর তীর ছুঁড়ল না। আগের শিকার থেকে যা চামড়া পাওয়া গেছে তা শার্ট তৈরি করার জন্যে যথেষ্ট নয়।

এমন কঠিন জীবন কাটালে মানুষের পক্ষে বিশ্রাম নেয়া অসম্ভব। কয়েকবার সে মাছ ধরেছে। ধীরে ওর পা আর পেশীর ব্যথা সেরে উঠছে। হেনরিরও সেই একই সমস্যা দেখা দিল, যেটা প্রাকৃতিক খাবার সন্ধানী প্রত্যেক মানুষের জীবনেই দেখা দেয়—আশপাশের খাবার ফুরিয়ে এল। জীব-জন্তুরাও এখন সাবধান হয়ে গেছে। তাই ওই আশ্রয় ছেড়ে সরে পড়া জরুরী হয়ে উঠল। কিন্তু ছেড়ে যেতে মন সরছে না। ওই আস্তানাটা আরামদায়ক করার জন্যে সে অনেক খেটেছে। তাই ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। তার পায়ের অবস্থা একটু ভাল হলেও, একবারে বেশিদূর যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। ভাল কোন অস্ত্র নেই বলে হেনরি একটু দুশ্চিন্তায় আছে। হেজেলনাটগুলোই ছিল তার প্রধান খাবার। কিন্তু সেটায় ফুরিয়ে গেল নবম দিন। বাধ্য হয়েই তার সামান্য যা কিছু আছে, তাই নিয়েই সে রওনা হয়ে গেল।

টেনেসি ক্রীকের ফর্কে বোকাছেলে খুব কমই জন্মায়। যারা বোকা তারা

হাঁটুর সমান লম্বা হওয়ার আগেই মারা পড়ে। এটা ইন্ডিয়ান এলাকা, তবু হেনরি এটাকে সহজ ভাবেই নিল। যুদ্ধ করার মত অস্ত্র ওর কাছে নেই। পায়ের অবস্থাও দৌড়ে পালাবার মত নয়।

বারবার বিশ্রাম নিয়েও রাত হওয়ার আগে সে চার মাইল পথ অতিক্রম করল। উপত্যকাটা এখন চওড়া হয়েছে। ক্রীকটা একটা নদীতে গিয়ে মিশেছে। ওটা যেখানে গিয়ে নদীর সাথে মিশেছে, সেটা দেখতে পাচ্ছে হেনরি। ওখানে এলাকাটা সমতল। ওর পিছনে বেশ কিছুটা দূরে তুষারে ঢাকা স্যান জুয়ান পাহাড়ের উঁচু চূড়াগুলো দেখা যাচ্ছে। এই এলাকার কথা সে টেরি স্লোনের কাছে শুনেছে। কিন্তু হিকারিয়া ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে পালাবার সময়ে কোথায় যাচ্ছে, এ'নিয়ে চিন্তা করেনি।

ওখানে ক্যানিয়নের দেয়াল ঘেঁষে ঝোপগুলোর ভিতর লুকিয়ে সে এলাকাটা খুঁটিয়ে দেখছিল। তাই ওরা দেখে ফেলার আগেই ইউটে ইন্ডিয়ানদের সে দেখে ফেলল।

ওরা দক্ষিণ দিক থেকে আসছে। ওদের সাথে প্রায় বারোটা আরোহী ছাড়া ঘোড়া রয়েছে। ঘোড়াগুলোর কয়েকটা হেনরির কাছে খুব পরিচিত মনে হলো। ইউটে যোদ্ধার দল ওর বেশ কাছে দিয়েই সামনে এগিয়ে গেল। ওদের কয়েকজনের কাছে কিছু মানুষের রক্তাক্ত কাটা মাথাও দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ওদের সঙ্গে হিকারিয়াদের সংঘর্ষ হয়েছে। অ্যাপাচিদের অ্যামবুশ করা কোন সহজ কাজ নয়—কিন্তু বোঝা যাচ্ছে সেটাই তারা করেছে।

একটা ঘোড়া চুরি করার ভাবনা ওর মাথায় এল। কিন্তু ওই চিন্তা বাদ দিল হেনরি। ওর পা এখনও পুরোপুরি সারেনি। এখন আর একটা দাবড় সে সামলাতে পারবে না। ওর জন্যে পুবে অ্যানিমাস এলাকার দিকে এগোনোই সবথেকে ভাল হবে। শুনেছে ওদিকে কিছু প্রসপেক্টর কাজ করছে।

সবসময় খিদে তার থেকেই যাচ্ছে, কারণ যথেষ্ট খাবার সে জোগাড়

করতে পারছে না। পথে যা পেয়েছে সেটা সামান্যই। সমতল জমিতে তার যা প্রয়োজন সেগুলো পাওয়া কঠিন। জিমসন উইড দেখতে পেয়ে ওটার কয়েকটা পাতা কেটে জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। এটা ওর পায়ের ক্ষত দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করবে। দীর্ঘ সময় জিনের ওপর থেকে পাছার চামড়া ছিলে গেলে হেনরি ওই পাতা আগেও ব্যবহার করেছে। এতে জ্বালাও কমে, সারেও দ্রুত। কিন্তু ছেলেখেলা করার মত জিনিস ওটা মোটেও নয়। অনেক ইন্ডিয়ান ওই গাছ ছুঁতেও ভয় পায়।

ওই দিন রাতের আগে খাওয়ার মত কিছুই পেল না হেনরি। বিকেলের দিকে নদীর বাঁকে বর্শা দিয়ে একটা বড় ট্রাউট মাছ শিকার করল। যেখানে রাতের মত ক্যাম্প করল সেখানে কিছু ইন্ডিয়ান আলু পেয়ে মাছের সাথে কিছু আলুও খেল। বর্তমান পরিস্থিতিতে খাওয়াটা বেশ ভালই হলো বলতে হবে।

খাওয়া সেরে আগুনের ধারে শুয়ে পড়ল স্লোন। অল্পক্ষণের মধ্যে কাছেই একটা ঝিঁঝি পোকা ডাকতে শুরু করল। ওকে নীরব করার কোন চেষ্টা করল না সে। পাহাড়ী লোকজনের মধ্যে একটা প্রবাদ চালু আছে যে তুমি যদি ঝিঁঝি পোকার কোন ক্ষতি করো তবে ওর বন্ধু-বান্ধব এসে তোমার মোজা খেয়ে ফেলবে। তবে হেনরির বেলায় সেটা হওয়ার উপায় নেই, কারণ ওর শুধু মোজাই নয়, কিছুই নেই।

ঘুমাল সে।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। শিশিরে ওর গা আর ঘাস ভিজে উঠেছে। বাতাস ফিসফিস করে অ্যাসপেন গাছের পাতার সাথে কথা বলছে। অন্ধকারে ধোঁয়ার স্বাদ পাচ্ছে হেনরি। নাকেও ধোঁয়ার গন্ধ আসছে। জেগে উঠে বসল সে। স্তব্ধ রাতে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না। তারপর আগুনটা ওর চোখে পড়ল। নিভুনিভু আগুন—দূরত্ব পঞ্চাশ

গজও হবে না।

ধীরে আর সতর্কভাবে উঠে দাঁড়াল হেনরি। ইন্ডিয়ান। কমপক্ষে এক ডজন লোক। হেনরি ঘুমিয়ে পড়ার পরই নিশ্চয় এসেছে। একটু অস্বাভাবিক, কারণ রাতে চলাচল করতে ওরা পছন্দ করে না। সকাল হলেই ওকে দেখতে পাবে ইন্ডিয়ানরা। নিঃশব্দে নরম চামড়ার জুতোটা পরে নিয়ে সরে পড়ল স্লোন। ওদের ক্যাম্প থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরে আসার পর ছুটতে শুরু করল।

ওর পায়ের তলায় মাটিটা নরম। এখন ওর প্রথম কাজ হচ্ছে দূরে সরে যাওয়া। সকালেই ইন্ডিয়ানরা ওর ক্যাম্প খুঁজে পাবে এবং পিছু নেবে। প্রায় দু'ঘণ্টা দৌড়ে আর হেঁটে চলার পর অগভীর ছোট নদীতে নামল।

চাঁদ উঠেছে। চাঁদের নরম আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে সারাটা দেশ। অবিশ্বাস্য রকম সুন্দর একটা দৃশ্য। অ্যাসপেনগুলো রূপালী আর উজ্জ্বল, পাইনগুলোর রঙ গাঢ় আর স্থির। ঠাণ্ডা পানিতে পায়ের পাতায় আরাম বোধ হচ্ছে। নদীর পানিতে অনেকটা পথ হেঁটে পাড়ে উঠে বসল সে। কিছু ঘাস আর সেজ ঝোপের নরম পাতা দিয়ে ঘষে সাবধানে পা দুটো শুকিয়ে নিল। পেশীগুলো টনটন করছে ব্যথায়, পায়ের পাতার অবস্থাও বেশি ভাল নয়।

তবু কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ভোরের আলো ফোটার আগেই আবার রওনা হয়ে গেল স্লোন। প্রাণ খোয়ানোর চেয়ে ব্যথা সহ্য করা অনেক ভাল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ইউটেরা ওর পিছু নেবে। এবং ওদের চলার গতি হবে তার থেকে অনেক দ্রুত। ইউটেদের সে চেনে না, কিন্তু ওদের সম্পর্কে যেসব গল্প শুনেছে সেগুলো শক্তিশালী—এবং এটা ওদেরই দেশ।

এখন সে পাথরের ওপর পা ফেলে-ফেলে এগোচ্ছে। ওর হাতে রয়েছে চ্যাপটা একটা পাথর। যেসব জায়গায় পায়ের ছাপ পড়ার ভয় আছে সেখানে ওই পাথরটার ওপর পা রেখে পার হচ্ছে। মাটিতে পাথরের দাগ

থাকছে বটে, কিন্তু ওই দাগ বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকতে পারে।

ঝোপ নাড়া খাওয়ার শব্দে ঝট করে ঘুরে পাতা নড়তে দেখল হেনরি। ওই পথে একটা কিছু গেছে। একটা পাথরের কাছে বর্শা হাতে একটু সামনে ঝুঁকে তৈরি হয়ে দাঁড়াল—কিন্তু কিছু এল না। সাবধানে এগিয়ে ঝোপের কাছে গিয়ে আবছা ট্র্যাক দেখতে পেল…নেকড়েটা!

ওটা এখনও হেনরিকে অনুসরণ করছে। একা একটা নেকড়ের মানুষকে এতদূর পর্যন্ত অনুসরণ করা খুবই অস্বাভাবিক। তবু তাই ঘটেছে। ওদিকে ঝোপের ভিতর কোথাও আছে ওটা। হেনরিকে শিকার করার সুযোগের অপেক্ষা করছে। কিন্তু জঙ্গলে ওর আরও সহজ অনেক শিকার থাকার কথা।

দুবার ঘন অ্যাসপেন জঙ্গল পার হলো সে। চেষ্টা করছে ওর চলার কোন চিহ্ন যেন না থাকে। সব সময়েই লুকাবার মত একটা জায়গার জন্য সতর্ক নজর রেখেছে। এতক্ষণে হেনরির আগুন খুঁজে পেয়ে ইউটেরা পিছু নিয়েছে।

ওর পা থেকে আবার রক্ত বেরোতে শুরু করেছে। ঈগলের ডাক শুনতে পেল সে, কিন্তু ওটা ঈগল নয়। ডাকটা যেখান থেকে এল সেখানে কোন ঈগল থাকতে পারে না। ওদের কেউ হেনরির ফেলে আসা কোন চিহ্ন দেখতে পেয়ে দলের আর সবাইকে ডাকছে।

এখন ওরা স্লোনকে খুঁজে বের করে ফেলবে। এবার ছড়িয়ে পড়ে ওর রেখে আসা চিহ্নগুলো দেখে এগোবে। এখন ওর অগ্রগতি অত্যন্ত ধীর হয়ে গেছে, সে এত ক্লান্ত যে ভুল না করে এগোনো খুব কঠিন।

হঠাৎ আর যাওয়ার জায়গা রইল না। কোন ট্রেইল ধরে এগোয়নি সে। এখন আর আগে বাড়ার উপায় নেই ওর। পাহাড়ের ধারটা খাড়াভাবে তিরিশ ফুট নিচে নেমে গেছে। নিচে পানি দেখা যাচ্ছে—স্থির টলটলে স্বচ্ছ পানি। কাছেই কোথাও পানি পড়ার আওয়াজ হচ্ছে। ইতস্তত করল না সে।

এতদূর যখন এসেছে, এখন ফেরার কোন অর্থ হয় না। আর দেরি না করে নিজের জিনিসপত্রগুলো পানিতে ফেলে নিজেও ঝাঁপ দিল—পা নিচের দিকে। গভীর পানিতে অনেক দূর নিচে নেমে গেল হেনরি। তারপর আবার উপর দিকে উঠতে শুরু করল। মাথায় একটা কি যেন বাধল। ভেসে উঠে দেখল ওটা তার তূণীর। তীরগুলো রাখার জন্যে সে ওটা তৈরি করেছিল। কয়েক গজ দূরেই রয়েছে ওর ধনুক। ওগুলো নিয়ে সে যেই ক্লিফ থেকে লাফ দিয়েছিল, সাঁতার কেটে ওদিকেই এগোল। একটা সরু বীচ আছে ওখানে। ক্লিফের গায়ে বেরিয়ে থাকা একটা পাথর থাকায় উপর থেকে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। বীচটা মাত্র চার ফুট লম্বা আর তিন ফুট চওড়া।

ওখানে পৌঁছে ক্লান্তিতে সটান শুয়ে পড়ল হেনরি। অর্থাৎ ওর পা দুটো পানিতে ডুবেই থাকল। ওর মাথার ছয় ফুট উঁচুতে একটা পাথর এমন ভাবে বাঁক নিয়ে ওকে ঢেকে রেখেছে যে ইণ্ডিয়ানরা যদি ঘুরে বিপরীত ক্লিফে যায়, তবু ওকে দেখতে পাবে না।

কেউ ওকে দেখতে পাবে না, এটাই ওর একমাত্র সুবিধা। পানির লেভেলে না নামলে কারও পক্ষে ওকে দেখা অসম্ভব। ইণ্ডিয়ানরা ঘুরে রিমের অন্য পাশেও গিয়ে ওকে খুঁজল—ওখান থেকেও ওকে কেউ দেখে ফেলার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে: সে এখান থেকে কিভাবে বেরোবে?

ওর কাছে কোন খাবার নেই—দেহটাও অবসন্ন। কিন্তু আপাতত সে নিরাপদ। তাই চামড়ার বাকি অংশটা নিজের দেহের ওপর টেনে নিয়ে সে কুঁকড়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখল। একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ; কুকুর বা নেকড়ের গুঙিয়ে কাঁদা, আর পানি পড়ার শব্দ ওর কানে এল।

অনেকক্ষণ পরে ওর ঘুম ভাঙল। ঠাণ্ডা। শীতে কাঁপছে সে। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, পানিটা ধূসর দেখাচ্ছে এখন। কাছেই একটা জলপ্রপাত

রয়েছে…কিন্তু তাতে কি?

এখান থেকে বেরোনোর কোন পথ নেই।

টোনি, এই সময়ে তুমি কোথায়?

পাঁচ

'একটা শহর আছে ওখানে,' বলল স্ট্যান। 'তবে ওটা কেবল নামেই শহর।'

'হেনরি এদিকে কোন শহর আছে বলে জানে না। সে যখন ছুটে পালায় তখন সে ছিল সম্পূর্ণ উলঙ্গ। কিন্তু ওকে আমি যতটা চিনি, তাতে আমি নিঃসন্দেহে জানি পাহাড়ের দিকেই যাবে ও। ওখানে লুকোবার অনেক জায়গা আছে, খাবার সংগ্রহ করারও প্রচুর সুযোগ আছে।'

'তা হোক, কিন্তু পথে হয়তো সে ট্রেইল দেখতে পাবে—যদি সে ট্রেইল অনুসরণ করে, তবে মাইনিঙ ক্যাম্প বা র‍্যাঞ্চে পৌঁছবে।'

'র‍্যাঞ্চ?'

'হ্যাঁ, স্যাণ্ডার্সরা বিরাট এলাকা জুড়ে ক্লেইম ফাইল করেছে, ওরা গরু আনাচ্ছে।' একটা বড় গাছকে ঘুরে এগিয়ে টোনিকে পাশাপাশি আসার সুযোগ দিতে দাঁড়াল কিটসন। 'আরও কিছু ছোট র‍্যাঞ্চ আছে ওখানে।'

'সবার জন্যেই যথেষ্ট জায়গা ওখানে আছে।'

'স্যাণ্ডার্সদের মতে তা নেই। ওরা একটা কঠিন আউটফিট। ক্যানসাস

থেকে এসেছে।'

ওখানে একটা ট্রেইলের আভাস দেখা যাচ্ছে। বোঝা যায় ওটা অনেকদিন ব্যবহৃত হয়নি। গাছ আর পাথরের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে। মাঝেমাঝে ঘোড়াকে বিশ্রাম দিতে থামছে ওরা। কারণ ওখানকার উচ্চতা অনেক, তাই বাতাসটাও পাতলা।

'আমি একটা বুড়ো ইউটের সাথে কথা বলছিলাম,' মন্তব্য করল স্ট্যান। 'যেখানে আমি জন্মেছি সেই দুর্গের ছবি ওকে দেখালাম। সে বলল পাহাড়ের ভিতর আরও বড় দুর্গ সে দেখেছে।'

'দুর্গ?'

'বড় বাড়ি। সে বলল, এক ডজন সবথেকে বড় বাড়ি, যা সে দেখেছে, ওটা আকারে তার দ্বিগুণ হবে।'

'এই এলাকায় এত বড় বাড়ি? মনে হয় না। হয়তো সে গপ্প ছাড়ছিল।'

কয়েক ঘণ্টা পর মেসার মাথা থেকে নিচে নেমে একটা চওড়া সবুজ উপত্যকায় পৌঁছে ওরা ট্র্যাক দেখতে পেল। প্রায় ডজনখানেক আরোহী নাল লাগানো ঘোড়ার পিঠে এখান দিয়েই গেছে। বেশিক্ষণ আগে নয়।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ছাপগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল স্ট্যান। তারপর উত্তরে ওরা যেদিকে গেছে, সেদিকে তাকাল কিটসন। 'স্যাণ্ডার্স আউটফিটের লোক,' বলল সে। 'ওদের থেকে দূরে থেকো, স্লোন, ওরা বিচ্ছু।'

রিজের মাথায় উঠে টোনি জবাব দিল, 'ওদের সাথে আমার সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা কম।' ওখান থেকে পশ্চিম দিকে নির্দেশ করল সে। 'ওখানে কি নদী আছে?'

'ম্যানকোস্। মেসা ভার্দে ওটারই পিছনে। ওখানেই সেই দুর্গটা আছে

বলে জানিয়েছিল ইউটে বুড়ো। একদিন আমি ওদিকে গিয়ে নিজের চোখেই দেখে আসব, কথাটা সত্যি, না মিথ্যা।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে আবার বলল, 'তোমার বেশি আশা করা ঠিক হবে না। এখানে সবকিছুই তোমার ভাইয়ের বিপক্ষে ছিল।'

'সে শক্ত লোক,' প্রতিবাদ করল টোনি। 'এর আগেও অনেকবার সে মাইনকা চিপিতে পড়েছে, কিন্তু কেউ ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি।'

'সে জানে আমি আসব। তাই সে যেভাবেই হোক নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। আমাদের কাজ হচ্ছে ওকে খুঁজে বের করা। যত দিনই লাগুক। স্লোনরা পরিবারের যেকোন মানুষের বিপদের খবর পেলেই আমরা সাহায্য করতে ছুটে আসি।' কথাটা শেষ করে সে আবার বলল, 'তুমি যা'ই বলো, সে এখনও বেঁচেই আছে। কিন্তু আমাদের ওকে খুঁজে বের করতে হবে। যত দিনই লাগুক। স্লোনরা কেউ কাউকে কোনদিন বিপদে ফেলে পালায়নি।'

ওরা পুব দিকে এগোল এবার। ডান দিকে পাহাড়গুলো অনেক উঁচু। ওগুলোর চূড়ায় তুষার দেখা যাচ্ছে। সতর্ক ভাবে এগোচ্ছে ওরা। একে এটা ইউটেদের দেশ; তার ওপর স্যাণ্ডার্স আরোহীদের ট্র্যাকও দেখা গেছে।

'স্যাণ্ডার্সদের কারও সাথে অবশ্য আমার দেখা হয়নি, তবে শুনেছি ওরা খুব ঝগড়াটে মানুষ। কার্লি স্যাণ্ডার্স গত বছর প্যাগোসা স্প্রিংসের কাছে একজনকে হত্যা করেছে। শোনা যায় পশ্চিমে আসার আগে সে আরও দুজন মানুষকে মেরেছে ক্যানসাসে। ওদের কয়েকজন নাকি কোয়ানট্রিল ডাকাত দলের সাথেও ছিল।'

'শহরটা কোথায়?'

'আমাদের দক্ষিণে। দক্ষিণ-পুবে। ওটা লা প্লাটার কাছে। ওরা কাচিনাদের একজনের নাম অনুযায়ী শহরটার নাম রেখেছে শালাকো।'

হেনরির কথাই ভাবছে টোনি। এই পাহাড়গুলোর ভিতরই কোথাও সে

বেঁচে থাকার জন্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য...যদি বেঁচে থাকে। এই কঠিন এলাকায় সে যদি কোন মানুষের দেখা পায়ও, লোকটা সম্ভবত হবে তার শত্রু।

ওরা একই সাথে বড় হয়েছে, একে অন্যের জন্যে মারপিট করেছে। একসাথে কাজ করেছে, সংগ্রাম করেছে। হেনরিকে টোনি যেভাবে চেনে পৃথিবীর আর কেউ ওকে সেভাবে চেনে না। বাঁচার জন্যে হেনরিকে কি করতে হবে তা সে জানে। এবং এর সহজ কোন উপায় নেই।

এক-এক গ্রাস খাবারের জন্যে ওকে সংগ্রাম করতে হবে, চিন্তা করতে হবে, প্ল্যান করতে হবে। এবং সে উত্তর দিকে এগোবে, কারণ পাহাড়ী এলাকাতেই খাবার সংগ্রহ করা ওর জন্যে অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

শালাকো শহরটা সমতল জমির ওপর অবস্থিত। পিছনে ঘন গাছপালা আর উঁচু পাহাড়। সমতল এলাকাটা সবুজ, মাঝে থোকাথোকা ওকের ঝোপ। তিনটে দালান নিয়ে ওই শহর। দুপাশে ছোট্ট দুটো কাঠের ফুটপাত। একটা কাঠের কেবিন, একটা ডাগআউট, আর কয়েকটা ছোট কোঠা—প্রকৃতির ডাক মেটাবার জন্যে।

'চেয়ে দেখো,' মন্তব্য করল কিটসন। 'এই দেশটা যে কত তাড়াতাড়ি গড়ে উঠছে তা এই শহরটা দেখলেই বোঝা যায়। কয়েক মাস আগেও যা দেখেছি তার থেকে এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়েছে শহরটা। কেউ একটা গোলাবাড়ি তৈরি করেছে।'

'লিভারি আস্তাবলের মতই দেখাচ্ছে।'

'আর কি চাই তোমার? একটা সেলুন, একটা জেনারেল স্টোর, আর একটা লিভারি আস্তাবল। সুন্দর একটা শহর গড়ার জন্যে এ'ই যথেষ্ট।'

'মনে হচ্ছে শহরে কিছু লোকজনও আছে,' মন্তব্য করল টোনি।

'সেলুনের সামনে পাঁচ-ছয়টা ঘোড়া, স্টোরের সামনে একটা বাকবোর্ড—জোরেসোরেই ব্যবসা চলেছে।'

'দেশটাকে ওরাই চালাচ্ছে,' স্বীকার করল কিটসন। 'দু'বছর আগেও একটা মানুষ এখান দিয়ে একশো মাইল গেলেও আর একটা মানুষের দেখা পেত না। এমনকি যে ইন্ডিয়ানটার গুলিতে সে মারা পড়ল, তাকেও দেখত না। কিন্তু এখন দেখো—মানুষের ভিড়ে চলাই দায় হয়ে উঠেছে।'

'হ্যাঁ, ভাল কথা,' আবার বলল স্ট্যান। সেলুনের সামনে ঘোড়া থামাল সে। 'ওটা রকিং এস্ ব্র্যাণ্ড। স্যাণ্ডার্স আউটফিট।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল ওরা। লম্বা দুজন লোক জামা-কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়ল। স্ট্যান কিটসন...শিক্ষিত, ধরার মানুষ...অভিজাত, আর টিপটপ। লম্বা যাত্রাও ওর থেকে সেই ভাবটা কেড়ে নিতে পারেনি। আর স্লোন...পরনে বাকস্কিনের ঝালর দেয়া কোট...নিচে নীল শার্ট। মাথায় কালো হ্যাট। ওর পিস্তলটা ফিতে দিয়ে উরুর সাথে বাঁধা। কোমরে একটা বোওই ছুরি গোঁজা। ওর সাথে যে লম্বা সরু ফলার আরকেন্সও টুথপিক লুকানো আছে সেটা বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। ওটা ওর ঘাড়ের নিচে, দুটো শোলডারব্লেডের মাঝখানে ঝুলানো আছে।

ঘোড়াগুলোকে বেঁধে ফুটপাত পেরিয়ে ওরা সেলুনে ঢুকল। ভিতরে ডজনখানেক টেবিল আর চেয়ার রয়েছে। বারটা বেশ লম্বা। বারটেণ্ডারের চুলের রঙ ভুট্টার মত হলুদ। বারের ওপর বিশাল হাত দুটো রেখে দাঁড়িয়ে আছে বারটেণ্ডার। বারের অন্য মাথায় একজন বাকস্কিনের জামা পরা চিকন তারের মত শক্ত একটা বুড়ো রয়েছে। ওর গালের হাড় দুটো উঁচু।

টেবিলে তিনজন লোক বসে আছে। নিঃসন্দেহে কাউহ্যাণ্ড।

'রাই,' বলল কিটসন, 'দুজনের জন্যে।'

ডান হাতটা বারের ওপরই রেখে বাম হাতে একটা বোতল আর দুটো

গ্লাস বের করল। বাম হাতেই গ্লাস দুটোতে সে মদ ঢালল।

চিন্তামগ্ন ভাবে সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে টোনি বলল, 'চমৎকার এলাকা এটা। বুঝতে পারছি এটা টেরির কেন পছন্দ হয়েছিল।'

'টেরি?' প্রশ্ন করল বারটেণ্ডার। 'তুমি কি টেরি স্লোনের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, ওর কথাই বলছি,' জবাব দিল টোনি। 'তুমি চেনো ওকে?'

'নিশ্চয়...খুব ভাল মানুষ। তুমি বলতে চাও সে এখানে এসেছিল?'

'কয়েক বছর আগে। কথা হচ্ছে টাইরেলও বিয়ে করার আগে এদিক দিয়ে একবার গেছে। ওর বাবাও এটা দেখে গেছে ১৮৪০ সনে।'

টেবিলে বসা লোকগুলোর মধ্যে একজন কোঁকড়া চুলওয়ালা লোক ফিরে তাকাল। '১৮৪০?' বলল সে। 'তখন এখানে কেউ ছিল না।'

'আমার চাচা,' বলল টোনি, 'পাহাড়ী লোক ছিল। সে উত্তর দিক থেকে এদিকে বীভারের চামড়া সংগ্রহ করার জন্যে আরও কিছু ট্র্যাপারের সাথে এদিকে এসেছিল। এই এলাকার পুরো বিবরণ সে আমাদের জানিয়েছে।'

'ইতিহাসে বলে এর আগেও এখানে মানুষ এসেছে,' বলল স্ট্যান। ১৭৬৯ সনে এখানে রিভেরা ছিল। ফাদার এসকেলান্তেও এখান দিয়েই গিয়েছিল যখন সে ক্যালিফোর্নিয়ার মন্টেরেতে যাবার ট্রেইল খুঁজছিল।

যুবকের চেহারা ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছে। 'এমন কথা আমি কখনও শুনিনি। ওটা আমি বিশ্বাস করি না।'

'সেটা তোমার খুশি,' জবাব দিল স্ট্যান। 'আমি বুঝি, এই এলাকায় শিক্ষা হাতের কাছে পাওয়া যায় না।'

নিজের টেবিলের দিকে ফিরছিল ছেলেটা, কিন্তু ওর মন্তব্য শুনে ঝট করে ফিরে তাকাল। 'তুমি কী বলতে চাও; আমি অশিক্ষিত?!'

হাসল স্ট্যান। 'অবশ্যই না। আমার ধারণা, তুমি একজন ব্রাইট ছেলে, আর তোমার ধারণা, রিভেরা আর এসকেলান্তে সম্পর্কে আমি ভুল

বলেছি। সন্দেহ নেই আমাদের দুজনেরই ভুল হয়েছে।'

ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল স্ট্যান। বারটেণ্ডার হাসি চাপার চেষ্টা করছে। টোনি ওকে বলল, 'আমি আমার ভাইকে খুঁজছি। সে এখান থেকে বেশ কিছুটা দক্ষিণে অ্যাপাচিদের হাত থেকে ছুটে পালিয়ে পাহাড়ের দিকে গেছিল। সে খুব কাহিল অবস্থায় আছে। তুমি কি এমন কোন লোকের খবর জানো?'

'না। তেমন কেউ এলে খবরটা আমার কানে নিশ্চয় পৌছত। এখানে বেশি লোক থাকে না। এইমাত্র তোমরা স্যাণ্ডার্স আউটফিটের লোকের সাথে কথা বললে—ওদিকে নদীর ওধারে আছে অ্যানডি জেমসের র‍্যাঞ্চ, পাহাড়ের ভিতর, এখান থেকে তিন মাইলের পথ।'

'ও যদি দেখা দেয় তবে ওর যা লাগে, দিয়ে সাহায্য কোরো। আমি সে যা নেয়, তার টাকা শোধ করব।'

কোঁকড়া চুলের লোকটা মুখ তুলে তাকাল। ওর মন থেকে অপমান বোধটা যায়নি। 'আর তোমার জন্যে জিম্মি কে হবে?'

হাসল টোনি। 'আমি নিজেই। আমার ধারণা সেটাই যথেষ্ট।'

'আমার মনে হয় না,' কোঁকড়া চুলের ছেলেটা বলল। 'আমি মোটেও ভাবি না এটা যথেষ্ট।'

'স্লোন একটা সম্ভ্রান্ত নাম।' বারটেণ্ডার শান্ত স্বরে মন্তব্য করল। তারপর সে আবার বলল, 'কার্লি, আমার মনে হয় এখানে তোমার চুপ করে থাকাই ভাল। স্লোনদের জন্যে আমি কি করি সেটা আমার ওপর।'

উঠে দাঁড়াল কোঁকড়া চুলওয়ালা লোকটা। 'তুমি আর আমি এক কথা নয়। স্লোনদের কথা তোমার কাছে ভাল হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তা নয়। এতে তোমার কিছু বলার আছে?' টোনিকে প্রশ্ন করল ছেলেটা।

'আপাতত নেই, কিন্তু যখন বলব, তুমিই প্রথম জানবে।' হাসল

স্লোন। স্ট্যানের দিকে ফিরল সে। 'চলো বেরিয়ে পড়ি।'

দরজার দিকে এগোল ওরা। কার্লি স্যাণ্ডার্স ওদের উদ্দেশে চিৎকার করল। 'তোমরা যদি এই এলাকায় বসবাস করার কথা ভেবে থাকো তবে আবার ভাবতে হবে—এটা স্যাণ্ডার্স এলাকা!'

ফিরে তাকাল টোনি। 'তুমি কি স্যাণ্ডার্স?'

'অবশ্যই!' রোষের সাথে জবাব দিল কার্লি।

'শুনে সুখী হলাম। আমি কেবল শুরু করছি,' বলে বেরিয়ে গেল স্লোন।

রাস্তা পার হয়ে জেনারেল স্টোরে ঢুকে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনল ওরা। দোকানের মালিক একজন পাতলা গড়নের যুবক।

'আমার প্রথম ব্যবসা,' বলল সে। 'বাবার মতে আমি অকর্মা। আমি নিজে কিছু টাকা জমিয়েছিলাম, বাকিটা আমার নামেই ধার নিয়েছি। বাবা সাহায্য করতে চেয়েছিল, কিন্তু তার সাহায্য আমি নিইনি। নিজের চেষ্টাতেই আমি প্রতিষ্ঠিত হতে চাই।

'না,' আবার বলল সে, 'আমাদের মধ্যে যে কোন বিরোধ আছে তা নয়—তবে আমি কারও সাহায্য ছাড়া নিজের চেষ্টাতেই বড় হতে চাই।' হাসল সে। 'আমার এখন আরও খদ্দের দরকার।'

'আমরা এদিকে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি,' ওকে জানাল টোনি। 'এদিকে র‍্যাঞ্চ করার ইচ্ছা আছে আমাদের।'

জনি লেস্টার আড়চোখে স্লোনের দিকে তাকাল। 'তুমি এ'ব্যাপারে স্যাণ্ডার্সদের সাথে কথা বলেছ? ওরা মনে করে এটা ওদের এলাকা।'

'কার্লির সাথে আমাদের বারে দেখা হয়েছে,' শুকনো স্বরে বলল টোনি। 'ওর কথায় মনে হলো ওরা তাই ভাবে। কিন্তু আমরাও ওকে বুঝিয়ে দিয়েছি লড়ার ইচ্ছা আমাদের নেই।'

হেনরির ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলল টোনি। 'যদি সে দেখা দেয়, ওর

যা প্রয়োজন তা তুমি ওকে দিও। তোমার টাকা মার যাবে না।'

রাতের বেলা ওরা লা প্লাটার উত্তাল পানির ধারে ক্যাম্প করল। ওদের চারপাশে রয়েছে অ্যাসপেন গাছ।

কম্বল বিছিয়ে বুট জোড়া খুলে হাতের কাছেই রাখল টোনি। 'তুমি আমার সাথে এসেছ বলে আমি কৃতজ্ঞ।'

'বিজন এলাকায় ঘুরতে আমার ভাল লাগে। হয়তো এটাই আমার স্বভাব।'

'বিরাট দুর্গের মত বাড়িতে তোমার জন্ম, আমার ধারণায় বড় শহরই তোমার বেশি পছন্দ হওয়ার কথা।'

'ওটা আমার ক্যাসেল নয়—ওটা ছিল আমার বাবার। আমার মা ছিল নানার ছোট মেয়ে। সে সমুদ্রে যুদ্ধে গিয়ে একটা পা হারায়। বাবার আরও দুটো সন্তান আছে, কিন্তু তারা কেউ বাবার মত হয়নি। আমি হচ্ছি তার সত্যিকার প্রতিকৃতি। আমার মা মারা গেল, বাবা আবার বিয়ে করল, ছেলেগুলো ওই ঘরেই হয়েছে। আমার সৎমা একদিন শহরের বাইরে আমি যখন আর একজনের জন্যে ঘোড়া বশ করছিলাম, তখন আমার সাথে দেখা করল। সে বলল, তার স্বামীকে সে ভালবাসে। আর কোথাও চলে গেলে সে আমাকে বেশ ভাল টাকা দেবে।

'আমি নিজেও বেশ কিছুদিন যাবৎ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার কথা ভাবছিলাম। আমি ভাল স্কুলে পড়াশোনা করেছি, কিন্তু ব্যবসায় আমার মন ছিল না। তাই তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে টাকাটা নিয়ে আমি আমেরিকায় চলে আসি।

'কথাটা আমি কোনদিন কাউকে বলিনি, হয়তো আর কাউকে বলবও না।'

'আর তোমার দাদা?'

'সে খুব কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু আমার অবস্থায় পড়লে সেও তাই করত। এখানে এসে ঝামেলা ছাড়া আমার জীবনে আর কিছুই ঘটেনি। যখনই হাতে কিছু টাকা এসেছে, আমি তাকে পাঠিয়েছি। কয়েক বছর আগে সে মারা গেছে। কাউন্টেস—মানে আমার সৎমা আমাকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিল আমি ফিরতে চাই কিনা। ওর একটা ছেলে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মারা গেছে, অন্যজন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ায় দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।'

'তুমি ফিরে যাও না কেন?'

মাথা ঝাঁকাল স্ট্যান। 'আমি অনেক ভেবে দেখেছি, অনেক সম্পত্তি পাব বটে—কিন্তু সুখ পাব না। এখন এটাই আমার দেশ। তবে পুবে মিসৌরিতে একটু ঝামেলাও হয়েছে। একটা লাশ, আর কিছু গোলাগুলি। ওদের পরিবারের নাম-ডাক আছে...ওরা আমাকে খুঁজছে।'

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। স্ট্যান নীরবেই সিগারেট ফুঁকছে। তারপর সিগারেট নিভিয়ে কম্বলের তলায় ঢুকল সে।

'স্লোন,' হঠাৎ বলল সে। 'তুমি যদি এই উঁচু পাহাড়গুলো দেখো তাহলে বুঝবে এর থেকে সুন্দর এলাকা পৃথিবীতে আর দুটো নেই। এখানে উঁচু চূড়া আছে। নদীও আছে, যেগুলো কোথায় গিয়ে পড়েছে তা কেবল ঈশ্বরই জানে। আমি আল্পস্ দেখেছি, পাইরেনীজ দেখেছি, কিন্তু এর সাথে তার তুলনা হয় না।'

স্লোন নীরব থাকল। হয়তো ওই পাহাড়ের ভিতরই তার ভাই কোথাও নিজের জীবনের জন্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। হেনরির কথা শুনেছে স্ট্যান। দৌড়ে হেনরি সবসময়েই ভাল ছিল। এবং চমৎকার স্বাস্থ্য ওর। ওকে ধরা ইণ্ডিয়ানদের পক্ষে মোটেও সহজ হবে না। খাবার জোগাড় করা বিনা অস্ত্রে কঠিন হবে বটে, কিন্তু পাহাড়ে প্রায়ই ওরা নিজেদের খাবার নিজেরাই

সংগ্রহ করেছে।

কোনভাবে বাঁচবে হেনরি। ওকে বাঁচতেই হবে।

ছয়

আকাশের তারার অবস্থান দেখে হেনরি বুঝতে পারছে সকাল হয়ে আসছে। শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে সে। পেশীগুলো আড়ষ্ট, পা ব্যথা করছে। মুখ কুঁচকে ব্যথা সহ্য করে উঠে বসল হেনরি। ছোট্ট দ্বীপটাকে খুঁটিয়ে দেখল। ওর মাথার পাঁচ-ছয় ফুট উপরে বেরিয়ে থাকা পাথরের প্রাকৃতিক ছাদটাই ওকে বাঁচিয়েছে। ওটার কারণেই ইউটে ইণ্ডিয়ানরা ওকে দেখতে পায়নি।

পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। ওই শব্দ আশেপাশে আর কোন শব্দ শোনা কঠিন করে তুলেছে। তারপর দূর থেকে মেঘের গর্জন ওর কানে পৌঁছল।

এই সময়ে বৃষ্টি ওর মোটেও কাম্য নয়। গায়ে কোন জামা-কাপড় না থাকায় স্বভাবতই সে শীতে কষ্ট পাচ্ছে। ক্যানিয়নের দেয়াল দেখে বোঝা যাচ্ছে এখানে বৃষ্টির সময়ে পানি অনেক উঁচু পর্যন্ত ওঠে। বৃষ্টি ছাড়াই সে কঠিন বিপদে আছে—ক্যানিয়নের খাড়া দেয়াল বেয়ে উপরে ওঠার কোন রাস্তা সে দেখতে পাচ্ছে না। বৃষ্টি হওয়ার দরকার ছিল না; এমনিতেই সে যথেষ্ট ঝামেলায় আছে। পুষ্টিকর খাবারের অভাবে তার শক্তিও অনেক কমে গেছে। কিন্তু আগে সে এমন জমিতে ছিল, যেখানে চেষ্টা করলে খাবার সংগ্রহ করা সম্ভব। কিন্তু এখন সেই সম্ভবনাও নেই। প্রাণে বেঁচেছে বটে,

কিন্তু দারুণ সমস্যায় পড়েছে সে। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা বিষম ফাঁদে আটকা পড়েছে।

বজ্রের ধ্বনি দূরের পাহাড়ে অশুভ সঙ্কেত দিচ্ছে। জীবনে অনেক রকম ঝামেলারই মোকাবিলা তাকে করতে হয়েছে। কিন্তু এবার সে সত্যিকার বিপদে পড়েছে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তার দেহের কর্মক্ষমতাও অনেক কমে গেছে। এই বিজন এলাকায় ইণ্ডিয়ানদের ভয় তো আছেই, ইণ্ডিয়ানদের থেকে বাঁচতে গিয়েই এই ফাঁদে পড়েছে সে।

দূর থেকে মেঘের গুড়গুড় শব্দ শুনে হেনরি যেখানে আটকা পড়েছে তার প্রতিটা ইঞ্চি এলাকা সে খুঁটিয়ে লক্ষ করল। সামান্য এক টুকরো বালুর বীচের ওপর রয়েছে হেনরি। দেয়ালের গা থেকে ওর মাথার কিছুটা উপরে একটা নিরেট পাথর বেরিয়ে ওকে আড়াল করেছে। বেসিনের দেয়ালে কোন ফাটল ওর চোখে পড়ল না। জলপ্রপাত থেকে অনবরত পানি পড়ার শব্দ কানে আসছে, কিন্তু পানির লেভেল বাড়ছে না। অর্থাৎ নিশ্চয় কোথাও পানি বেরোবার পথ রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত পানিতে নেমে সাঁতার কেটে মাঝখানে চলে এল হেনরি। যেখানে সে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে একটা পাথর বেরিয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু খাড়া দেয়ালের বাকি অংশ একেবারে মসৃণ। এখানে সেখানে কিছু ফাটল আছে বটে, কিন্তু সেগুলো এতই দূরে যে বেয়ে ওঠার জন্যে একটা থেকে অন্যটার নাগাল পাওয়া যাবে না। শেষে বীচে ফিরে এসে সটান শুয়ে পড়ল। ক্লান্ত সে।

খাবার পেটে পড়েনি বলে অল্পেই অবসন্ন। একটু বিশ্রাম নিয়ে আরও দুবার সে পানিতে নামল। দেখল, যেখান থেকে পানি পড়ছে, সেটা সে যেখান থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল, তার থেকেও উঁচু। ওটার দেয়ালটাও মসৃণ। কিন্তু একটু মাথা খাটালেই মানুষ সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

তাই সে চিন্তা করতে বসল।

বৃষ্টি শুরু হলো।

প্রথমে ছড়ানো ছিটানো বড়বড় ফোঁটায়—পরে জোরেশোরে বৃষ্টি নামল। ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল সে। যখন জাগল, শীতে কাঁপছে হেনরি। পানির লেভেল অন্তত এক ইঞ্চি বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে দেয়ালের ফাটলটা আবার পরীক্ষা করল সে। পানির চার ফুট উপরে ওটা। কিন্তু ওটার নিচে দেয়ালটা সিল্কের মতই মসৃণ। ফাটলটা চিকন হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গেছে নিচের দিকে। কিন্তু ওর আওতার বাইরে ওটা।

যে ঝামেলায় পড়েছে তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায়ই ওর মাথায় আসছে না। আবার নিজের আশ্রয়ে ফিরে এল সে।

অবিরাম ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। ভিজে, ঠাণ্ডা। কিন্তু কোনক্রমেই বেরোবার উপায় মাথায় আসছে না। এখানে ওখানে কিছু ফাটল দেখা যাচ্ছে বটে। কিন্তু ওদিক দিয়ে বেয়ে ওঠা কোন মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

তবু কয়েকবার চেষ্টা করল হেনরি। কিন্তু পানি থেকে লাফিয়ে চার ফুট উপরে উঠে ফাটলটা ধরতে পারল না। আবার ফিরে এল সে। ছোট্ট বীচটার ওপরই গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল। আবার দূর থেকে মেঘের গর্জন ওর কানে এল। পাগল হয়ে উঠেছে সে।

সে যদি কোনমতে ফাটল পর্যন্ত পৌঁছতে পারত তাহলে হয়তো দু'হাতে দু'পাশে চাপ দিয়ে ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠতে পারত। হঠাৎ একটা শক্ত লাঠির কথা ওর মাথায় খেলল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন লাঠি ওখানে নেই। বর্শাটা ওর ওজন রাখতে পারবে না।

যদি এমন কিছু থাকত···আছে!

ওর মুঠি।

পানি থেকে লাফিয়ে উঠে সে যদি মুঠো-পাকানো হাত ফাটলে ঢুকাতে পারে তবে সে মুঠোর ওপর ঝুলতে পারবে। মুঠো খুললেই আবার পানিতে পড়বে বটে, কিন্তু নিজেকে টেনে একটু উপরে তুলতে পারলে অন্য হাতটাও ফাটলে ঢুকিয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করা যেতে পারে।

হেনরির মন বলছে চেষ্টাটা এখনই করা উচিত। কারণ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে শাখা-নদী দিয়ে এখনও বেসিনে পানি পড়তে শুরু করেনি। সেটা যখন আরম্ভ হবে, ওর ছোট্ট দ্বীপটা অল্প সময়ের মধ্যেই ডুবে যাবে। যতক্ষণ শক্তি থাকে সাঁতার কেটে ভেসে থাকার পর ওর ডুবে মরা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

না খেয়ে ওর দেহের শক্তিও কমে আসছে। খাবার বিশেষ কিছুই পায়নি সে। ছুটে পালাবার জন্যে বেশির ভাগ শক্তিই তার নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাই এতে যদি বিফল হয় তাহলে মৃত্যু ছাড়া আর কোন গতি নেই।

ছেলেবেলায় প্রায় অর্ধেক দেহ সে পানির ওপরে ওঠাতে পারত। কিন্তু এখন সমস্যা হচ্ছে শুধু উপরে উঠলেই চলবে না মুঠো করা হাতটাকেও ওই ফাটলে আটকাতে হবে। প্রথমে বর্শাটাকে ছুঁড়ে রিমের ওপর পাঠিয়ে দিল। পরে তীর সহ তূণটাও উপর দিকে ছুঁড়ে দিল।

প্রথম চেষ্টাতেই দেয়ালের সাথে বাড়ি খেয়ে বাম হাতের মুঠিটা ফাটলের ভিতরে আটকাতে সক্ষম হলো সে।

পেশী শক্ত করে ধীরে উপর দিকে ওঠার চেষ্টা করল সে। বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সক্ষম হলো। অনেক পরিশ্রমের পর ফাটল বেয়ে উপরে উঠে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল হেনরি। বৃষ্টিতে ভিজছে, কিন্তু অবসন্ন হয়ে পড়েছে ওর দেহ। শুয়েই রইল সে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে শীতে কাঁপতে-কাঁপতে উঠে দাঁড়াল হেনরি। নরম পাইনের কাঁটার ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। এখন ওর পায়ে এল্‌ক্‌-এর

চামড়ার জুতোটাও নেই। কিন্তু তার তৈরি অস্ত্র দুটো সে সাথে নিয়েছে। বর্শা আর তীর-ধনুক। ভেজা ঠাণ্ডায় কাঁপছে। কিন্তু হার স্বীকার করার মানুষ সে নয়। বনের দিকে এগোল। আগেই তার অস্ত্রগুলো সংগ্রহ করেছে সে। ওর দেহ সম্পূর্ণ ভেজা। শীত করছে ওর—আর কত কষ্ট সহ্য করতে পারবে সে? কিন্তু সত্যিকার পুরুষ বলে ওকে এগোতেই হবে। শুধু তাই নয়, এটা তার জীবন-মরণ সমস্যা। ওই রাতে পাইনের নরম কাঁটার ওপর শুয়ে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ঘুমাল হেনরি।

আর কত সহ্য করতে পারে একটা মানুষ? কতক্ষণ পর্যন্ত এভাবে টিকে থাকতে পারে? নিজেকেই প্রশ্ন করছে সে। কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তরও সে জানে। মানুষকে মরণ পর্যন্ত এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। মরণের সাথে মানুষের কেবল দুঃখ, কষ্ট, আর সংগ্রামেরই শেষ হবে না, সেই সঙ্গে সে হারাবে উষ্ণতা, ছুটন্ত ঘোড়ার সৌন্দর্য, ভেজা পাতার গন্ধ, আর মহিলার হেঁটে যাওয়া...বিশেষ করে মেয়েটা যখন জানে কেউ লক্ষ করছে।

সকালে আগুন জ্বালাবে হেনরি, খাবারও খুঁজে বের করবে।

অবিরাম ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। ঝোপের ভিতর ঢুকে শুয়ে আছে সে। পাতার ফাঁক গলে বড়বড় ফোঁটাগুলো ওর শিরদাঁড়া বেয়ে নিচে নামছে, আর কিছু গড়িয়ে পিঠ বেয়ে পাশে পড়ছে।

সকালে পুবের আকাশটা একটু ফিকে হতেই উঠে পড়ল হেনরি। ঠাণ্ডা আর আড়ষ্ট ওর দেহ। বৃষ্টি থেমেছে, কিন্তু ওর পায়ের তলায় মাটিটা একটু কাদাকাদা ঠেকছে। শিকড় জাতীয় কিছু খাবার সংগ্রহের চেষ্টায় আছে সে। ফাঁকা মাঠটা পার হওয়ার সময়ে হঠাৎ ঘোড়া ছুটে আসার আওয়াজ পেল সে। মুখ তুলে ভাল করে চেয়ে দেখারও সুযোগ পেল না—ঘোড়ার কাঁধের প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়ল।

মরিয়া হয়ে ওঠার চেষ্টা করল হেনরি—ডাকতে চাইল, কিন্তু পারল না।

ঘোড়ার প্রচণ্ড ধাক্কায় ওর দম ফুরিয়ে এসেছে।

একটা স্বর ওর কানে এল। 'ওটা কোন ইন্ডিয়ান নয়, কার্লি, একজন সাদা লোক!'

'তাতে কি আসেযায়? পড়ে থাকুক সে!'

ধাক্কাটা সামলে উঠতে পুরো এক মিনিট সময় লাগল ওর। উঠে দাঁড়িয়ে সে ওকে ডাকল। 'আমাকে সাহায্য করো; আমাকে কোন র‍্যাঞ্চ বা কোথাও নিয়ে যাও। আমি—'

কার্লি নামের আরোহী ঘোড়া ঘুরিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে এল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘোড়ার ধাক্কায় সে আবার ধরাশায়ী হলো। কার্লি হাসতে হাসতে চলে গেল। ঘোড়ার দ্বিতীয় ধাক্কায় একটা ঝোপের ভিতর গিয়ে পড়ল সে।

অনেকক্ষণ পর সে হাঁটুর উপর উঠে বসল। হামাগুড়ি দিয়ে নিজের তীর-ধনুকের দিকে এগোল সে। কিন্তু ধনুকের ছিলাটা ভিজে অকেজো হয়ে গেছে। বর্শাটাই এখন ওর একমাত্র ভরসা। গাছের নিচের দিক থেকে কিছু শুকনো ডাল ভেঙে নিয়ে, তার সাথে কিছু বাকল যোগ করে একটা আগুন জ্বালাল স্লোন। কমপক্ষে একটা আগুন সে ভিজে মাটিতেও জ্বালাতে পেরেছে।

এইসব সময়েই খাবার আর আগুন যে কত প্রয়োজনীয় তা মানুষ উপলব্ধি করতে পারে। ধীরে আগুনটা তেতে উঠল।

বৃষ্টির মধ্যে পশুপাখিও নিজেদের আশ্রয়ে ফিরে গেছে। শিকার করার কোন সুবিধা নেই। তাই ফলমূল-এর দিকেই বিশেষ নজর দিল সে। কিন্তু সে যেখানে আছে সেখান থেকে খাবার যোগ্য কিছু ওর চোখে পড়ছে না।

পরিবেশটা স্যাতস্যাতে। উলঙ্গ দেহ ঢাকার মত কিছু ওর কাছে নেই। কিন্তু আগুনটা ওকে একটু আরাম দিচ্ছে। ঘোড়ার আঘাতে ওর দেহে

লালচে ছোপ দেখা দিয়েছে। ওর পায়ের অবস্থাও এমন কিছু ভাল নয়। তবে আগের থেকে ভাল। সে যা দেখেছে তাতে সে জানে, কোনকিছুই চিরস্থায়ী নয়। আজকের কষ্টই আগামীতে তার জন্যে সুখ আরও উপভোগ্য করে তুলবে এবং এই কষ্ট তার মনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই কষ্ট করছে বলেই সুদিনে সুখের অনুভূতিটা আরও মধুর হবে। তাই যা ঘটেছে তা নিয়ে হেনরির মনে কোন ক্ষোভ নেই। সুদিন আর দুর্দিন এই দুইএ মিলেই মানুষের জীবন। অন্তত তার দুটো হাত, দুটো পা আর দুটো চোখ আছে—অনেকের তাও নেই। কিন্তু ওর এখন ভয় হচ্ছে হয়তো সে অসুস্থ হয়ে পড়তে যাচ্ছে...সবই তার কাছে যেন কেমন অবাস্তব ঠেকছে।

একা বনের মধ্যে এই ভেজা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়লে, সেটা তার জন্যে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে।

হঠাৎ ঘামতে শুরু করল সে। অথচ একটু আগেও শীতে কাঁপছিল। পাইনের নরম কাঁটা আর পাতার ভিতর ঢুকে শুয়েছে হেনরি। ওর কপাল ভাল যেখানে সে থেমেছে সেখানে পাইনের পাতা আর কাঁটার বেশ মোটা কার্পেট রয়েছে।

মাঝেমাঝে হাত বাড়িয়ে আগুনে কাঠ চাপাচ্ছে। ভয় হচ্ছে আশপাশের কাঠ ফুরিয়ে গেলেই ওকে শিকারে বেরোতে হবে। কাছেই কিছু উইলো গাছ ছিল। বাইরের বাকলটা ছাড়িয়ে ভিতরটা কিছুক্ষণ চিবাল—এটা জ্বরের জন্যে ভাল ওষুধ।

একবার কিছুক্ষণের জন্যে জ্ঞান হারাল। জ্ঞান ফিরে এলে আগুনে কয়েকবার কাঠ চাপাল। শেষে কাঠের অভাবে কিছু পাতা ব্যবহার করল।

ওর মনে হলো একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কানে এল। কেউ যেন ওকে ডাকল। সে জানে না সাড়া দিয়েছিল কিনা। মাথাটা হালকা ঠেকছে। মুখের ভিতরটা শুকিয়ে এসেছে। শীত করছে...খুব শীত।

হেনরি শুনেছে কেউ যদি অন্ধকার গর্তে থাকে সে নাকি আকাশের দিকে তাকালে দিনের বেলাতেও তারা দেখতে পায়। উপর দিকে তাকাল, দেখল একটা সুন্দর মুখ বড় বড় উদ্বিগ্ন চোখে ওর দিকেই চেয়ে আছে। ওটা সেই অন্ধকার গর্ত থেকে তারা দেখারই মত। আবার জ্ঞান হারাল সে।

পাহাড়ে হেনরিদের বাড়িতে এমন কিছুই ছিল না। বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্যে মা'ই সবকিছু করত। বাবাও কাজ করে ফিরে বেশি ক্লান্ত না থাকলে মাকে সাহায্য করত। এমন সৌখীন কিছু নয়। সামান্য ছোটখাট জিনিস, যেমন জানালার পর্দা, ফুলদানিতে কিছু বুনো ফুল, আর ছেলেদের বাইরে রাখতে পারলে মা মাটির মেঝেতে এত সুন্দর আলপনা আঁকত, যা কেবল উৎকৃষ্ট কার্পেটেরই যোগ্য। এসব কাজে তার মা খুব পটু ছিল। সুন্দর রুচি ছিল তার।

হেনরিরা ওগুলোকে পরিষ্কার রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করত।

টেনেসির পাহাড়ের ধারে কৃষি-কাজ করে কারও পক্ষে বিশেষ লাভবান হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এলাকাটা সুন্দর। আর-পাহাড়ী লোকেরা সবাই চমৎকার গান গাইতে পারে। গান তারা দাদা বা অন্য কোন বুড়োর কাছ থেকে শেখে। তবে মজার ব্যাপার হলো ওরা দিনক্ষণ বুঝে শুধু সুরই নয় গানের কথাও পালটে নেয়।

মানুষ সব সময়েই প্রথমে খোঁজে খাবার এবং থাকার মত একটা আশ্রয়। কিন্তু সেটা যখনই হয়ে যায় তখন সে খোঁজে মনের খোরাক—সৌন্দর্য। সন্ধ্যায় ওদের একমাত্র বিলাসিতা ছিল আগুনের ধারে বসা। ওরা মাকে ওদের জন্যে গরম-জামা বোনা আর সেলাই নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হত।

চোখ খুলে হেনরি দেখল একটা কামরায় নরম বিছানায় সুন্দর লেপের

তলায় শুয়ে আছে। জানালায় ক্রুশকাঠির কাজ করা চমৎকার পর্দা ঝুলছে। প্রথমে মনে করল কোন বড়লোকের বাড়িতে আছে। পরে আবার ভাবল মরে গিয়ে সে স্বর্গে চলে আসেনি তো?

এমন আরামদায়ক নরম বিছানায় সে আগে কখনও ঘুমায়নি। পেইন্ট করা কাঠের ছাদের দিকে চেয়ে শুয়ে রইল।

মাথা কাত করে দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা ড্রেসিং-টেবিল দেখতে পেল। পাশেই একটা ছোট টেবিলের ওপর পানির জগ আর বেসিন। একটা ছোট প্লেটের ওপর সাবানও রয়েছে ওখানে। নিঃসন্দেহে অবস্থাপন্ন কোন লোকের বাড়ি।

উঠে বসার চেষ্টা করতেই হেনরির মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। কিন্তু প্রথমেই সে লক্ষ করল তার পরনে ফ্ল্যানেলের নাইটশার্ট। অনেককাল আগে ওর একটা নাইটশার্ট ছিল, তবে পাহাড়ে ওসব জিনিস খুব দুর্লভ। সতেরো বছর বয়সের আগে তার ভাগ্যে এক জোড়া মোজা জোটেনি। খালি পায়েই ওরা বুট পরত।

টোনি আর হেনরির কখনও তেমন কিছু ছিল না। প্রথম মোটা টাকা ওরা রোজগার করল বাফেলো রেঞ্জে। রাইফেল আর পিস্তলে স্লোনদের হাত খুব ভাল। ওরা কোন টার্গেট লক্ষ্য করে গুলি করলে সাধারণত মিস করে না—অব্যর্থ ওদের নিশানা। বাধ্য হয়েই ওদের গোলাগুলিতে ভাল হতে হয়েছে, কারণ টেনেসির উঁচু পাহাড়ে নষ্ট করার মত বাড়তি গুলি ওদের ছিল না। গোপনে শিকারের খুব কাছে পৌঁছানো আর ট্র্যাক করাতেও ওরা অত্যন্ত দক্ষ, কারণ গুলি নষ্ট করতে চায় না বলে শিকারের খুব কাছে পৌঁছানো ওদের জন্যে ছিল অত্যন্ত জরুরী।

বাফেলো রেঞ্জে ওরা যে টাকা উপার্জন করেছিল সেটা বাবার ঋণ শোধ করতেই গেল। ওদের বাবাকে বিশ্বাস করে যেসব বন্ধুরা টাকা ধার দিয়েছিল

তাদের প্রত্যেকের টাকা ওরা ফিরিয়ে দিয়েছে। স্লোনরা ঋণকে কখনও হালকা ভাবে নেয় না। যেভাবেই হোক ধার পরিশোধ করে ওরা নিজেদের পরিবারের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখে।

ওখানে ওই বিরাট বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে চেয়ে হেনরি ভাবছে, কিভাবে সে এই কামরায় পৌঁছল।

ছোট একটা কাপড়-জামা-রাখা ঘরের আধখোলা দরজা দিয়ে ভিতরের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে। ভিতরে মহিলার জামা, পুরুষের শার্ট আর প্যান্টের সাথে ওখানে খাপে ভরা একটা পিস্তলও ঝুলতে দেখা যাচ্ছে। ওটা কাছাকাছি রয়েছে বলে হেনরি অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করছে।

দরজার বাইরে কারও এগিয়ে আসার পদশব্দ শোনা গেল। একটু পরেই দরজা খুলে চওড়া কাঁধের একজন গোঁফওয়ালা লোক ভিতরে ঢুকে হেনরির দিকে তাকাল।

'জেগেছ? তোমার খুব খারাপ অবস্থা গেছে, বন্ধু।'

'বুঝতেই পারছি। আমি এখানে কতদিন ধরে আছি?'

'ছয়-সাতদিন। আমার মেয়ে তোমাকে খুঁজে পায়। সে যে কিভাবে তোমাকে তার ঘোড়ার পিঠে তুলতে সক্ষম হয়েছিল তা আমি বলতে পারব না।'

ক্লান্ত হেনরি। এক মিনিট চোখ বুজে থাকল। ভাবছে কত ভাগ্যবান সে।

'তোমার নিউমোনিয়া হয়েছিল,' বলল সে। 'আমরা ভাবিনি তোমাকে বাঁচাতে পারব। অন্তত আমি ভাবিনি। কিন্তু ম্যাগি, সে কখনও আশা ছাড়েনি।'

'এই জায়গাটা কোথায়?'

'চেরি ক্রীকের ধারে—তোমাকে যেখানে পাওয়া গেছে সেখান থেকে

ছয়-সাত মাইল দূরে।' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বিছানার পাশে বসল লোকটা। 'আমি ডেভিড ফস্টার। তোমার কি ঘটেছিল?'

কথাগুলো মনেমনে গুছিয়ে নিয়ে হেনরির জমি খুঁজতে বেরোনো, হিকারিয়াদের হাতে ধরা পড়া, পালানোর কথার সাথে যে আরোহী ওকে সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিল তার কথাও জানাল। 'লোকটাকে তার সঙ্গী কার্লি নামে ডেকেছিল।'

ওর কথার মাঝখানেই একজন সুন্দরী তরুণী কামরায় ঢুকল। মেয়েটার চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠল। 'আমি বিশ্বাস করি না!' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ করল মেয়েটা। 'তোমার নিশ্চয় তখন মাথার ঠিক ছিল না।'

'হতে পারে, ম্যাম,' বিনয়ের সাথে বলল হেনরি। যে ওর জীবন রক্ষা করেছে তার সাথে তর্কে যেতে চায় না সে। 'তবে ওই ঘোড়াটা যে আমাকে আঘাত করেছিল, এটা আমার কল্পনা নয়। এবং লোকটাকে কার্লি নামেই ডাকা হয়েছিল।'

'তুমি ওখানে কোন ট্র্যাক দেখতে পেয়েছিলে, ম্যাগি?'

একটু ইতস্তত করল মার্গারেট, ওর চোখ দুটো রাগে উজ্জ্বল। অনিচ্ছার সাথে সে বলল, 'হ্যাঁ, দেখেছি। মনে হলো দুটো ঘোড়া, তিনটেও হতে পারে। কিন্তু এটা কার্লি স্যাণ্ডার্সের কাজ হতেই পারে না!'

'আমার মনে হয়, কথাটা তোমার আরও ভাল করে ভেবে দেখা উচিত,' বলল ফস্টার। 'কার্লি সম্পর্কে আমার কানেও অনেক কথা এসেছে। আর তার কোনটাই ভাল নয়।'

'লোকজন হিংসায় ওর বিরুদ্ধে এসব রটনা রটায়। হিংসা, কারণ সে সুদর্শন পুরুষ। আর স্যাণ্ডার্সদের ওরা ঈর্ষা করে তাদের অগাধ জমি আছে বলে।'

'মিস্টার ফস্টার, আমি আর তোমাদের বোঝা হতে চাই না। আমাকে

এক সেট জামা আর একটা ঘোড়া আর একটা পিস্তল ধার দিলে এখনই আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। তোমাদের আমি কোন ঝামেলায় জড়াতে চাই না।'

'পাগলের মত কথা বলছ তুমি!' আবার তীব্র প্রতিবাদ জানাল মার্গারেট। 'যাত্রা করার মত সুস্থ তুমি হওনি। এখনও তুমি খুব দুর্বল।'

'আমি ঠিকই যেতে পারব; ম্যাম। যেখানে আমি অবাঞ্ছিত সেখানে আমি থাকতে চাই না।'

'তুমি স্থির হয়ে শুয়ে থাকো,' বলল মেয়েটা। 'আমি তোমার জন্যে সুপ নিয়ে আসছি।'

মেয়েটা চলে যাওয়ার পরে একটু ইতস্তত করে ফস্টার প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, এই কার্লি লোকটার চেহারার বিবরণ দিতে পারো?'

'বিশাল, শক্তিশালী যুবক, গাল দুটো একটু গোলাপী, কোঁকড়া বাদামী চুল। বিরাট মেক্সিকান স্পার ব্যবহার করে সে, আর বলিষ্ঠ ধূসর রঙের ঘোড়া ছিল ওর---সাধারণ কাউবয়ের ঘোড়া নয়।'

'হ্যাঁ, ওটাই কার্লি।' হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ডেভিড। 'ড্যাম ইট! যেখানে সুদর্শন পুরুষ কম সেখানে মেয়ে নিয়ে বাস করাই কঠিন! হ্যাঁ, আমিও ওর সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। সে ঘোড়ার প্রতি নিষ্ঠুর, আর লোকটা ঝগড়াটে। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে মারপিট করে। কিন্তু চার্লির কারণে ওকে সবাই ভয় পায়।'

'চার্লি স্যাণ্ডার্স? ওর নাম আমি শুনেছি, স্যার। লোকে বলে সে নাকি একসময়ে কোয়ান্ট্রিল ডাকাত দলে ছিল। পুব টেক্সাসে চেরোকী এলাকায় সবাই ওকে চেনে। পিস্তলে ওর হাত ভাল—লোকটা নাকি তর্ক না করে গুলি করতেই বেশি পছন্দ করে।'

'তুমি চেনো ওকে?'

'কখনও দেখিনি, স্যার। তবে নাম শুনেছি।'

'স্লোন,' বলল ফস্টার, 'আমি চাই তুমি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকো। তুমি সুস্থ হলে তোমার যা লাগে সব দিয়ে তোমাকে আমি সাহায্য করব। আমার বেশি কিছু নেই, কিন্তু যা আছে তাই আমি তোমার সাথে শেয়ার করব।' কুজিটের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওখানে একটা পুরানো পিস্তল আছে, ওটা তুমি ব্যবহার করতে পারো। পুরানো হলেও ওটা ভাল। আশা করি তুমি বিচক্ষণতার সাথেই ওটা ব্যবহার করবে।'

ফস্টার চলে যাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে হেনরি ভাবছে, স্লোনরা ঝামেলামুক্ত কোনদিনই হবে না। ওরা এদিকে আসতে চায় বসবাস করার আশায়। এলাকাটা সুন্দর, তবে এখানকার পাহাড়গুলো টেনেসির পাহাড়ের তুলনায় দৈত্যাকার।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হেনরি। মাথাটা ঘুরে ওঠায় আবার বিছানার ওপর বসে পড়ল। ওর শরীরটা এখনও দুর্বল। বিশ্রাম দরকার। কোনমতে কুজিট থেকে বেল্টসহ পিস্তলটা এনে বিছানায় মাথার কাছে ঝুলিয়ে রেখে আবার শুয়ে পড়ল হেনরি। মানুষের যে কখন পিস্তলের প্রয়োজন হবে তা কেউ বলতে পারে না।

সাত

এটা অত্যধিক দুর্বলতার লক্ষণ যে বিছানায় শোয়ার সঙ্গেসঙ্গেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিছানার পাশে টেবিলে ট্রে রাখার শব্দে ওর ঘুম ভাঙল। মার্গারেট যে কখন ঘরে ঢুকেছে টেরই পায়নি সে।

হেনরির জন্যে এটা একটা বিলাশ। তার মা মারা যাবার পর কেউ তাকে এভাবে খাবার বেড়ে এনে খাওয়ায়নি।

বিছানার বালিশে হেলান দিয়ে একটু উঁচু হয়ে বসে কোলের ওপর রাখা ট্রে থেকে সুস্বাদু খাবার খাওয়া সত্যিই বিলাশিতা। 'ম্যাম, এভাবে আদর যত্ন করলে যেকোন মানুষের স্বভাবই খারাপ হয়ে যাবে।'

'তুমি অসুস্থ,' বলল সে। হেনরির কাছে ওর স্বরটা একটু তীক্ষ্ণ শোনাল। ট্রেইলে কি ঘটেছে সেটা বলার পর থেকেই মেয়েটা তার ওপর কিছুটা রুষ্ট। কিন্তু মেয়েটা যে কার্লিকে পছন্দ করে এটা তার জানার কথা নয়...এবং এটা খুবই খারাপ কথা। মানুষ হয়ে হেনরির সাথে যে ব্যবহারটা সে করেছে তাতেই বোঝা যায় লোকটার অন্তর কালো—বিষাক্ত।

মেয়েটার জন্যে খারাপ লাগছে ওর। হ্যাঁ, প্রথম ধাক্কাটা হয়তো অনিচ্ছাকৃত হতে পারে—যদিও এখন ওই সম্পর্কে সে আর নিশ্চিত নয়। সাহায্য না করা, সেটা কার্লির ইচ্ছা। কিন্তু দ্বিতীয়বার ফিরে এসে ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার কোন কারণ তার ছিল না।

'আমি জানি আমার সম্পর্কে তোমার খুব খারাপ ধারণা, ম্যাম। তাই ঘোড়ায় চড়ার মত সুস্থ হয়ে উঠলেই আমি এখান থেকে চলে যাব। আমাকে আর তুমি দেখবে না।'

'কিন্তু তুমি যা বলেছ সেটা তুমি পিছনে ফেলে যাবে! কথাটা বাবা মনে রাখবে!'

'আমি কেবল যা ঘটেছে সেটাই বলেছি, ম্যাম। তখন আমি জানতাম না ওকে তোমার এত পছন্দ।'

'তা নয়! কিন্তু তুমি হয়তো ভাবছ কার্লিকে সরাতে পারলে আমি তোমার প্রতি ঝুঁকব।'

'না, ম্যাম,' বলল হেনরি। 'তেমন কোন চিন্তা আদপেই আমার মাথায় আসেনি। আমি নিছক একজন গেঁয়ো পাহাড়ী মানুষ। কিন্তু আমার ভাই টোনি···তাকে মেয়েরা খুব পছন্দ করে—আমার দিকে দ্বিতীয়বার চেয়েও দেখে না কেউ। এখন আমি আর সেটা আশাও করি না।'

হঠাৎ করে মুখ তুলে হেনরির দিকে তাকাল মার্গারেট। যেন প্রথমবারের মত ওকে দেখছে। 'তুমি গেঁয়ো সাদাসিধে মোটেও না,' বলল সে। 'হয়তো ততটা সুদর্শন নও, কিন্তু আলাদা একটা আকর্ষণ আছে তোমার—হাবাগোবা তুমি নও।'

'ধন্যবাদ, ম্যাম। কিন্তু আমি অনেকদিন আগেই বুঝে নিয়েছি আমাকে সারাটা জীবন একাই কাটাতে হবে। আমি উঁচু বিজন এলাকা পছন্দ করি, তাই সম্ভবত সেটাই ঘটবে। আমার মত করে পারিবারিক পরিবেশ কেউ কোনদিন চায়নি, কিন্তু আমার কপালই মন্দ—ওটাই আমি জীবনে সবথেকে কম পেয়েছি।'

বাড়ির ভিতরে অন্য কোন কামরায় চলে গেল মার্গারেট। বিছানায় বসে সূপ আর খাবার খেল হেনরি। চমৎকার রান্না করে মেয়েটা। ওকে আসলে

মিথ্যে কথা বলেছে সে। মেয়েটাকে সে মনেমনে ভালবেসে ফেলেছে। ওই মেয়ের পরিচর্যা হেনরির মত সাদাসিধে শক্তিশালী লোকের মনটাকে ঘায়েল করে ফেলেছে। সে জানে এটা অসম্ভব, কিন্তু তবু ভাবতে ভাল লাগছে। সে মার্গারেটকে না পেলেও মেয়েটা কার্লির মত একটা পাষণ্ডের ঘর করবে এটা তার কাছে অসহ্য ঠেকছে।

কার্লি ছাড়া অন্য যেকোন মানুষ হলে তার কোন আপত্তি ছিল না।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল হেনরি। র‍্যাঞ্চের উঠানে ঘোড়ার খুরের শব্দে ওর ঘুম ভাঙল। কান পেতে থেকে গলার স্বর শুনতে পেল।

খাপ থেকে পিস্তলটা বের করে লেপের তলায় ডান পায়ের কাছে রাখল। কার্লি স্যাণ্ডার্সের মত লোককে কোন বিশ্বাস নেই। ট্রেইলে সে যা করেছে তাতে হেনরির বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে সেদিন যদি ওর সাথে আর কেউ না থাকত, তাহলে লোকটা তাকে খুনই করে ফেলত···নিছক একটা পৈশাচিক আনন্দের জন্যেই।

কার্লির সাথে সঙ্গী থাকাতেই সে বেঁচে গেছে। লোকটা ঝুঁকি নিতে যায়নি, কারণ কোন মানুষই ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা ভাল চোখে দেখে না।

যাহোক, পিস্তলটা হাতে থাকায় সে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করছে।

অন্য কামরা থেকে কথাবার্তার মৃদু শব্দ ভেসে আসছে···কিছু হাসি···কিছু গানের সুরও শুনতে পেল হেনরি। ব্যাঞ্জো বাজিয়ে কোমল নিচু স্বরে গাইছে মার্গারেট। গানের শব্দগুলো শুনতে পাচ্ছে না সে। ঘুম এসে যাওয়ার মত মিষ্টি সুর, কিন্তু ঘুমাবার সাহস পাচ্ছে না। কোন না কোন সময়ে মেয়েটা ট্রেইলে খুঁজে পাওয়া মানুষটার কথা ওকে জানাবে। এবং কার্লি তাকে দেখতে আসবে।

হঠাৎ পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল স্লোন। তারপর দরজা খুলে গেল।

কার্লি দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। বালিশে হেলান দিয়ে একটু উঁচু হয়ে বসল।

'তোমাকে বাড়িতে জায়গা দিয়ে বোকার মত কাজ করেছে ফস্টার,' বলল সে। 'ওরা জানেও না তুমি কে।'

'সেটা তুমিও জানো না,' জবাব দিল স্লোন। 'কিন্তু ওরা ভাল লোক, বিপদে পড়া মানুষকে সাহায্য করে···তার ওপর দিয়ে ঘোড়া চালায় না।'

শব্দ তুলে হাসল সে। নীচ হাসি। 'কাপড়ের পুতুলের মত ওভাবে ছিটকে পড়ায় তোমাকে হাস্যকর দেখাচ্ছিল।'

পিস্তলের বাঁটের ওপর হাত রেখে হেনরির দিকে এগোল সে। 'তোমার মত অসহায় অবস্থায় মানুষের আত্মহত্যা করা অস্বাভাবিক কিছু না,' মন্তব্য করল সে। 'এতে কেউ অবাক হবে না।'

'আমার ভাই টোনি এতে আশ্চর্য হবে,' জবাব দিল হেনরি। 'এবং স্লোন পরিবারের সবাই অবাক হবে। তবে তুমি এনিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। আমি তা করব না।'

'কিন্তু আমি যদি একটু সাহায্য করি?'

তার মতলবও ছিল তাই। লোকটার ভিতর একটা ভীষণ নীচ নিষ্ঠুরতা রয়েছে। আরও এক পা আগে বেড়ে থমকে দাঁড়াল সে। হেনরির মাথার কাছে ঝুলানো পিস্তলের খালি খাপটার ওপর হঠাৎ চোখ পড়েছে ওর।

হেনরির ডান হাতটাও অদৃশ্য রয়েছে। পিস্তলটা কি ওর হাতে? জানার কোন উপায় নেই। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে লোকটা। মনে হচ্ছে কেউ যেন ওর মুখে পানির ছিটা দিয়েছে।

কার্লি প্রথমে স্লোনের দিকে, পরে লেপের তলায় ওর ডান হাতের দিকে তাকাল। হেনরি বুঝতে পারছে লোকটা কি ভাবছে। সে ভাবছে লেপের তলা থেকে হাত বের করে গুলি করার আগেই তার পক্ষে হেনরিকে গুলি করা সম্ভব হবে কি না।

এটা বুঝেই স্লোন বলল, 'স্থির মস্তিষ্কের কোন মানুষ লেপের তলা থেকে হাত বের করে গুলি করতে যাবে না, কারণ লেপ ফুটো করে লক্ষ্য ভেদ করাই বেশি সহজ।'

লোকটা হেনরির দিকে চেয়ে আছে। ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল। ওর মনের ভিতর ভয় আর স্লোনকে হত্যা করার তীব্র ইচ্ছার মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলছে।

'তোমার হাতে পিস্তল আছে?'

'আছে কি?' ওর দিকে চেয়ে হাসল স্লোন। 'হ্যাঁ, এটা একটা ভাল প্রশ্ন। ট্রেইলে উলঙ্গ অবস্থায় আমার কাছে কোন অস্ত্র ছিল না। কিন্তু মিস্টার ফস্টার হয়তো আমাকে একটা দিয়ে থাকতে পারে।'

'সে এত বোকা নয়। তুমি ওদের সবাইকে খুন করতে পারো।'

'অসম্ভব কিছুই না, কিন্তু সে হয়তো ভাবে তোমার চেয়ে আমার দিক থেকে তার বিপদ আসার সম্ভাবনা কম।'

এই কথায় তার বোধোদয় হলো। সে নিজে জানে সে কি। কিন্তু আর কেউ জানুক এটা সে চায় না।

'কি হলো?' প্রশ্ন করল স্লোন। 'চার্লি স্যাণ্ডার্সের খুনী হিসেবে কুখ্যাতি কি তোমার মাথা বিগড়ে দিয়েছে? তুমি মনে করছ তার থেকে বেশি মানুষ হত্যা করে তুমি তারচেয়েও বেশি নাম কিনবে? কিন্তু সাধারণত চার্লি তার প্রতিপক্ষকে সশস্ত্র আর দাঁড়ানো অবস্থায় মেরেছে···অন্তত আমি তা শুনেছি।'

একটু পিছিয়ে গেল কার্লি। হেনরির কথাবার্তায় তার কাছে পরিস্থিতি সুবিধাজনক মনে হচ্ছে না। সে ওকে খুন করে ফস্টারদের কাছে এটাকে আত্মহত্যা বলে বোঝাবার মতলবে ছিল। কিন্তু ট্রেইলে দেখা ওই উলঙ্গ লোকটার যে এমন বিষদাঁত আছে এটা সে বুঝতে পারেনি।

ওই সময়ে হাইহীল জুতো পরা 'ক্লিক-ক্লিক' আওয়াজ তুলে মার্গারেট

ওখানে হাজির হলো। ওর পিছনে ফস্টার।

'আরে! তুমি এখানে? আমি কিছু নাস্তা আর কফি তৈরি করার জন্যে গেছিলাম, ফিরে দেখি তুমি নেই।'

'আমার প্রতি একটু সম্মান দেখাতেই ও এখানে ফিরে এসেছিল, ম্যাম,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল হেনরি। 'ওর জন্যে এটাই ছিল একমাত্র ভদ্রোচিত উপায়।'

আড়চোখে একবার কার্লিকে দেখে কঠিন চোখে হেনরির দিকে তাকাল মার্গারেট। ছোট্ট শিশুর মতই নিষ্পাপ এখন কার্লির চেহারা। সম্ভবত ওই চেহারা নিয়েই সে থাকে সাধারণত। কিন্তু হেনরির দিকে যখন তাকাল, ওর চোখ দুটো বিষ ছড়াল।

ওরা চলে গেলেও ডেভিড ফস্টার হেনরির কামরাতেই রইল। সে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছিল?'

কাঁধ উঁচাল স্লোন। 'না, কিছুই না।'

ফস্টারের চোখ খালি খাপটা দেখে লেপের নিচে ঢাকা ওর ডান হাতের দিকে তাকাল। 'তুমি খুব সাবধানী মানুষ,' মন্তব্য করল সে।

'আমার দাদা চুরানব্বই বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন,' বলল সে। 'এটা আমাদের পরিবারের সবাইকে অনেক কিছুই শিখিয়েছে।'

পুরো সন্ধ্যা ওরা র‍্যাঞ্চ আর গরু সম্পর্কে কথা বলেই কাটাল। সাথে ইন্ডিয়ানদের কথাও উঠল—কিন্তু প্রতি মুহূর্তে সে এই চমকপ্রদ সুন্দর এলাকা সম্পর্কে অনেক কিছু জানল।

'এই এলাকায় শালাকোর (shalako) উত্তরে অনেক উঁচু উঁচু পাহাড়ী এমন সুন্দর সব জায়গা আছে যে সৌন্দর্য তুমি জীবনে কখনও দেখোনি। ওখানে জলপ্রপাত, ঝর্না, ক্যানিয়ন, আর গরু-ঘোড়ার খাবার সবই আছে। শোনা যায় কিছু স্প্যানিশ মাইনার কিছু সোনাও পেয়েছে ওখানে।'

'আমি শিগ্‌গিরী তোমাদের ছেড়ে চলে যাব। একটু সুস্থ হলেই...কিন্তু

আমার ভাই টোনি আর আমি তোমার ঋণ শোধ করতে ফিরে আসব।'

আড়চোখে হেনরির দিকে তাকাল ফস্টার। 'কার্লি বলল তোমার ভাইয়ের সাথে তার দেখা হয়েছে শহরের বারে। কিন্তু সে নাকি ওর সাথে না লড়ে পিছিয়ে গেছিল।'

'হতে পারে,' জবাব দিল হেনরি, 'স্লোন পরিবারের আমরা কেউ অযথা কাউকে হত্যা করতে পছন্দ করি না। নেহাৎ ছেলেমানুষ ভেবেই ওকে ছেড়ে দিয়েছে টোনি।'

বিদায় নিল ফস্টার। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে শুলো হেনরি। নরম বিছানা—অপূর্ব লাগছে তার। কিন্তু কার্লির প্রস্থানরত ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে না আসার আগে সে ঘুমাল না।

ফস্টারের একটা ছোট র‍্যাঞ্চ আছে। তিনশো গরু আছে তার। কিন্তু লোকটার টাকা-পয়সা আছে। তবে সে মিতব্যয়ী। সুবিধা মত দামে পেলে আরও গরু কেনে। যথেষ্ট টাকা আছে বলে সে বাড়তি গরু না কিনেও চলতে পারে। প্রতি বছর নিজেদের গরুর বাছুরই তার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু সুবিধা মত দামে যা পায় সে কিনে রাখে।

পাঁচ কামরার র‍্যাঞ্চহাউস সে তৈরি করেছে, তিনটে ভাল ফায়ারপ্লেস আছে তার। কিন্তু তার প্রত্যেকটাই দুটো কামরা গরম রাখার মত বড়। আস্তাবলগুলো শক্তভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন ভিতরে কোন পানি প্রবেশ করতে না পারে। কিছু শক্ত গাছের ডাল দিয়ে তৈরি কোরালও আছে তার। বারোটা ঘোড়া আছে ওর। আর দুজন কাউহ্যাণ্ড। রান্নার জন্যে একজন মেক্সিকান মহিলাও আছে, যে এমনই শক্ত, মনে হয় সে যেকোন কাউবয়কে হাতাহাতি যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবে।

সকালে সে'ই আমার নাস্তা নিয়ে এল। সেই সাথে একটা ট্রাউজার্স আর একটা শার্ট। হেনরি লম্বায় ছয় ফুট দুই ইঞ্চি। তাই প্যান্টটাও কিছুটা

উপরে উঠে রইল। শার্টের হাতাটাও ছোট হলো। কিন্তু আমার পায়ের মাপের কোন বুট ওদের ছিল না। কিন্তু কিছু চামড়া ছিল। সুতরাং ওই চামড়া কেটেই আমি নিজের জন্যে চলন-সই জুতো তৈরি করে নিলাম। এক জোড়া মোকাসিন।

জুতো তৈরি করার সময়ে ম্যাগি ওর কাছে দাঁড়িয়ে ওর কাজ দেখল। তারপর প্রশ্ন করল, 'তুমি কি এটা আগেও করেছ?'

চামড়া নিজের পায়ের মাপে কাটতে কাটতে সে জবাব দিল, 'নিশ্চয়, সময় পেলে আমি নিজের জন্যে এক জোড়া বুটও তৈরি করতে পারি।'

'তুমি করেছ?'

'স্লোন পরিবারে কেউ বুট চাইলে তাকে সেটা নিজেই তৈরি করতে হত। অবশ্য তার বয়স যদি বারো বছরের উপরে হয়। তার আগে আমরা সাধারণত খালি পায়েই চলতাম। ষোলো বছর বয়সে আমি প্রথম দোকান থেকে কেনা বুট পরি; সেটাও একটা নাচ উপলক্ষে।'

নিজের হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসল ম্যাগি। র‍্যাঞ্চ উঠানের সীমান্তের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'ওগুলো কেমন ছিল?'

'বেশির ভাগ সময়েই নাচ স্কুল-উঠানেই হত। কোনকোন সময়ে সেটা অন্য কারও বাড়ির উঠানে হত। মুখে-মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়ত। মাঝেমাঝে মেয়েরা সাপার বাসকিট নিয়ে যেত। কিন্তু হঠাৎ করেও কিছু নাচ হত। অনেক দূর থেকেও অনেকে আসত।

'বেশিরভাগ ছেলেই নাচ জানত না। কিন্তু একটা তরুণী মেয়েকে ধরে তারা তৃপ্তি পেত। বেহালা বাদকের সাথে আরও কিছু যন্ত্রসঙ্গীত থাকত; কিন্তু ওদের জন্যে বেহালাই ছিল যথেষ্ট। এমন কিছু নয় তবু এটাই ছিল আমাদের জন্যে পর্যাপ্ত। মাঝেমাঝে কেউ বাসকিটে করে খাবার নিয়ে আসত বিশেষ কারও জন্যে। কিন্তু সময়ে সময়ে এতেও যথেষ্ট হত না,

তাই আমাদেরও গাইতে হত।

'যাকগে, আমি নাচে কখনও অংশ গ্রহণ করতে পারিনি, কিন্তু আমি ওদের জন্যে গেয়েছি।'

'এখন তুমি কি করবে?'

'আমাদের র‍্যাঞ্চ করার জন্যে উপযুক্ত একটা জায়গার খোঁজ করব। তবে আপাতত শালাকোর দিকে গিয়ে আমার ভাই টেনির সাথে মিলিত হব।'

'কিন্তু সাবধান, স্যাণ্ডার্সরা হয়তো ভাববে ওদের আশপাশে বেশি ভিড় জমে উঠছে। ওদের ওখানে ডজনখানেক লোক কাজ করে।'

'আমার বিশ্বাস আমরা দুজন স্লোনই ওদের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরও অনেক স্লোন আছে, খবর পেলে তারাও সাহায্যে ছুটে আসবে।'

মোকাসিন দুটো তৈরি শেষ করে ওগুলো পরে দেখল সে। পায়ে বেশ ভাল ঠেকছে। চামড়াটা এখনও নরমই আছে।

উঠে দাঁড়াল সে। পায়ে চামড়ার জুতো পরে ভাল অনুভব করছে। যদিও পায়ের চামড়া এখনও কিছুটা নরম আছে।

ম্যাগির দিকে তাকাল হেনরি। 'তুমি চমৎকার মেয়ে, ম্যাম। তোমাকে যে পাবে সে ভাগ্যবান। কিন্তু'··· ওর কিন্তু, কিন্তুই রয়ে গেল। বাকিটা আর বলা হলো না। সে জানে মেয়েটা কার্লিকে ভালবাসে। ওর বিরুদ্ধে কিছু বললে উল্টো ফলই হবে।

কোরালে ঢুকে দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে ইঁদুর রঙের মাসট্যাঙ ঘোড়াটাকে ধরল হেনরি। ওটাই হেনরিকে ধার দিতে রাজি হয়েছে ফস্টার। ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে তৈরি করে বিদায় নিতে আবার বাড়িতে ঢুকল সে।

সদর দরজার কাছেই ফস্টারের দেখা পেল। 'তোমাকে বিদায় দিতে খারাপ লাগছে, বাছা,' বলল সে। 'যাক, যদি এদিকে কখনও আসো তবে

দেখা কোরো।'

'আমাকে সাহায্য করার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, স্যার। তোমার জিনিসগুলো আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরত দেয়ার চেষ্টা করব। আমার ভাই টোনির কাছে কিছু টাকা আছে। আমারটা আমি পুরোই হারিয়েছি।'

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই।' বারান্দা থেকে নিচে নামল ফস্টার। 'স্লোন,' গলার স্বর নিচু করে বলল সে। 'তুমি একটু সাবধানে থেকো। আমার ধারণা তোমার একজন নতুন শত্রুর জন্ম হয়েছে।'

'সে যদি আমার পথের কাঁটা না হয়, আমি ওকে এড়িয়েই চলব। গায়ে পড়ে ঝামেলা বাধানোর মানুষ আমি নই। মিস্টার ফস্টার, তোমার যদি কখনও কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় যেকোন স্লোনকে তুমি খবর দিও। তুমি সব রকম সাহায্যই পাবে। এবং খুব দ্রুত। একজন স্লোনকে সাহায্য করলেই সবাইকে সাহায্য করা হলো—অন্তত আমরা তাই বিশ্বাস করি।'

মাসট্যাঙ ঘোড়াটা খুব ভাল। পাহাড়ী, আর শক্তজাতের ঘোড়া। প্রথমে সে একটু হ্যাঁকড়ামি করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যখন বুঝল হেনরি জিনের ওপরই থাকবে, এবং কোন রকম বাঁদরামি সে সহ্য করবে না—তখন খুশি মনেই ট্রেইল ধরে এগোল। কে যে বস্ এটা সে বুঝে নিয়েছে।

শালাকো বেশি দূরের পথ নয়। ট্রেইল এড়িয়ে গাছ আর ঝোপের ভিতর দিয়ে এগোচ্ছে হেনরি। দুপুরের দিকে শহর থেকে কয়েক মাইল নিচে লা প্লাটা নদীতে ঘোড়াটাকে পানি খাইয়ে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে একটা ভাল জায়গা বেছে নিল। বিশ্রাম নিচ্ছে সে, আর ঘোড়াটা ঘাস চিবাচ্ছে।

সামনে কি আছে তা সে জানে না। শহরে কিছু লোক থাকবে যাদের সাথে সে বন্ধুত্ব করতে চায়, আর কিছু লোক আছে যাদের সে এড়িয়ে চলতে চাইবে।

কেন যেন ওর মনে হচ্ছে সে বাড়ি ফিরছে...এলাকাটা তার পছন্দ হয়েছে। শহরের নামটাও তার পছন্দ।

শালাকো...ইণ্ডিয়ান কোন নাম হবে।

কিছুক্ষণ পর ঘোড়ার ঘাস ছেঁড়ার শব্দ আর ছুটে চলা পানির আওয়াজ শুনতে শুনতে ঘুমাল হেনরি।

আট

রাস্তা থেকে অল্প দূরে চমৎকার একটা খাড়া পাহাড়ের কোলে গড়ে উঠেছে ওই শহর। লা প্লাটা নদীটা শহরের খুব কাছে দিয়েই বয়ে গেছে গাছের সারির ভিতর দিয়ে—কিন্তু শহর থেকে নদীটা দেখা যায় না।

শহর বলতে কেবল পশ্চিমের অর্থেই ওটা শহর। ওখানকার লোক মানুষ যেখানে থামে সেটাকেই শহর বলে। প্রথমে হয়তো একটা স্টেজ স্টপ, বা একটা দোকান, অথবা শুধু একটা সেলুন থেকে শুরু হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার ওদিকে একবার একটা লোকের ওয়্যাগনের চাকা ভেঙে যাওয়ায় একটা শহরের সৃষ্টি হয়েছিল। লোকটা তার ওয়াগনের পিছন দিক থেকে হুইস্কি বিক্রি করা শুরু করেছিল।

বিকেলের দিকে শালাকোয় পৌঁছল হেনরি। মাত্র তিনটে দালানই রয়েছে ওখানে। রাস্তার বাম পাশে দুটো, বাকিটা উলটো পাশে। ওটাই জেনারেল স্টোর। কিছু টাকা হাতে পেলেই ওখানে গিয়ে নিজের

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সে কিনবে। কিন্তু আপাতত সে সেলুনে ঢুকবে।

পশ্চিমের সেলুন যে শুধুমাত্র ড্রিঙ্ক করার জায়গা তা নয়। পুরুষদের জন্যে ওটা ক্লাবঘর, এবং খবর আদানপ্রদান করার জায়গাও বটে। প্রায়ই দেখা যায় বারে বসে যত ব্যবসা হয় তেমন আর অন্য কোথাও হয় না। বারে ঢুকলে একটা মানুষ জানতে পারবে ট্রেইলগুলো কোনটা কিভাবে গেছে, আশপাশে ইন্ডিয়ান যোদ্ধাদের উপস্থিতি আছে কি না। মোটকথা একটা মানুষের যা যা জানা প্রয়োজন সব খবরই সেলুনে ঢুকলে পাওয়া যাবে। হেনরির অনেক কিছুই জানার দরকার। বিশেষ করে টোনিকে কোথায় পাওয়া যাবে এটা তার জানতে হবে।

ব্যাটউইঙ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল স্লোন। ভিতরটা ঠাণ্ডা, আর বেশ চুপচাপ।

'হাওডি,' বলল সে, 'আমি হেনরি স্লোন। আমার ভাইকে খুঁজছি আমি। সেইসঙ্গে এমন কাউকে খুঁজছি যে আমাকে বিশ্বাস করে খাওয়ার জন্যে কিছু টাকা দেবে।'

'তোমার ভাই-এর নাম টোনি স্লোন?'

'হ্যাঁ, ওটাই তার নাম।'

'সে আর তার পার্টনার তোমাকে খুঁজতে পাহাড়ের ভিতর গেছে। তোমার যা প্রয়োজন সবই সে আমাকে দিতে বলেছে—সুতরাং খাওয়া-পরার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। এখনই তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা আমি করছি। তুমি কি একটা ড্রিঙ্ক চাও?'

'ড্রিঙ্ক করার খুব একটা অভ্যেস আমার নেই, তবে আজ একটা খাব। ধন্যবাদ।'

ওকে একটা ড্রিঙ্ক ঢেলে দিয়ে ওর জন্যে খাবার আনতে রান্নাঘরে ঢুকল বারটেণ্ডার।

ওই সময়ে হেনরির সত্যিই করুণ অবস্থা। দেহ দুর্বল, প্যান্টটা হাঁটুর থেকে ছয় ইঞ্চি নিচে নেমেই শেষ হয়েছে। শার্টের হাতাও হাস্যকর রকম ছোট। বুক আর পিঠের কাছেও শার্টটা এমন টাইট হয়েছে মনে হচ্ছে যেন এখনই ছিঁড়ে যাবে। খাওয়ার অভাবে হেনরি অনেক শুকানোর পরেও এই অবস্থা।

ব্যাটউইঙ দরজাটা দুলে উঠল—দু'জন লোক ভিতরে প্রবেশ করল। র‍্যাঞ্চের কাউহ্যাণ্ড। বারে এসে দাঁড়াল ওরা। ওদের একজন হেনরিকে লক্ষ করল।

'তামাশা দেখো!' বলল সে। 'মিস্টার, আগামীতে যদি আর কারও জামা পরো তবে আগেই নিশ্চিত হয়ে নিও মাপে ঠিক আছে কি না।'

'সেটা কঠিন হবে,' জবাব দিল হেনরি। 'আশেপাশে যা দেখছি তাতে পুরুষের উপযুক্ত প্যান্ট পরা কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।'

ওদের একজন বেশ হৃষ্টপুষ্ট, মাথায় লালচে চুল, হাতে অনেক তিল রয়েছে···এখন মুঠি। এক পা এগিয়ে এল সে। 'ঠিক আছে, দেখা যাক কার প্যান্ট এখানে কত বড়।'

'মিস্টার রেড,' বলল হেনরি, 'মারপিট করার মত অবস্থা এখন আর আমার নেই। পাহাড়ে ইন্ডিয়ানদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমাকে খুব কঠিন সময় কাটাতে হয়েছে। তোমার রাগটা আপাতত সামলে নাও। আমাকে এক সপ্তাহ সময় দাও, একটু সুস্থ হয়ে নিই। তারপর আমি নিজেই তোমাকে ডেকে নিয়ে তোমার থোতা-মুখ ভোঁতা করে দেব।'

'আমার ধারণা তুমি কাপুরুষ।'

'না,' বলল সে, 'যদিও তোমার কথার যুক্তিটাও আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু এই মুহূর্তে লড়ার মত ক্ষমতা আমার দেহে নেই। একটা অসুস্থ বিড়ালও এখন আমাকে হারাতে পারবে।'

রান্নাঘর থেকে ট্রে হাতে বেরিয়ে এল বারটেণ্ডার। ট্রেটা ওর সামনে নামিয়ে রেখে সে বলল, 'এই নাও, স্লোন, খেয়ে নাও; এতে তোমার পাঁজরে কিছু মাংস হবে।'

লাল চুলের লোকটা অবাক চোখে হেনরির দিকে তাকাল। 'তোমার নাম স্লোন? তুমি কি বিল স্লোনের আত্মীয়?'

'চাচাত ভাই,' জবাব দিল হেনরি. 'তবে ওর সাথে আমার একবারই দেখা হয়েছিল, টস্টো বেসিনে। কেন, বিলকে তুমি চেনো?'

'চিনি। পিস্তলে ওর মত হাত আমি আর দ্বিতীয়টা দেখিনি।'

'আমাদের পরিবারের সবারই গোলাগুলিতে হাত ভাল। সম্ভবত এটা একটা জন্মগত ব্যাপার। ছেলেবেলায় পিস্তলের ব্যারেল কামড়েই আমার দাঁত উঠেছে।'

'আমাদের কিছু ঝগড়া হয়েছিল। বিল আর আমার।'

'সেটা নিশ্চয় এমন কিছু ছিল না।'

'কেন?'

'কারণ তুমি এখনও বেঁচে আছ; তাই না? বিলকে আমি যতটা চিনি তাতে জানি বাজে কথায় সময় নষ্ট করার মানুষ সে নয়। যাকগে, যা হবার হয়েছে, এখন তুমি ওসব চিন্তা বাদ দাও। এখানেও কিছু শুরু করতে যেয়ো না। আমি নিশ্চিন্ত বসে আমার খাবার খেতে চাই।'

কথা শেষ করে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ছুরি-কাঁটা নিয়ে মাংসের ওপর আক্রমণ চালাল হেনরি। খিদেয় শুধু চামড়ার জিন কেন, লোহার পাদানি পর্যন্ত সে খেয়ে ফেলতে পারে এখন।

একটা বিয়ার নিয়ে হেনরির মুখোমুখি বসল রেড। 'সত্যি কথা বলতে কি, বিল ইচ্ছা করলেই আমাকে মেরে ফেলতে পারত, কিন্তু তা সে করেনি। আমি একটা কঠিন দলের সাথে জড়িত ছিলাম। তাদের সবাইকে

সে শেষ করল, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু কেন, সেটা আমি আজও বুঝলাম না।'

'তোমার মধ্যে ভাল কিছু সে দেখেছে বলেই তোমাকে বিল রেহাই দিয়েছে। কিন্তু তোমার কপাল ভাল। বেঁচে গেছ। বিল তোমাকে হত্যা করেনি, আমিও করব না। কিন্তু একটা পিটুনি তোমার পাওনা রইল।'

'সময়কালে সেটা দেখা যাবে।'

'ঠিক আছে, কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো। স্লোনদের সাথে লাগতে এলে কি ঘটে সেটা বুঝতে পারবে। সময় থাকতেই ভাল হয়ে ঠিক পক্ষে যোগ দাও।'

'কোনটাকে তোমার ঠিক পক্ষ বলে মনে হয়?'

'যারা ঝামেলা এড়িয়ে চলে আমি সেই পক্ষে। আমরা এদিকে ভাল জমির খোঁজে এসেছি—তেমন ভাল জায়গা খুঁজে পেলে আমরা এখানে বসবাস করতে চাই। এতে তোমার কোন আপত্তি আছে?'

'আমার নেই, কিন্তু স্যাণ্ডার্সদের থাকতে পারে।'

ওই ব্যাপারে হেনরির কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। তার মনে হচ্ছে কথা যথেষ্ট হয়েছে। ভরপেট খাওয়ার পর এখন তার বিশ্রাম দরকার। কিন্তু তার আগে ওর প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কেনা দরকার। পঞ্চো, কম্বল, স্যাডল ব্যাগ, বুট, একটা রাইফেল, কিছু খাবার; ইত্যাদি। শুনতে অনেক শোনালেও এগুলো এমন কিছু বিরাট ব্যাপার নয়। অল্প কিছুটা সময় পেলেই সে এই দেনা শোধ করতে পারবে।

বারটেণ্ডার একটা বিয়ার হাতে হেনরির টেবিলের দিকে এগিয়ে এল। 'তোমার সাথে বসলে কোন আপত্তি নেই তো? আমার নাম সিম্পসন।'

অনুমতি পেয়ে বসল সে। বিশালাকার মানুষ। ওর চওড়া মুখে যুদ্ধের কিছু ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। হলুদ রঙের চুল। বিশাল কাঁধ—হাত, আর মুঠি।

'সঙ্গ পেলে আমি খুশিই হব,' জানাল হেনরি। 'এখানে কতদিন আছ তুমি?'

'খুব বেশিদিন নয়। সোনার খোঁজে বেরিয়েছিলাম আমি, এখানে এসে এলাকাটা পছন্দ হলো—তাই এখানেই থেকে গেলাম। এখানে নদীতে প্রচুর মাছ, আর পাহাড়ে শিকারের কোন অভাব নেই। একটা কুড়াল আর বাটালি কিনে নিজের জন্যে সেলুন তৈরি করে নিলাম। আমার ধারণা সঙ্গ পাওয়ার এটাই সবথেকে সহজ উপায়।

'ভাল মাসগুলোতে আমি মাছ ধরে আর শিকার করে কাটাই, আর শীতের সময়ে আগুনের ধারে বসে বই পড়ি বা গল্প করি। আমি গল্প করতে খুব পছন্দ করি, স্লোন। আবহাওয়া যখন খারাপ হয়ে আসে তখন আগুনের ধারে বসে গল্প করার মত আনন্দের আর কিছুই নেই।'

'তবে মাঝেমাঝে মানুষের দেখা পাওয়াও একটা ঝুঁকির ব্যাপার,' মন্তব্য করল হেনরি। 'তুমি জানো না কে তোমার বিপদ ডেকে আনবে। এটা অনেকটা চৌরাস্তার মাথায় দাঁড়িয়ে কোন রাস্তা ধরবে সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার মত। যে পথই ধরো··· তোমার জীবন আর এক থাকবে না। বিভিন্ন পথে ভিন্নভাবে কাটবে।'

'জানি না,' যুক্তি দেখাল সিম্পসন, 'আমার বিশ্বাস মানুষের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য তার সাথেসাথেই চলে।'

'হয়তো,' বলল হেনরি, 'কিন্তু কার্লি স্যাণ্ডার্সের সাথে যখন আমার প্রথম দেখা হয় আমি মোটেও ঝামেলা চাইনি। সে-ই ওটা আমার ওপর চাপিয়েছিল। ওর সাথে যে আমার আবার দেখা হবে সেটাও আমি ভাবিনি, কিন্তু মার্গারেট ফস্টার আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে একেবারে টার্গেটের মাঝখানে পৌঁছে দিল।'

খাওয়া শেষ করে কিছুক্ষণ আয়েশ করে তৃপ্তমনে ওখানেই বসে রইল

হেনরি। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো ওর দরকার, কিন্তু ওই মুহূর্তে পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে ওর ইচ্ছা করছে না। নতুন বুট পরার কথা মনে করে আরও খারাপ লাগছে।

'লোকজন এদিকে আসা আরম্ভ করেছে,' হেনরিকে জানাল সিম্পসন। 'বেশিরভাগই প্রসপেক্টর। কিন্তু কিছু চাষী আর গরুর মালিকও আসছে। এই এলাকাটা দ্রুত গড়ে উঠবে।'

'স্যাণ্ডার্সরা এদিকে আসে?'

'প্রায় প্রত্যেকদিনই আসে। টাকাও খরচ করে—তবে ওদের আমার মোটেও ভাল লাগে না। কার্লিই যে ওদের ভিতর সবথেকে খারাপ এটা মনে করে থাকলে ভুল করবে। লিউট কাইম বা জেকব পিচারের তুলনায় কার্লি কিছুই না। ওরা মার্শালদের শহর থেকে তাড়ানো বা তাদের হত্যা করায় ওস্তাদ। ওদের মধ্যে জেকবই সবথেকে নিষ্ঠুর। বর্তমানে ওরা এখানে এসে স্যাণ্ডার্সদের র‍্যাঞ্চে কাজ নিয়েছে। একদল নীচ প্রকৃতির মানুষ ওরা।'

উঠে দাঁড়াল হেনরি। সিম্পসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে। পাহাড়ের মাথায় সূর্যটা এখনও উজ্জ্বল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ওটা পাহাড়ের আড়ালে চলে যাবে। খুঁড়িয়ে রাস্তা পার হয়ে সে স্টোরে গিয়ে ঢুকল।

টোনি আগেই ওখানে হাজির হয়ে ওদের জানিয়ে রেখেছে হেনরি দেখা দিতে পারে। তাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেতে কোন অসুবিধে হলো না। প্যান্ট, শার্ট, আণ্ডারওয়্যার, মোজা পছন্দ মত বেছে নিল। দোকানের পিস্তলগুলো দেখল সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফস্টারের ডান্স অ্যাণ্ড পার্কার পিস্তলটাই রাখার সিদ্ধান্ত নিল। কারণ ওই পিস্তলটা ওর হাতে কেমন যেন লাকি ঠেকেছে।

আবার যখন সেলুনে ফিরল তখন হেনরির কাছে পুরো নতুন সাজ।

ঝকঝকে নতুন একটা উইনচেস্টারও রয়েছে ওর হাতে। ওটাই তার জীবনে প্রথম নতুন গান। এর আগে সে যেগুলো ব্যবহার করেছে সেগুলো হেনরির আগে পাঁচ-ছয়জন মালিকের হাত ঘুরে ওর হাতে পৌঁছেচে।

সেলুনের পিছনদিকের একটা কামরায় গিয়ে জামা-কাপড় বদলে নতুনগুলো পরল হেনরি। কিন্তু আপাতত বুট জোড়া পরা স্থগিত রাখল। পায়ের অবস্থা কিছুটা ভাল না হওয়া পর্যন্ত নতুন বুট পরা যাবে না। এবার রাইফেলে গুলি ভরে নিল সে। ওটা উইনচেস্টার ·৭৩–ম্যাগাজিন আর চেম্বারে মিলিয়ে মোট সতেরোটা বুলেট ওতে ধরে।

হেনরিকে সেলুনে ফিরে আসতে দেখে সিম্পসন মুখ তুলে তাকাল। সে বলল, 'আরে, তুমি দেখছি প্রেমিকার সাথে দেখা করতে যাওয়ার সাজে সেজেছ। তা, মেয়েটি কে? মার্গারেট ফস্টার?'

'সে আমার দিকে একবারের বেশি দু'বার ফিরেও তাকাবে না,' জবাব দিল স্লোন। 'হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে। আমার একটা চিঠি লেখা দরকার। তোমার কাছে কাগজ-কলম আছে?'

কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসল হেনরি। সিম্পসন আগুনটাকে উস্কে সতেজ করার দিকে মন দিল। দিনের বেলায় শালাকোয় চমৎকার সুন্দর আবহাওয়া থাকলেও রাতের দিকে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে।

চিঠিটা ক্রেইগ স্লোনের কাছে লিখল। সে সমতল জমির একজন স্লোন। ওদের কথা হেনরি শুনেছে, কিন্তু ওদের কখনও দেখা হয়নি। টনটো বেসিনের গোলমালের সময়েই প্রথম ওদের সাক্ষাৎ হয়। ক্রেইগ আর টাইরেল স্লোন দুজনেই ওখানে হাজির হয়েছিল।

ক্রেইগ শিক্ষিত মানুষ। সমতল এলাকার স্লোনদের আর্থিক অবস্থাও ভাল। কিন্তু তাই বলে এসব ওর গোলাগুলির ক্ষমতা বিন্দুমাত্র কমাতে পারেনি। ক্রেইগের গরু আছে–আর এটা গরু চরাবার জন্যে চমৎকার

এলাকা। ওর আরও একটা জিনিস আছে, যেটা এখানে ওর খুব কাজে আসবে–সেটা হচ্ছে নার্ভ।

এই চমৎকার এলাকা সম্পর্কে সব জানিয়ে ক্রেইগের চিঠি শেষ করল হেনরি। হঠাৎ তার মনে হলো স্যাণ্ডার্সদের সাথে একটা সংঘর্ষ যখন অনিবার্য, তখন লোগান স্লোনকে একটা খবর পাঠালে মন্দ হয় না।

ওই লোগান হচ্ছে ক্লিঞ্চ পাহাড়ের স্লোন। ওখানকার মানুষ বিচ্ছুর থেকেও বিষাক্ত আর লোহার চেয়েও কঠিন। কেউকেউ বলে লোগান নাকি একজন আউটল। কিন্তু সে স্লোন পরিবারের লোক–গোলাগুলিতেও ওর হাত ভাল।

ওর কাছেও লিখল হেনরি।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওরা এসে পৌঁছবার আগেই হয়তো লড়াই শেষ হয়ে যাবে। তবে ক্রেইগ হয়তো পৌঁছতে পারবে, কারণ নিউ মেক্সিকোর বর্ডারের কাছেই সে থাকে। ওকে তাদের প্রয়োজন হবে–এই এলাকায় একটা যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নয়

সিম্পসনের কাছে জিনিসপত্র রেখে মাসট্যাঙের পিঠে উঠে বেরিয়ে পড়ল হেনরি। পাহাড়ের কোল থেকে আরও নিচে নেমে লা প্লাটা নদীর ধারে থামল। স্নিগ্ধ, স্থির একটা পরিবেশ। যেদিকেই তাকাচ্ছে সবুজ সতেজ ঘাস

চোখে পড়ছে। অ্যাসপেন গাছের লম্বা সাদা কাণ্ড দেখা যাচ্ছে চারপাশে। অগভীর নদীর মাঝখানে ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়ে পানি খাওয়াল সে। পাহাড় থেকে তুষার গলা ঠাণ্ডা পানি বইছে ছোট্ট নদীতে।

নদী পেরিয়ে অন্য পাড়ে উঠে গাছগুলো পেরিয়ে আরও এগিয়ে গেল স্লোন। ওখানে মালভূমির মত একটা জায়গা রয়েছে—ওখানেও চমৎকার সজীব ঘাস, কিন্তু ওক ঝোপও আছে ওখানে। পাহাড়ের পাদদেশে সুন্দর সবুজ একটা এলাকা। মানুষের হাত পড়েনি ওখানে।

পাহাড়ের ঢালে রয়েছে গাঢ় সবুজ পাইন গাছ, অ্যাসপেনের কিছু গোছাও ঢালের ওপর দেখা যাচ্ছে। ওগুলো হালকা সবুজ। সাধারণত বাজ পড়ে বনে আগুন ধরলে, পরে সেখানে অ্যাসপেনই প্রথম জন্মায়। বুনো জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গের জন্যে ওই গাছ অনেক খাবারের জোগান দেয়।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঢাল বেয়ে এগোল সে। হেনরি বুঝে নিয়েছে তার বসবাস করার জন্যে এটাই উপযুক্ত এলাকা। সারাটা জীবন সে এমন একটা জায়গাই খুঁজছিল। পেয়েওছে। এখন স্যাণ্ডার্সদের পাজি লোকজনও তাকে এই জমি থেকে সরাতে পারবে না।

শালাকোর দিকে ফিরে চলল সে।

ওখানে প্রথম যে মানুষটার দেখা পেল হেনরি সে হচ্ছে টোনি। টোনিকে দেখে তার এমন অনুভূতি হলো যেন এত সুন্দর মানুষ সে আর জীবনে দেখেনি।

'তোমাকে কিছুটা কাহিল দেখাচ্ছে,' হেসে ওর দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল টোনি। 'আশ্চর্য! আমি তোমাকে এক মুহূর্তের জন্যে একা ছেড়েছি, আর তুমি এদিকে তুমি নিজেকে হত্যা করার জোগাড় করে বসলে। পারোনি, সেটা তোমার কপাল।

'হেনরি, এ হচ্ছে স্ট্যান কিটসন...একজন ভাল বন্ধু।'

'হাওডি।'

'পরিচিত হয়ে সুখী হলাম।'

সেলুনের একটা টেবিলে বসে গত কয়েকদিনে কি কি ঘটেছে তার বর্ণনা দিল হেনরি। কার্লি স্যাণ্ডার্স, মার্গারেট ফস্টার, সবার কথাই বলল সে। কিন্তু ম্যাগি ফস্টারের কথায় টোনি ওর দিকে যেভাবে তাকাল তাতে অকারণেই লজ্জায় একটু লাল হলো হেনরি। ওদের মধ্যে যে কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, এটা টোনিকে সে বোঝাতে পারবে না। সে বিশ্বাসই করবে না।

বর্তমানে মেয়েটা যা চায়, সেটা হচ্ছে তার থেকে দূরে থাকা। কিন্তু কার্লি স্যাণ্ডার্সের সাথে, যে মেয়ে তাকে দেখতেই পারে না, তাকে নিয়ে গোলাগুলি করার মাথাব্যথা হেনরির নেই। এলাকাটা যে কত সুন্দর, এখন পর্যন্ত সে যা দেখেছে তা ওদের জানাল। ওরাও সেটা স্বীকার করল।

স্ট্যান কিটসনকে হেনরির ভাল লেগেছে। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। কারণ ছেলেবেলা থেকেই ওরা দুই ভাই একই সাথে একইভাবে বড় হয়েছে। তাই ওদের পছন্দ-অপছন্দও একই রকম। স্ট্যান কিটসন লম্বা, সুদর্শন একজন মানুষ। লোকটার যেমন সুশিক্ষা আছে, তেমনি সুবিবেচনাও আছে। এ'দুটো সাধারণত মানুষের একই সাথে হয় না। হেনরি এমন অনেক মানুষ দেখেছে যারা লেখাপড়ায় খুব ভাল, কিন্তু মানুষ চেনা বা পরিস্থিতি বোঝার বেলায় তারা একেবারে কাঁচা।

হেনরি শত্রুকে ক্ষমা করে দেয়ায় বিশ্বাসী—কিন্তু তাই বলে অসতর্ক হতে রাজি নয়। কারণ সে ক্ষমা করে দিলেই যে অন্যজন তার কোন ক্ষতি করবে না, এমন ভাবাটা ভুল।

মানুষকে ভালবাসে হেনরি। কিন্তু জানে সব মানুষের ওপরই বেশ কিছুটা ইবলিসের প্রভাব থাকে, এবং যেকোন খারাপ কাজ করার পিছনে

নিজের সপক্ষে জোরালো যুক্তি মনে মনে খাড়া করে নেয়া সহজ। স্যাণ্ডার্সদের সাথে বিরোধ সে চায় না, সম্ভব হলে ওদের এড়িয়ে চলবে। কিন্তু ওরা হয়তো তার সাথে একমত নাও হতে পারে।

'আমরা জমির জন্য ল্যাণ্ডঅফিসে ক্লেইম ফাইল করতে পারি,' বলল হেনরি, 'কিন্তু জমিতে আমাদের গরু থাকতেই হবে। আমি এব্যাপারে ক্রেইগের কাছে চিঠি দিয়েছি।'

'আমারও কিছু গরু আছে,' জানাল স্ট্যান। 'ইচ্ছা করলে সেগুলোও এখানে নিয়ে আসা যায়।'

সন্ধ্যাটা ওরা র‍্যাঞ্চ, ক্যাট্‌ল্‌ড্রাইভ, আর এই এলাকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেই কাটাল। সিম্পসন জানাল ওখানে একজন আইরিশ লোক বাস করছে, লোকটার নাম ম্যাকার্থি। ইউটেদের সাথে ভাব করেই সে আছে...অর্থাৎ মিলেমিশে বাস করাটা অসম্ভব নয়।

ম্যাকার্থি সিম্পসনকে বলেছে হিকারিয়া আর ইউটেদের মধ্যে নাকি সাধারণত কোন বিরোধ হয় না। সুতরাং হেনরিকে যারা খুঁজছিল তারা নিশ্চয় ডাকাত দলের লোক। সাদাদের মধ্যে যেমন আছে, ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও তেমন খারাপ কিছু লোক আছে।

রাতে ঘোড়াগুলোকে আস্তাবলে রেখে ওটারই চিলে-কোঠায় ঘুমাল ওরা। খড়ের গন্ধ নাকে আসছে। ঘুমিয়ে সারা রাত নতুন র‍্যাঞ্চের স্বপ্ন দেখল হেনরি।

সকালে লা প্লাটার পশ্চিমে অ্যাসপেন গাছের ভিতর ক্যাম্প করল ওরা। চমৎকার দৃশ্য ওদের চারপাশে। ওরা সিদ্ধান্ত নিল কয়েকদিন সবাই মিলে একটা র‍্যাঞ্চহাউস তৈরির কাজ করবে। তারপর স্ট্যান দক্ষিণে গিয়ে ক্রেইগের সাথে মিলিত হয়ে তার গরুগুলোকেও একই সঙ্গে নিয়ে আসবে।

যাওয়ার আগে কিটসন বলল, 'তোমাদের সাবধান করার কোন

প্রয়োজন আসলে নেই, কিন্তু তবু বলছি স্যাণ্ডার্সদের হালকা ভাবে নিও না। বিশেষ করে তোমাদের দুজনের সাথেই যখন কার্লির কথা কাটাকাটি হয়েছে, তখন আমাদের এখানে উপস্থিতি ওরা মোটেও ভাল চোখে দেখবে না। ওরা কখনও আইন মেনে চলেনি—চলবেও না।'

প্রথমেই ওরা যা তৈরি করল সেটা একটা কোরাল। তারপর পাহাড়ের গা খুঁড়ে একটা থাকার আশ্রয় করল। ওদের সামনে সমতল সবুজ প্রান্তর। পিছনে পাহাড়ের উপর থেকে আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে কিছু ডাল আর একটা আস্ত গাছ কেটে আড়াআড়ি ভাবে ফেলে একটা মোটামুটি চলনসই বেড়ার সৃষ্টি করল।

ওই গাছপালার ভিতর দিয়ে কোন মানুষের আসা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, কিন্তু ওরা যা করেছে তাতে ওদের অজান্তে, নিঃশব্দে কেউ আসতে পারবে না।

হেনরি বা টোনি, ওদের কেউই সাধারণ কাউহ্যাণ্ডের মত নয়। কাউহ্যাণ্ডরা ঘোড়ার পিঠ থেকেই সব কাজ সারতে চায়। কিন্তু ওরা কৃষিকাজও করেছে, যেকোন পেশাদার কৃষকের মত ওরা লাঙ্গল চালাতে পারে। প্রয়োজনে ওরা কোদালও চালিয়েছে—স্টোর থেকে বীজ এনে আলু, গাজর, কুমড়ো আর ভুট্টাও বুনে সফল ভাবে গজিয়েছে। নতুন কোন জায়গায় এসে নতুন করে জীবন শুরু করা সহজ কথা নয়। এটা ওরা জানে।

কঠিন পরিশ্রম কোন মানুষই পছন্দ করে না। কিন্তু একান্ত প্রয়োজনে মানুষকে এটা করতেই হয়। হেনরিও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ানোটাই ওর বেশি পছন্দ।

ওরা যে জায়গাটা বেছে নিয়েছে সেটা ডেড্‌উড্ ক্রীকের মোহনায়। ওদের পশ্চিমে আছে একটা বেশ উঁচু রিজ (Ridge)। পুবে একটা ন্যাড়া পাহাড়।

খাবার জোগাড় করতে ওদের শিকার করতে হচ্ছে, কিন্তু স্লোনদের কাছে এটা নতুন কিছু নয়। আর ওই স্ট্যান কিটসন—রাজপ্রাসাদের মত দালানে সে জন্মে থাকতে পারে, কিন্তু স্লোন দুই ভাইয়ের কাছ থেকে কিভাবে বুনো এলাকায় খাবার সংগ্রহ করতে হয় তা কয়েকদিনেই শিখে ফেলল।

গত কয়েকদিনে কোন মানুষের দেখা বা সাড়া ওরা পায়নি। এমনকি মানুষের কোন ট্র্যাকও ওদের চোখে পড়েনি। প্রত্যেকদিনই হেনরি বা টোনি কিংবা স্ট্যান ঘোড়ার পিঠে উঠে বিভিন্ন দিক ঘুরে দেখে এসেছে। রাতে আগুনের পাশে বসে কে কি দেখল তা পরস্পরকে জানিয়েছে। আশপাশের এলাকা সম্পর্কে ওদের এখন যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছে। নতুন এলাকা ভালভাবে চিনতে কিছুটা সময় লাগে। পশ্চিমের যেকোন লোক নিজে না দেখলেও যা শুনল সেই ছবিটা মনে রাখে। এটা ওদের নিজেকে বিপদ থেকে বাঁচানোর একটা রসদ।

কোথায় ওয়াটার হোল আছে, ক্রীকগুলো কোনটা কিভাবে গেছে, কোনটা মরু এলাকা—এসব না জানলে কঠিন পশ্চিমে মানুষের নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন।

মাঝেমাঝে আগুনের পাশে বসে স্ট্যান ওদের পাহাড়ী কথা ভাষা বুঝতে না পেরে ভুরু কুঁচকাত। সেইসঙ্গে মজাও পেত।

হেনরি নিজেদের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিল, 'ঠিক আছে, এটা ইংরেজি ভাষার কোন শব্দ নয়। বুঝলাম, কিন্তু তোমার মত এত শব্দও আমার জানা নেই। ভাষাটা হচ্ছে নিজের মনোভাব প্রকাশের জন্যে। আমার যদি সেই শব্দ জানা না থাকে তবে সেটা বোঝাবার জন্যে একটা শব্দ তৈরি করে নিতে আপত্তি কোথায়? প্রতি অঞ্চলে এমন অনেক শব্দ প্রচলিত আছে যা কোন অভিধানে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ওই শব্দ দিয়ে আমরা আমাদের

মনোভাব ঠিকই প্রকাশ করি।'

'শিক্ষা, এটা কেবল স্কুল থেকেই হয় না,' বলল টোনি। 'যে মানুষ বুনো অঞ্চলে বাস করে তাকে ওই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা শিখতে হয়। এটাও এক ধরনের শিক্ষা। বাবা আমাদের শিখিয়েছে, কোন সমস্যা এলেই চিন্তা করো—একটা সমাধান তুমি নিশ্চয় বের করতে পারবে। সব সমস্যারই সমাধান আছে, কেবল খুঁজে বের করার অপেক্ষা।'

অনেক কবিতা জানত স্ট্যান। যেগুলো সে শোনাল। এর মধ্যে পোপের কবিতাই ছিল বেশি। একাকী ট্রেইলে মানুষ এসব কবিতায় আনন্দ পায়। বেশির ভাগই অ্যালেকজাণ্ডার পোপের কবিতা। লোকটা হেনরির জন্মের বছরই মারা গেছে। ওরা জানল পোপ কবিতা লেখার জন্যে ওর বাবা ওকে খুব পিটিয়েছিল, এবং সে বলেছিল, 'ফাদার, ফাদার, পিটি টেইক, আই উইল নেভার পোয়েট্রি মেইক।' কবিতা করে বলা কথা। এরপর তার বাবা আর আপত্তি করেনি। পরে সে বড় কবি হয়েছিল। ভার্জিনিয়াতেই বাস করত সে...হেনরিদের পাহাড়ের ওপাশে, পশ্চিম ঢালে।

স্ট্যান কিটসনের সোনার গল্পে ওরা বিশেষ কান দেয়নি। শোনা যায় পুরাকালে কলোরাডো থেকে স্প্যানিস লোক এদিকে এসেছিল। নিউ অরলিন্স থেকেও কিছু ফ্রেঞ্চ লোক এসেছিল, যখন কলোরাডো লুইজিয়ানার অন্তর্গত ছিল। স্ট্যান সোনা সম্পর্কে যে গল্প ওদের শুনিয়েছে, সেটা পশ্চিমের অনেক মানুষই শুনেছে। কিন্তু ওই সময়ে গুপ্তধন, বা সোনার খনির এমন কাহিনী ডজনে-ডজনে শোনা যেত। সোনার খনির এলাকায় এসব গল্প বিচিত্র কিছুই নয়। এখানে প্রত্যেকেরই লক্ষ-লক্ষ ডলার মূল্যের সোনার খনি আছে...সেটা মাঝেমাঝে কোটিতেও গিয়ে দাঁড়ায়...সেটা নির্ভর করে কার পেটে কয়টা ড্রিঙ্ক পড়েছে তার ওপর।

এক রাতে সে বলল, 'কে যে কোথায় তাদের লাখ-লাখ টাকা লুকিয়ে

রেখেছে সেটা খুঁজে পাওয়া এখন একটা বিরাট সমস্যা। কিন্তু অন্য একটা গুপ্তধনের কথা তোমাদের আজকে বলছি, যেটা খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

'আমার দাদা আর তার ভাই এই এলাকায় প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এসেছিল। ওই স্প্যানিয়ার্ড আর ফ্রেঞ্চদের ট্র্যাক তখনও দেখা যেত।

'লা প্লাটায় সোনা পাওয়া যাওয়ার খবর তখনও আর কেউ পায়নি। হীরা পাওয়ার খবরও কেউ জানত না। ওদের খবর জানানোর মত লোকও এখানে কেউ ছিল না।

'যাকগে, মোট কথা আমার বিশ্বাস যেখানে ওই সোনা আছে আমরা সেখান থেকে দশ মাইলের মধ্যেই রয়েছি।'

'দশ মাইল অনেক বড় এলাকা,' মন্তব্য করল টোনি।

'লা প্লাটা ধরে উজানে যাচ্ছিল ওরা। ইচ্ছা ছিল একটা পুরানো ইণ্ডিয়ান ট্রেইল ধরে এগোবে ওরা। আমার দাদা নদীর সাথে যেসব ঝর্নাগুলো মিশেছে সেগুলোর মনে মনে হিসেব রাখছিল। ছয়টা পার হওয়ার পর ওরা যা খুঁজছিল তা দেখতে পেল। একটা আবছা ট্রেইল, ওটা পাহাড়ের চূড়ার দিকে গেছে।

'ওই পথেই এগোল ওরা। মাইলখানেক যাওয়ার পর একটা বীভার পুকুর দেখতে পেয়ে ওখানেই থামল আমার দাদা। কারণ ওখান থেকেই ট্রেইলটা দ্রুত উপর দিকে উঠেছে। শিকারের আশায় নদী ধরে আরও মাইলখানেক গিয়ে দাদার ভাই চোখের আড়াল হতেই তার সঙ্গীরা চড়াইয়ের পথ ধরে উপর দিকে উঠতে শুরু করল।

'অত্যন্ত খাড়া ট্রেইল। দুই মাইল পথ চলেই বুঝল ওরা অন্তত তিন হাজার ফুট উপরে উঠেছে। চূড়া পার হয়ে উলটো দিক দিয়ে নিচে নামছিল সে। আশা করেছিল কোন পাহাড়ী ঝর্না পেয়ে যাবে। চূড়ায় ওঠার পর ওরা আর কোন ট্রেইল দেখতে পায়নি।

'এলাকাটা খুব ঠাণ্ডা, পথ চলাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিচে নামা মাত্র শুরু করেছে এই সময়ে গুলির শব্দ হলো। ওখানেই তার সঙ্গীদের ছেড়ে এসেছিল আমার দাদা। তারপরই আরও কয়েকটা গুলির শব্দ এল।

'বুঝতেই পারো এত উঁচুতে দ্রুত নড়াচড়া অসম্ভব। কিন্তু সে জানে, যদি কারও সাথে ফাইট হয়ে থাকে, সেটা এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। তবু আশা, ওরা হয়তো একটা হরিণ, বা আর কিছু শিকার করার জন্যে গুলি ছুঁড়েছে। তাই এগিয়ে গেল সে। একটা ক্রীকের মাথায় সে একটা চিহ্ন দেখতে পেল। একটা গাছের ডাল কেউ পাথরের ফাঁকে ঢুকিয়ে রেখেছে। ওর নিচেই একটু ডাইনে কতগুলো পাথরের নিচে লুকিয়ে রাখা সোনা দেখতে পেল সে। বেশ কয়েকটা গোল্ড বার, আর কয়েক বস্তা গুঁড়ো সোনা।

'আমার দাদার পক্ষে এত ওজন বহন করা সম্ভব ছিল না, নিজস্ব চিহ্ন রেখে ওগুলো পরে উদ্ধার করার আশায় সে ফিরে এল। কিন্তু হীরার ছোট প্যাকেটটা নিয়েই ফিরল। খুব সাবধানে এগোল সে। চূড়ার মাথায় উঠে আরও সাবধান হলো। দেখল তারই একজন সঙ্গী ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে—ওর পিঠে পাঁচটা তীর।

'বীভার পুকুরের কাছে এসে আরও একটা মৃতদেহ দেখতে পেল দাদা, কিন্তু তার চুল কেটে নেয়া হয়েছে—মাথার চামড়া সহ। চেহারাটাও এমন বিকৃত করা হয়েছে তাতে লোকটা যে কে ছিল, চেনার উপায় নেই।

'ইণ্ডিয়ানরা তখনও আশপাশে আছে কিনা জানার কোন উপায় তার ছিল না। তাই জঙ্গলে ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকাল সে। কান পেতে রইল।

'সারাটা দিন সে ওখানেই কাটাল। কয়েকবার সে ইণ্ডিয়ানদের দেখতে পেল, কিন্তু বেশ দূরে। শেষে ঘোড়ার পিঠে উঠে সে চলে আসে। সে তার জীবিত সঙ্গীদের দেখা পেল নদীর ধারে। আর দ্বিরুক্তি না করে ওরা দেশ

ছেড়ে চলে যায়।'

'তাহলে সোনা কি এখনও ওখানেই আছে?'

'তা আছে, যাহোক, সে যা পেয়েছিল তাতেই সে ফ্রেঞ্চ ক্যানাডায় একটা র‍্যাঞ্চ করেছিল।'

'তারমানে সোনা এখনও ওখানেই রয়ে গেছে?'

'সোনা, আর কিছু হীরাও আছে ওখানে। আমার দাদা বেশি আনতে পারেনি। তবে কোনদিন ফিরেও আসেনি। সে সিদ্ধান্ত নিল যেখানে যা আছে, তা সেখানে থাকাই ভাল। সে বিয়ে করল। তার ছেলেরা কেউ এই অ্যাডভেঞ্চারে আসতে চাইল না। আমার ধারণা তাদের বাবার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি, ওটাকে তারা গল্প হিসেবেই নিয়েছে। ওদের জীবন ছিল কিছুটা গদ্য ভিত্তিক—তাই তারা ওসব কথা বিশ্বাই করেনি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি।'

'ঠিক আছে, আমাদের খুঁজে দেখতে কোন বাধা নেই। তুমি বলছ জায়গাটা কাছেই?

'ওই যে চূড়াটা দেখা যাচ্ছে—ওর পিছনেই। ট্রেইলটা এখান থেকে তিন মাইলও হবে না।' আড়চোখে টোনির দিকে চাইল স্ট্যান। 'এখন হয়তো বুঝতে পারছ আমি তোমার সাথে এদিকে আসায় কেন এত আগ্রহী ছিলাম। এদিকে আমি আগেও এসেছি, কিন্তু আমার দাদা যখন এদিকে এসেছিল তখন এ'সব নদীর কোন নাম দেয়া হয়নি। আমি মিছেই অ্যানিমাস আর ফ্লরিডায় সময় নষ্ট করেছি। কিন্তু এখন বুঝেছি এই লা প্লাটাই সেই নদী।'

ঘোড়াগুলোকে পানি খাইয়ে কোরালে ছেড়ে ওরা ঘুমাতে গেল। কিছুক্ষণ জেগে থেকে ওই সোনার কথা ভাবল হেনরি। ওই সোনা পেলে ওরা আরও গরু কিনতে পারবে, আরও অনেক কিছু কিনে র‍্যাঞ্চের উন্নতি করতে পারবে। কিন্তু যা হাতের মুঠোয় নেই তা নিয়ে চিন্তা করা বৃথা।

অ্যাসপেন পাতার খসখস আওয়াজ ওর কানে আসছে। কোরালে ঘোড়াগুলোর মৃদু শব্দও সে পাচ্ছে। আগুনটা প্রায় নিভে এসেছে।

হঠাৎ তার সেই নেকড়েটার কথা মনে পড়ল। ওটার কি হলো?

দশ

ক্যাম্প-ফায়ারের ধারে বসে রাতের বেলা মানুষ অনেক অলস কথাবার্তাই বলে, কিন্তু দিনের আলো ফুটলে ওসব কথার কোন দাম কেউ দেয় না।

রাতে আগুনের ধারে বসে গুপ্তধন, সোনা, আর ভূত-প্রেতের অনেক গল্পই হয়। কিন্তু দিনের বেলা কাজের সময়—রাতের কথা নিয়ে ভাবার সুযোগ কারও থাকে না। ক্রেইগ স্লোন দক্ষিণে কোথাও একটা গরুর পাল নিয়ে রওনা হয়েছে। স্ট্যান কিটসনের ওর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার সময় এসেছে।

পালাকোতে গিয়ে সামনের হপ্তা দু'য়েক কাজের জন্য খাবার নিয়ে আসাও প্রয়োজন। কাজের ভারটা হেনরির ওপরই পড়ল। তবু কয়েকদিনে হেনরি এখন অনেক ভাল বোধ করছে। প্রায় আগের শক্তি ফিরে পেয়েছে সে। তবু ওদের এলাকা বেশিক্ষণ নির্জন ফেলে যেতে চায় না। ওখানে যে তাদের এমন কিছু আছে তা নয়। টোনি তাকে বলল, 'হেনরি, আমরা দু'একদিন বাইরে কাটিয়ে দেখতে চাই ওরা কি করে। আমাদের এমন কিছু নেই যেটা ওরা পুড়িয়ে নষ্ট করতে পারবে।'

তবে ওই সোনার চিন্তা ওদের মাথা থেকে পুরোপুরি যায়নি। একদিন ঠিকই ওদিকে গিয়ে সেটা ওরা খুঁজবে। কিন্তু বর্তমানে কেবল নিশ্চিত যা আছে, তার ওপরই ওরা আস্থা রেখেছে।

শালাকো বিকেলের রোদে স্থির, নীরব। পায়ে সহ্য হবে না বলে এখনও সে বুট পরেনি। আগের মোকাসিনটাই পরেছে। তার পায়ের কোনাগুলো ঠিকমত শুকায়নি। এখনও নরম আছে। কিন্তু নতুন পোশাকে তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে। সাধারণ কাউহ্যাণ্ডের মত না।

শহরে গিয়ে প্রথমেই সে যা দেখল, সেটা হচ্ছে ম্যাগি তার বাকবোর্ড জেনারেল স্টোরের সামনে থামাচ্ছে।

একা গাড়ি থেকে ওকে নামাল। সুন্দরভাবে হাসল মেয়েটা। একটু ঠাণ্ডা হাসি। কিন্তু হেনরির হাত ধরে সত্যিকার লেডির মতই সে নামল।

'আশ্চর্য!' বলল মার্গারেট, 'তোমাকে এখন যে আর চেনাই যায় না!'

ওই কথায় একটু রাঙা হয়ে হেনরি বলল, 'আমি নতুন জামা-কাপড় কিনেছি।' পরে আবার যোগ করল, 'আমরা র‍্যাঞ্চ করতে যাচ্ছি—টোনি, স্ট্যান কিটসন আর আমি।'

'চমৎকার কথা,' বলল সে, 'কিন্তু কার্লি তুমি যা ভয় পাও, তাতে এখন সময় থাকতে তোমার এখান থেকে সরে পড়াই ভাল, কারণ আমার সাথে ওর এখানে দেখা করার কথা আছে।'

বুঝতে পারছে ঝামেলা এড়াতে হেনরির সরে পড়াই উচিত। কিন্তু কথাটা ওভাবে বলায় ওর আঁতে ঘা লাগল।

'আমি জীবনে কখনও কোন মানুষকে ভয় করে চলিনি, ম্যাম,' বলে সে ঘুরে স্টোরে ঢুকল।

স্টোরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সাথে সে চারশো .৪৪ গুলিও দিতে বলল।

অবাক হয়ে মুখ তুলে চাইল দোকানি। 'তুমি কি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছ?'

'না, স্যার। আমি যুদ্ধ চাই না। কিন্তু কেউ যদি তা চায়, তাকে নিরাশও করতে চাই না,' বলল হেনরি। 'তাছাড়া আমাদের শিকার করে মাংস জোগাড় করতে হয়।'

এবার জিনিসগুলো ক্যাশ টাকা দিয়েই কিনল হেনরি। তার সব টাকা খোয়া গেলেও টোনির সাথে বেশ কিছু টাকা ছিল। ওরা সব সময়েই একে অন্যের সাথে যার যা আছে তা শেয়ার করেছে।

'স্যাণ্ডার্সরা প্রায় রোজই আসে। ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলছিল।'

'শুধু মুখের কথায় কারও গায়ে কখনও ফোস্কা পড়েনি,' বলল হেনরি, 'কথার চেয়ে বেশি কিছু ওদের করতে হবে।'

'সেইজন্যেই আমি শহরে এসেছি,' পিছন থেকে বলে উঠল কার্লি। 'পিটিয়ে তোমাকে আমি থাঁতলা করে দেব।'

'তোমার সেই মুরোদ আছে বলে আমার মনে হয় না,' জবাব দিল স্লোন। সে ঘুরতে যাচ্ছে, এই সময়ে ঘুসি ছুঁড়ল কার্লি। ঠিক মত লাগাতে পারেনি বলে হেনরিকে সে মোটেও টলাতে পারেনি। কোমর থেকে গানবেল্টটা খুলে সিম্পসনের হাতে তুলে দিল স্লোন। লোকটা এইমাত্র স্টোরে ঢুকেছে।

ওকে রাগে অন্ধ না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ফাইট করার জন্যে তৈরি হতে দেখে অবাক হয়েছে কার্লি। তাই দ্বিতীয় ঘুসিটা একটু দ্বিধার সাথে ধীরে এল। ওটার জন্যে প্রস্তুত ছিল হেনরি। মাথা নিচু করে ওটা এড়িয়ে ওর পেটে কাঁধের ধাক্কা দিয়ে ওকে স্টোর থেকে বাইরে বের করে আনল সে। ভিতরে মারপিট করে কারও স্টোর লণ্ডভণ্ড করতে চায় না ও।

বারান্দার মাথায় এসে থামল সে। কার্লি একটু টলছে। ওকে আঘাত

করল হেনরি।

স্লোনরা সারা জীবন কঠিন পরিশ্রম করে কুড়াল, কোদাল আর লাঙ্গল চালিয়ে বড় হয়েছে। হেনরির মুঠি যেমন বড়, পেশীও তেমনি কঠিন। তাই ওই প্রচণ্ড আঘাতে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে পড়ল কার্লি।

ফুটপাত ছেড়ে ওর দিকে এগোল স্লোন। উঠে দাঁড়াল কার্লি। সেও বিশালাকার মানুষ—হয়তো হেনরির থেকে ওর ওজন বিশ পাউণ্ড বেশিই হবে। হেনরির দিকে এগোল সে। এবার কিছুটা সাবধানে, কারণ যে প্রচণ্ড ঘুসি ওর ওপর পড়েছে তাতে সে বুঝে নিয়েছে—প্রতিপক্ষ সহজ লোক নয়। কিন্তু সে কোন দুশ্চিন্তায় নেই। অনেক ফাইটেই সে জিতেছে, এটাও না জেতার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছে না সে।

পাহাড়ে হেনরি আর টোনি অনেক ফাইট করেছে, কঠিন কঠিন লোকের বিরুদ্ধে লড়েছে। মাঝে মধ্যে যে মার খায়নি তা নয়। কিন্তু কিভাবে লড়তে হয় এটা ওদের কাউকে শেখাতে হবে না।

ঘুসি ছুড়ল কার্লি, কিন্তু ঝট করে সরে ওটা এড়িয়ে বিরাশি শিক্কা ওজনের একটা ঘুসি মারল সে কার্লির পেটে। ঠিক সোলার প্লেক্সাসের ওপর। ওর মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেল—ওকে অসুস্থ দেখাচ্ছে। আবার আঘাত করল স্লোন। ঠোঁট থেতলে গেল ওর। আবার ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল সে।

উপস্থিত জনতা ওকে আবার উঠে দাঁড়াবার জন্যে উৎসাহিত করছে। ওদের চিৎকারেই আবার উঠে দাঁড়াল সে। নইলে সম্ভবত ওখানেই ঘটনার ইতি ঘটত। মার্গারেটও রয়েছে ওখানে। কিন্তু তাকে ভীত বা অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে না।

পরে সে জেনেছে লিউট আর জেকবও ওখানে ছিল। দেখছিল কি ঘটে। কার্লির বন্ধুরা ওখানে আছে, সন্দেহ নেই ওদের কাছে সে অনেক বড়াই

করেছে। তাই এটা তার জন্যে আত্মসম্মানের প্রশ্ন। তাছাড়া ম্যাগিও ওখানে উপস্থিত। ওর প্রথম ঘুসিটা মিস হলো কিন্তু দ্বিতীয়টা হেনরিকে টলাল। দু'হাতে ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে এল সে। সেগুলো সহ্য করে টান দিয়ে হিপ-থ্রো করে ওকে আছড়ে মাটিতে ফেলল স্লোন। পিছিয়ে দাঁড়িয়ে ওকে ওঠার সুযোগ দিল সে।

হেনরি বুঝতে পারছে বনে-জঙ্গলে এতদিন আধ-পেটা খেয়ে কাটানোর পর তার ক্ষমতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। আবার আক্রমণ করল কার্লি। দু'হাতে ঘুসি ছুঁড়ছে। একটা মিস হলো, কিন্তু দ্বিতীয়টা ওর চিবুকে লাগল। ব্যথা পেল হেনরি। খেপে গেল সে। মাথা নিচু করে সমানে দু'হাতে মেরে চলেছে। কিছু লাগল কিছু লাগল না—কিন্তু যখন লাগল মারের ওজনে পিছাতে বাধ্য হলো কার্লি।

হেনরির পায়ের অবস্থা সম্পর্কে সে জানে—বুটের গোড়ালি দিয়ে সে পায়ের আঙুলের ওপর মারল। অসহ্য যন্ত্রণা হলো, কিন্তু তবু দাঁড়িয়েই রইল।

ওরা দুজনে অন্ধের মতই ঘুসাঘুসি করছে। কোনটা লাগল, কিছু লাগল না। পায়ের আঙুলে চোট পেয়েছে দেখে উৎসাহের সাথে আবার এগিয়ে এল কার্লি। কিন্তু আবার ওর মোকাসিন পরা পায়ের ওপর গোড়ালি চালানোর আগেই স্লোনের বাম পায়ের লাথিতে ওর পা দুটো শূন্যে উঠে গেল। চিৎপাত হয়ে পড়ল সে। কিন্তু আবার উঠে দাঁড়াল। হেনরিও ক্লান্ত। কিন্তু ওর কাছে কোন আপোস নেই। মারপিটে হয় সে মাটিতে পড়বে, নয়ত অন্যজন পড়বে। মাঝপথে এর সমাধানের কোনও উপায় নেই। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তাকে যে পিটুনি দিল স্লোন, তা সে কোনদিন ভুলবে না। পড়ে গেল কার্লি। কে যেন ওকে পিছন থেকে জাপটে ধরল। কঠিন স্বরে সিম্পসন বলল, 'ওকে ছাড়ো, নইলে মরো, জেকব!'

হাত-পা ছড়িয়ে ঘোড়াকে পানি খাওয়াবার চৌবাচ্চার কাছে গিয়ে পড়েছে কার্লি। কিন্তু আবার উঠে দাঁড়াল সে। ওর মুখটা রক্তাক্ত। পরিশ্রান্ত হলেও, ওর দিকে এগিয়ে গেল হেনরি। কোমরের কাছ থেকেই ঘুসি ছুঁড়ল—প্রথমটা ওর নাক ভেঙে দিল, দ্বিতীয়টায় ওর কান চিরে গেল। আবার পড়ে গেল সে।

টলতে টলতে এগিয়ে পানির চৌবাচ্চার কাছে গিয়ে নিজের মুখে আর বুকে পানির ছিটা দিল হেনরি। একটু সুস্থির হয়ে যখন ফিরে তাকাল, দেখল জনতার কেউ তার অনুকূলে নয়। সে চিৎকার করে ওদের উদ্দেশে বলল, 'এটা আমি চাইনি, সে যেচে এটা নিজের ওপর ডেকে এনেছে। এবার ওকে বাড়ি নিয়ে যাও।'

শক্ত একজন বয়স্ক লোক বে ঘোড়ার পিঠ থেকে বলল, 'বাছা, আমি বুল স্যাণ্ডার্স। যাকে তুমি পিটিয়েছ সে আমার ছেলে। তুমি যত জলদি সম্ভব এই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাও, নইলে আমি নিজের হাতে তোমাকে খুন করব।'

'মিস্টার স্যাণ্ডার্স,' বলল সে, 'তাহলে তোমার তাই করতে হবে, কারণ আমি থাকছি—কোথাও যাব না।'

চওড়া কাঁধের শক্তিশালী লোকটা হেনরির দিকে তাকাল। ওদের চোখ পরস্পরকে স্থির চোখে কিছুক্ষণ দেখল। ফাইট করার পর এখন হেনরির খুব কাহিল অবস্থা। আর কোন বাড়তি ঝামেলা সে এই মুহূর্তে আর চায় না। মারপিট করে ওর মুঠি দুটো ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে। সাথে পিস্তল থাকলেও সেটা ওই মুহূর্তে সে ব্যবহার করতে পারত কি না সন্দেহ।

ওই সময়ে রেড সেলুন থেকে বেরিয়ে একটা পোস্টের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'মিস্টার স্যাণ্ডার্স, তুমি যা বলছ, আমার বিশ্বাস তা তোমার আরও একটু ভাবনা-চিন্তা করে বলা উচিত। আমি একটা দলের

সাথে ছিলাম যারা স্লোনদের সাথে টক্কর দিতে গেছিল—কিন্তু ফল মোটেও ভাল হয়নি। একমাত্র আমিই বেঁচে আছি, তাও বিল স্লোনের দয়ায়। চাইলে আমাকেও সে সহজেই মারতে পারত।'

ওর কথায় কান দিল না বুল স্যাণ্ডার্স। সে কেবল ফিরে তাকিয়ে বলল, 'সময় থাকতে তোমার সরে পড়াই ভাল।' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সে রওনা হলো। অন্যেরাও তাকে অনুসরণ করল। দৃষ্টির আড়ালে যাওয়ার আগে লিউট কাহিম আর জেকব পিটার পিছন ফিরে চেয়ে হাসল। কিন্তু সেটা দেঁতো হাসি—মোটেও মধুর নয়।

স্টোরের মালিক বাইরে বেরিয়ে বলল, 'আরও একশো রাউণ্ড গুলি নিয়ে যাও, মনে হচ্ছে যুদ্ধ ঠিকই বাধবে।'

সেলুনে ঢুকে একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল স্লোন। অবসন্ন সে। মারপিট করে তার সমস্ত শক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে। তার ফিটনেস আগের তুলনায় সিকি ভাগও নেই।

সিম্পসন ওর জন্যে একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে এল। ওটা খেয়ে কিছুটা ধাতস্থ বোধ করছে ও। এরপর ওর জখমগুলোর পরিচর্যা করল সে। হেনরি বুঝতে পারছে সে আগে যা ছিল তার সিকি অংশ দমও এখন তার নেই।

যাক, সে জিতেছে। মার্গারেটের সামনেও সে প্রমাণ করেছে সে কি ধাতুতে তৈরি। আজকের ফাইটের পরে সম্ভবত সে একটু সম্ভ্রমের সাথেই ওর সাথে কথাবার্তা বলবে। কিন্তু মেয়েদের মন, কে জানে?

যখন লা প্লাটায় নেমে নদী ধরে পশ্চিম দিকে এগোল, এখনও সে সতর্ক নজর রেখেছে, দেখছে কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা। নদী ধরেই এগোল সে। কিন্তু ক্যাম্পের কাছে এসেও কাউকে দেখতে পেল না।

যখন দেখতে পেল, দেখল টোনি কনুইয়ের ভাঁজে রাইফেল রেখে ওর দিকেই চেয়ে আছে। সে বলল, 'মনে হচ্ছে ওটা একটা চমৎকার শহর,

সবাইকেই আদরের সাথে আমন্ত্রণ জানায়।'

'পরের বার তুমি নিজেই গিয়ে দেখো,' মনের ঝাল ঝাড়াল হেনরি। 'এবারকার মত আমার ধৈর্য ভেঙেছে।'

'লোকটা কে?'

'কার্লি···আজ সেলুনের মালিক সিম্পসন যদি জেকবকে বাধা না দিত, তবে আজ তুমি আমার লাশই দেখতে।'

'ওকে ভাল মত পিটিয়েছ?'

'জানি না। আমার তো এমন বোধ হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন আমিই পিটুনি খেয়েছি। তবে ফাইটের শেষে সে মাটিতেই পড়ে ছিল। মনে হয় কিছুটা চোট আমি ওকে দিতে পেরেছি।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে গিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল হেনরি। ওর ঘোড়াকে কোরালে ছাড়তে নিয়ে গেল টোনি। আগুনের ধারে মাথা ঝুলিয়ে বসে থাকল সে। মনে হচ্ছে মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে, মুখের ভিতরটাও কয়েক জায়গায় কেটেছে—মুখও কিছুটা ফুলেছে।

'আমি ভাবিনি ওর ভিতর সেই তেজ আছে,' মন্তব্য করল টোনি।

'তা নেই। ওর বোকা সঙ্গীরাই চিৎকার করে উস্কানি দিয়ে ওকে উৎসাহ দিচ্ছিল। আমার ধারণা হচ্ছিল আগেই থামতে চেয়েছিল সে, কিন্তু লোকে কি বলবে সেকথা ভেবেই ভয়ে থামতে পারেনি। আমার ভয় হচ্ছিল ওকে থামাতে পারার আগেই হয়তো আমাকে পড়তে হবে—শক্তি একেবারে ফুরিয়ে এসেছিল আমার।'

সুপ তৈরি করছে টোনি।

হঠাৎ বনের ধারে কি যেন দেখতে পেল হেনরি। একটা নড়াচড়া, মনে হলো সেই নেকড়েটার মত দেখাল। সে হেনরি যেই পথ ধরে এসেছে। পিছনে ঘুরে সেই দিকেই দেখছে। হেনরিও মাথা ফিরিয়ে তাকাল।

একজন আরোহী খোলা উপত্যকা ধরে এগিয়ে আসছে। ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে সোজা হেনরির দিকেই আসছে। ওর হাতে রয়েছে একটা রাইফেল।

এগারো

বুড়ো লোকটা কাছে আসার আগেই হেনরি বুঝতে পারল সে ইণ্ডিয়ান। ঘোড়ার পিঠে বসার বিশেষ ভঙ্গি থেকেই সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। ধীরে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে এনে ওদের মুখোমুখি এসে থামল সে। ঘোড়ার পিঠে বসেই চিন্তাযুক্ত ভাবে ওদের খুঁটিয়ে দেখছে।

লোকটা যে এককালে বিরাট শক্তিশালী পুরুষ ছিল, সেটা ওর কাঠামো দেখলেই বোঝা যায়। বুড়ো পেশীগুলো বয়সকালে ওর চামড়া টানটান রাখত। চোখ দেখে বোঝা যায় লোকটা গর্বিত পুরুষ।

'আমরা কিছু সুপ তৈরি করছি,' বলল হেনরি। 'তুমি আমাদের আগুনের ধারে বসবে?'

পুরো এক মিনিট নীরবে তাকিয়ে থাকার পর সে বলল, 'তোমরা স্লোন?'

'আমরা দুজনেই তাই,' জবাব দিল হেনরি। 'আমরা দুই ভাই।'

রাইফেলটা সরিয়ে রেখে নিচে নামল সে। হয়তো একটু আড়ষ্ট, কিন্তু বিব্রত হওয়ার মত কিছু নয়। ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে আগুনের ধারে

এগিয়ে এল। 'আমি হেনরি স্লোন,' বলে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'আর আমার ভাইয়ের নাম টোনি।'

'হাওডি,' বলল টোনি।

লোকটার চোখে কিছুই এড়াচ্ছে না। হেনরির পায়ের মোকাসিন থেকে মুখ পর্যন্ত সবই দেখল। যখন আবার হেনরির দিকে ফিরল তখন সে লক্ষ করল লোকটার মুখের বাম পাশে একটা ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। মনে হলো ওটা গান-পাউডারে পোড়া দাগ।

খাওয়া শেষ হলে, টোনি তামাকের থলেটা বের করল। ওদের কারও তামাক ফোঁকার অভ্যেস নেই, কিন্তু বেশিরভাগ ইন্ডিয়ানই ওতে আসক্ত। তাই ট্রেইড করার জন্যে তামাক খুব কাজে আসে। কতক্ষণ নীরবে তামাক টানার পর মুখ তুলে সে বলল, 'আমি পাউডার ফেইস। আমি হিকারিয়া।'

কয়েক মিনিট নীরব থাকার পর সে আবার সোজা হেনরির দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি যোদ্ধা। আমিও যোদ্ধা। আমরা একসাথে কথা বলতে পারি।'

'পাউডার ফেইসের নাম আমি শুনেছি,' বলল হেনরি; 'তার সাথে কথা বলা সম্মানের কাজ।'

আবার পাইপে কয়েকটা টান দেয়ার পর সে বলল, 'তুমি আমার জাতের লোকজনের হাত থেকে পালিয়েছিলে। দৌড়ে তুমি ভাল।'

'আমি ভাল ফাইটারও বটে,' বলল সে, 'কিন্তু তোমার লোকজনের কাছ থেকে আমাকে খালি হাতেই পালাতে হয়েছিল।'

'তুমি ইন্ডিয়ানদের মত,' বলল সে, 'হিকারিয়ার মত।'

তাতে হেনরির কোন আপত্তি নেই, চেরোকী ইন্ডিয়ানদের সাথে বড় হয়েছে—সে জানে ইন্ডিয়ানদের রীতিনীতি ভিন্ন হলেও ওদের মধ্যেও অনেক সম্মানীয় লোক আছে।

'আমি তোমার কাছে এসেছি কারণ তোমার চিন্তাধারা ইন্ডিয়ান। তুমি

ইন্ডিয়ানদের মত ফাইট করো। হয়তো ইন্ডিয়ানের সাথে তুমি কথা বলবে।'

'কথা বলব,' জবাব দিল হেনরি, 'এবং শুনব।'

'আমাকে লোকে দলত্যাগী বিদ্রোহী বলে,' জানাল সে। 'আমার দলের লোক সংখ্যা কম। কিছু হিকারিয়া আর কিছু তাবেগুশে ইউটে। আমরা লড়ি, আত্মসমর্পণ করি না। এখন মাত্র কয়েকজন আছি। আমরা পাহাড়ে লুকিয়ে থাকি।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে আবার বলল, 'আমরা এখন সংখ্যায় খুবই কম। আমাদের উত্তরে আর দক্ষিণে অনেক ইন্ডিয়ান রয়েছে, কিন্তু এখন আর আমরা লড়তে চাই না। পাহাড়ের উপর থেকে আমরা সাদা লোকদের আসতে দেখেছি। অনেক দিন আগে একবার পুবে বহুদূর গিয়ে আমি সাদা লোকদের শহর দেখে এসেছি। উত্তরে গিয়ে ধোঁয়া তুলে ওয়্যাগন যেতে দেখেছি-(আসলে ট্রেইন চলতে দেখেছে)। সাদা লোকের কাছে কড়া ওষুধ আছে।

'আমরা এখন মোট বিশজন। ছয়জন যোদ্ধা, সাতজন মেয়ে, আর সাতজন বাচ্চা। শীত আসছে। শিকার করার মত পশুগুলো পাহাড় থেকে নেমে যাবে—আমাদের না খেয়ে মরতে হবে।

'আমরা হিকারিয়াদের সাথেও যেতে চাই না, ইউটেদের সাথেও না। কারণ আবার যুদ্ধ হতে পারে—আমরা আর লড়তে চাই না।' হঠাৎ মুখ তুলে চাইল পাউডার ফেইস্। গর্বের ছাপ ওর চেহারায়। 'আমরা ভাল যোদ্ধা ছিলাম। জীবন বাঁচাতে আমরা লড়ব, কিন্তু আমাদের বাচ্চাদের শীতের মধ্যে না খেয়ে মরতে দেব না।

'তুমি সাদা মানুষ। তুমি একজন যোদ্ধা। অনেক কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা তোমার আছে। ইন্ডিয়ান জীবনধারা সম্পর্কেও তুমি জানো। আমি তোমার বড় ভাইয়ের মত। তুমি আমাদের বলো এখন আমরা কি করব।'

লোকটা বয়সে হেনরির থেকে অনেক বড়। সন্দেহ নেই লোকটা তার চেয়ে জ্ঞানী। উপদেশ নেয়ার জন্যে লোকটা তার কাছে এসেছে, কারণ একটা ব্যাপারে সে কম জানে...সাদা মানুষ সম্পর্কে। খারাপ আর ভাল দু'পক্ষেই আছে।

টোনির সাথে কথা বলার প্রয়োজন নেই, কারণ ওদের দুজনের চিন্তাধারা একই রকম। স্ট্যান কিটসন কি ভাববে তা হেনরি জানে না, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে।

'আমরা এখানে র‍্যাঞ্চ করতে যাচ্ছি।' হাত নেড়ে চারপাশের এলাকা দেখাল হেনরি। 'এখানে গরু আর ঘোড়া পালব আমরা। আমাদের সাহায্য দরকার হবে। তোমাদের যুবকরা ভাল ঘোড়া চালাতে পারে?'

'আমাদের বুড়োরাও তা পারে,' গর্বের সাথে সে জবাব দিল।

'তাহলে এক কাজ করো, তোমার লোকজন নিয়ে এসে ওইখানে তোমরা ক্যাম্প করে থাকো।' পাহাড়ের কোলে একটা এলাকা দেখাল সে। 'তোমাদের লোকজন ওখানেই বাস করবে, আর তোমাদের যুবকরা কাজে আমাদের সাহায্য করতে পারবে।

'কিন্তু এখানে আরও একটা কথা আছে: তোমাদের লোকজনকে প্রথমদিকে এই র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি থাকতে হবে অথবা পাহাড়ে লুকিয়ে থাকতে হবে। এখানে এমন কিছু লোক আছে যারা তোমাদের উপস্থিতি পছন্দ করবে না। কিছুদিন যাওয়ার পর ওরা এটা মেনে নেবে।'

রাতে ওদের কাছেই একটা ক্যাম্প করে কাটাল পাউডার ফেস। সকালে আর ওকে দেখা গেল না। হেনরির দিকে তাকিয়ে সশব্দে হাসল টোনি। 'ঝামেলা বাড়াতে তোমার জুড়ি নেই। এমন আর কখনও দেখিনি।'

'তুমি হলে কি করতে?'

দাঁত বের করে হাসল টোনি। 'একই জিনিস। কিন্তু ওদের যুবকরা

ঘোড়া চালাতে পারে কিনা সেই প্রশ্ন তুলতাম না। ওটা মাছকে সাঁতার কাটতে পারে কিনা জিজ্ঞেস করার মতই অবান্তর।'

'আচ্ছা, স্ট্যান এটা অপছন্দ করবে না তো?'

'ওকে আমি যতটুকু চিনেছি, তাতে আমার বিশ্বাস এটা সে পছন্দই করবে।'

ক্যাটল এসে পৌঁছানোর আগে অনেক কাজ ওদের করতে হবে। কাঠ সংগ্রহের কাজটাই প্রথমে ধরল। ওটা শেষ করে একটা কেবিন তৈরি করার কাজ হাতে নিল। কাজের ফাঁকে মাংসের চাহিদা মেটাবার জন্যে হেনরি বা টোনি দূরে গিয়ে একটা হরিণ বা এল্ক শিকার করে এনেছে।

সর্বক্ষণ স্যাণ্ডার্স র‍্যাঞ্চের কেউ আসছে কিনা সেদিকে সতর্ক নজর রাখল, কিন্তু কেউ এল না।

টোনি কিছু খাবার আনতে শালাকো গেছিল—সে খবর নিয়ে এল স্যাণ্ডার্সরা একজন খুনীকে খবর দিয়ে আনাচ্ছে। একুশ-বাইশ বছরের একটা লোক। রাইফেলে ওর হাত খুব ভাল। রেডই খবরটা স্লোনদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে সিম্পসনকে জানিয়ে গেছে। লোকটার নাম বার্ট ফার্গো। একজন গুপ্তঘাতক। এইসব লোক টাকার বিনিময়ে মানুষ হত্যা করে। এরা দিনের পর দিন পাহাড়ে বা জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে একটা ভাল সুযোগের অপেক্ষায় শিকারের ওপর নজর রাখে। সাধারণত ওই একটা সুযোগই ওদের জন্যে যথেষ্ট।

এসব ভাড়াটে খুনী যখন কারও পিছনে লাগে তখন নিরাপদ উপায় বলে কিছুই থাকে না। হেনরি আর টোনি আগেও সতর্ক ছিল এখন আরও সাবধানী হলো। এখন ওরা ক্যাম্পের একশো গজ, তিনশো গজ, আর সিকি মাইল দূর দিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে কোন ট্র্যাক আছে কিনা খুঁজে দেখতে শুরু করেছে।

হঠাৎ নেকড়েটাকে দেখতে পেল হেনরি।

একটা হরিণ মেরে ওটার মাংস কেটে নিয়ে ক্যাম্পে ফেরার জোগাড় করছিল সে। নেকড়েটাকে দেখে এক টুকরো তাজা মাংস কেটে ওর দিকে ছুঁড়ে দিল। ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হলো সে, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরে ফিরে তাকিয়ে দেখল মাংসটা নেই।

নেকড়েটা সঙ্গীদের ছেড়ে কেন ওর পিছু নিয়েছে? তার গায়ে কি মৃত্যুর গন্ধ আছে? বুঝতে পারছে না হেনরি।

ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে জিনের উপর ঘুরে পিছনে তাকিয়ে আবার নেকড়েটাকে এক ঝলক দেখতে পেল। ঝোপের ভিতর ঢুকে গেল ওটা। চামড়ার ভিতর থেকে আবার এক টুকরো মাংস বের করে ছুঁড়ে দিল। কেন যে এটা করল তা সে নিজেও জানে না। হয়তো নিজের মাংসের চেয়ে ওকে হরিণের মাংস খাওয়ানো ভাল মনে করেই।

টোনি ক্যাম্পটাকে একশো গজ দূরে ঝোপের মধ্যে সরিয়ে নিয়ে গেছে। হেনরি যখন পৌঁছল তখন সে টক আটার রুটি বানাচ্ছে। আগুনের পাশে একটা হাঁড়িতে বীন গরম হচ্ছে। 'আমার এটা মোটেও পছন্দ হচ্ছে না, হেনরি,' বলল সে। 'আমাদের লোকজনের এতদিনে ফিরে আসার কথা।'

'কাল সকালেই আমি পাহাড় পেরিয়ে ট্রেইল ধরে কিছুটা এগিয়ে দেখে আসব।'

'সাবধানে এগিও তুমি। একটা ঝামেলা পাকিয়ে উঠছে বলেই আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই রওনা হয়ে গেল হেনরি। মাসট্যাঙের পিঠে চড়ে পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছে। ডান্স এণ্ড পার্ক পিস্তলটা খাপের মধ্যেই রয়েছে। উইনচেস্টারটা ওর হাতে।

বনের ভিতর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে পথ চলে ধীরে পাহাড়ের আরও

উঁচুতে উঠতে শুরু করল সে। এই সময়ে একটু নিচে সামনের দিকে নেকড়েটাকে দেখতে পেল। এখন ওটাই তার আগে-আগে চলছে।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। একটা পা তুলল, তারপর লাফিয়ে ঝোপের ভিতর অদৃশ্য হলো।

পাদানি থেকে লাথি দিয়ে পা ছুটিয়ে নিয়ে ঝাঁপিয়ে মাটিতে পড়ল হেনরি–যেন গুলি খেয়েছে। ঘোড়ার পিঠে থাকলে খেতও তাই। পর মুহূর্তে গুলির আওয়াজ ওর কানে এল। ঝোপের আড়ালে গিয়ে উঠে ছোট্ট একটা দৌড় দিয়ে পাহাড় থেকে বেরিয়ে থাকা একটা পাথরের ওপর এসে নিচে উঁকি দিল। দেখল একটা লোক পায়ে হেঁটে তার ঘোড়ার দিকে এগোচ্ছে। ঘোড়াটাকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। রাইফেল তুলে ঘোড়ার লাগাম যেখানে বাঁধা থাকার কথা, গাছের সেই জায়গা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল স্লোন। গুলির আঘাতে, কিংবা গাছের বাকলের টুকরো ছিটকে এসে চোখে-মুখে লাগায় চমকে লাফিয়ে উঠে ঘোড়াটাই লাগাম ছিঁড়ে ফেলল–যা'ই হোক, ঘোড়াটা মুক্তি পেয়ে ছুটে পালাল। লোকটা কি ঘটেছে দেখার জন্যে ছুটে বেরিয়ে এল। ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল হেনরি। কিন্তু লোকটা ততক্ষণে ঝোপের আড়ালে ঝাঁপ দিয়ে সরে গেছে।

দৌড়ের ওপরই লাফিয়ে জিনের ওপর উঠে বসল হেনরি। পাহাড়ী মাসট্যাঙটা ঢাল বেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে নিচের ঝোপগুলোর দিকে ছুটল। একটা গুলি ওর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। জবাবে স্লোন রাইফেল কোমরের ওপর রেখেই দুটো গুলি ঝোপের ভিতর পাঠিয়ে দিল। সোজা ঝোপগুলো ভেদ করেই খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল মাসট্যাঙ।

লোকটা খোলা জায়গা দিয়ে ঢাল বেয়ে নিচে নামছিল। শব্দ পেয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে রাইফেল তুলল। আবার গুলি করল হেনরি। এক পাক ঘুরে পড়ে গেল লোকটা।

হেনরি ওখানে পৌঁছে দেখল পেটের পাশে ক্ষতটা চেপে বসে কুৎসিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। 'নরককাণ্ড ঘটিয়েছ তুমি,' বলল সে। 'এর জন্যে ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।'

'তুমিও তো আমাকে মারতেই চেয়েছিলে?' জবাব দিল স্লোন। 'তুমি কি বার্ট ফার্গো?'

'আমি? না, তোমার কপাল ভাল। সে এখনও পৌঁছায়নি। আমি বার্ট হলে তোমাকে আজ জ্যান্ত ফিরতে হত না। আমি বেন স্যাণ্ডার্স—কার্লির কাজিন।'

গুলি খেয়ে স্যাণ্ডার্সের হাত থেকে রাইফেলটা পড়ে গেলেও পিস্তলটা এখনও কোমরে ঝুলছে। 'দু'আঙুলে ওটা বের করে ছুঁড়ে ফেলে দাও,' কঠিন স্বরে আদেশ করল হেনরি। 'সাবধান, চালাকি করতে গেলে তোমাকে এখানেই মেরে শকুনদের জন্যে ফেলে রেখে যাব।'

বিনা দ্বিধায় আদেশ পালন করল বেন। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পিস্তল আর রাইফেল কুড়িয়ে নিল স্লোন।

'এবার উঠে হেঁটে যাত্রা আরম্ভ করো। ওখানে পৌঁছানোর আগে এদিকে আর কোথাও থেমো না।'

'কিন্তু সেটা তো প্রায় আট মাইল দূরে,' প্রতিবাদ জানাল বেন।

'হ্যাঁ, তা হবে,' স্বীকার করল স্লোন। 'কিন্তু দেখো, চলার পথে জ্ঞান হারিও না, তাহলে কেউ তোমাকে খুঁজে পাওয়ার আগেই মারা পড়তে পারো।'

'তোমার মধ্যে দয়ামায়া মোটেও নেই।'

'সেটাও সত্যি, কিন্তু ওই ঢালের ওপর আমাকে গুলি করে মেরে কেমন ধরনের দয়া তুমি দেখাতে চেয়েছিলে? হয়তো ভেবেছিলে আমাকে খুন করে ফিরে গিয়ে তুমি বড়াই করে গল্প করবে বার্টকে তুমি কিভাবে হারিয়ে

দিয়েছ।'

'বার্ট? তোমার মাথায় দোষ আছে! পৃথিবীর সব সোনা দিলেও আমি বার্টের বিরুদ্ধে লাগতে যাব না। সে তোমার চেয়েও নীচ, আর তোমার থেকে অনেক ভাল গুলি ছোঁড়ে।'

'হতে পারে।'

বেনকে হেঁটে রওনা করিয়ে দিয়ে আবার পাহাড়ের উপর উঠে নিজের ট্রেইল ধরল হেনরি।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, এই সময়ে ফস্টার র‍্যাঞ্চে বাতি দেখতে পেল সে। ঘটনাটা মোটেও ইচ্ছাকৃত নয়। ওখানে যাবে, নাকি বাইরেই রাত কাটাবে এই নিয়ে ভেবে কয়েক মিনিট সময় কাটাল। কার্লি ওখানে থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। বাড়িতে রান্না করা খাবার এখন দারুণ লাগবে।

কিন্তু ওখানে রাত কাটাবার আগে ওকে জানতে হবে কার্লি ওখানে আছে কি না। ওদের দোর-গোড়ায় একটা গোলমাল বাধানোর কোন মানে হয় না।

ফস্টারের র‍্যাঞ্চের উঠানে পৌঁছে দেখল ডেভিড একটা ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামাচ্ছে। 'কেমন আছ, বাছা? নেমে সুস্থির হয়ে বসো।'

'আমার তাতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু কিছু গোলাগুলির ঝামেলা হয়েছে, আরও হতে পারে। তাই জিজ্ঞেস করছি, কার্লিকে কি তোমরা আশা করছ?'

'না।'

'ঠিক আছে, তাহলে আমি খুশি মনেই থাকব।'

'কিন্তু মনে রেখো—আমি বলেছি, আমরা আশা করছি না, কিন্তু তাই বলে সে যে হুট করে এসে পড়বে না, তার কোন মানে নেই। কয়দিন

পরপরই সে এখানে আসে।'

যাহোক, মহিলার গুছানো বাড়ির একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। তাই ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামিয়ে, মাসট্যাঙটাকে কোরালে ছেড়ে, ফস্টারের সাথে কথা বলতে বলতে র‍্যাঞ্চহাউসে ফিরে এল হেনরি। গোলাগুলির ঝামেলার কথা জিজ্ঞেস করেছিল ডেভিড। বার্ট ফার্গোর কথা র‍্যাঞ্চারকে জানাল সে।

'আমি জানতাম তোমাদের সম্পর্ক খারাপ, কিন্তু এতটা আশা করিনি।' তাই সেদিনই সকালে বেন স্যাণ্ডার্সের ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার ঘটনাও জানাল।

'ও কি খারাপ ভাবে জখম হয়েছে?'

'মনে হয় না। পাঁজরের কাছে আঁচড় খেয়েছে—হয়তো হাতেও কিছুটা চোট পেয়েছে।'

ওরা দরজা দিয়ে ঢুকেই মার্গারেটের সাড়া পেল। মেয়েটা বলল, 'বাবা, খাবার তৈরি। তুমি কার সাথে কথা বলছ?' দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হেনরিকে দেখতে পেল সে।

'ওহ...তুমি?' অবজ্ঞার সাথে বলল ম্যাগি। 'আমি আশা করেছিলাম হয়তো কার্লি এসেছে।'

'পিটুনি হজম হলে পরে আসবে,' খোঁচা দিয়ে জবাব দিল হেনরি। 'থেঁতলানো ঠোঁট নিয়ে নিশ্চয় সে অন্তত সাত দিন চুমো খেতে পারেনি।'

'হয়তো ওই কারণেই তুমি ওর ঠোঁটে আঘাত করেছ,' অভিযোগ করল সে।

'তুমি কি ঠাট্টা করছ? ওই চিন্তা আমার মাথাতেই আসেনি। সে কাকে চুমো খায় তাতে আমার কি? যাকগে, আমরা তোমাকে নিয়ে ফাইট করিনি। নিজের সম্পর্কে ওর খুব উঁচু ধারণা ছিল, আমাকে কিছুটা শিক্ষা

দিতে চেয়েছিল, তাই লড়েছি।'

'কেন লড়েছ সেটা জানার আমার দরকার নেই,' বিরক্তির সাথে বলল সে। 'তোমরা দুটো পশুর মতই লড়েছ! এখন খেতে বসো।'

খেতে বসল হেনরি। মেয়েটা সত্যিই রান্না জানে। কথাটা সে বলেই ফেলল, 'ম্যাম, তোমার কথায় খুব ঝাল থাকলেও রান্নার হাত দারুণ। তোমাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে এখনও কেউ বিয়ে করতে রাজি করাতে পারেনি কেন, সেটাই ভেবে অবাক হচ্ছি।'

'তোমার কাছ থেকে কোন মিষ্টি কথা আমি শুনিনি।'

'না, ম্যাম, কথায় আমি কোনদিনই পটু ছিলাম না। আমার বিশ্বাস কোন মেয়েকে আমার পাঁজাকোলা করে তুলে ভালভাবে একটা চুমো খেতে হবে। কথা আমার বিশেষ আসে না।'

'তুলতে হবে কেন?' কৈফিয়ত চাইল ম্যাগ। 'ওটা নিয়ম নয়।'

'মেয়েটা যদি তোমার মত লম্বায় খাটো হয়—'

সোজা হেনরির পাশে এগিয়ে এল মেয়েটা। 'আমি তেমন খাটো নই!'

'মার্গারেট!' ধমক দিল ফস্টার। 'টেবিলে খাবার বাড়ো।'

খাবার বাড়া শেষ করে ম্যাগিও খেতে বসল। আর একটা কথাও বলল না সে। হেনরি আর ডেভিড র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে অনেক আলাপ করল, ঘোড়া আর গরুর দাম, কিভাবে র‍্যাঞ্চের স্টক বাড়ানো যায়, ইত্যাদি। কিন্তু কথার ফাঁকেফাঁকে হেনরির বারবার মনে হচ্ছে মেয়েটা হয়তো তত খাটো নয়।

বারো

পরদিন সকালে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে নাস্তা খেল হেনরি। ঘোড়ায় জিন চাপাতেও অনেক সময় নিল—জীবনে কখনও এসব করতে এত সময় সে নেয়নি। আশা করেছিল হয়তো মার্গারেটের দেখা পাবে। কিন্তু মেয়েটা দেখা দিল না। শেষে ঘোড়ার পিঠে উঠে টেইল ধরে রওনা হয়ে গেল সে।

প্রায় মাইলখানেক গিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল একটা ছোট আকৃতি র‍্যাঞ্চহাউস থেকে ছুটে বেরিয়ে উঠানে এসে দাঁড়াল। হাত তুলে হাত নাড়ল হেনরি। কিন্তু জানে এত দূর থেকে মেয়েটার পক্ষে পাহাড়ের গায়ে তাকে দেখা অসম্ভব। খোলা উঠানে দাঁড়িয়ে আছে বলেই ম্যাগিকে সে দেখতে পাচ্ছে।

দুই দিন পথ চলার পর সে গরুর দলটার দেখা পেল। কিন্তু বহুদূর থেকেই ধুলো ওড়া দেখতে পেয়েছিল। গরুগুলোকে নির্দিষ্ট পথে চালাবার জন্যে সামনে কোন লোক নেই দেখে একপাশে সরে গেল স্ট্রোন। কিন্তু দেখল ডোরাকাটা বিশাল ষাঁড়টার সাহায্যের প্রয়োজন নেই—সে জানে কোনদিকে যেতে হবে।

গরুর দলটার মাঝামাঝি জায়গায় এসে ক্রেইগের দেখা পেল সে। ওকে ফুলবাবুর মতই দেখাচ্ছে। এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল ক্রেইগ। ফুলবাবুর মত দেখালে কি হবে শক্তি আছে ওর দৃঢ় মুঠিতে। পিছন থেকে

স্ট্যান কিটসন এগিয়ে এল। হেনরিকে দেখে খুশি হয়েছে সে। মাত্র চারজন লোক নিয়ে এত গরু সামলানো কঠিন।

'এখন থেকে ভাল রেঞ্জ শুরু হচ্ছে,' ক্রেইগকে জানাল হেনরি। 'কিন্তু লা প্লাটার ধারে আমরা যেখানে যাচ্ছি, তার তুলনায় এসব কিছুই না।'

'আমাদের কিছু লোকের প্রয়োজন হবে,' বলল ক্রেইগ, 'কারণ এই চারজন গরু পৌঁছে দিয়েই বিদায় নেবে।'

'ইণ্ডিয়ানদের কাজে নিতে তোমার আপত্তি আছে?'

'না...কেন?'

'আমি একদল ইণ্ডিয়ানকে কাজ দিয়েছি। শক্ত এক বুড়ো যোদ্ধা আর তার দলের আরও পাঁচজন যুবক। লোকটা বাঁচার একটা উপায় খুঁজতে আমার কাছে বুদ্ধি চাইতে এসেছিল।'

'তাই তুমি ওদের কাজ দিয়েছ,' স্ট্যান বলল। 'ভাল করেছ।'

হেনরির মুখের দিকে চাইল সে। ওখানে এখনও কিছু ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। 'তাহলে তোমার কিছু ঝামেলা পোহাতে হয়েছে?'

'কার্লি স্যাণ্ডার্সের সাথে। মারপিট করার মত সুস্থ আমি ছিলাম না, কিন্তু ওকে আমি পিটিয়ে দিয়েছি। দু'দিন আগে বেন স্যাণ্ডার্সের সাথে আমার গোলাগুলি হয়েছে। আমার গুলিতে অল্প আহত হয়েছে সে। কিন্তু ওদের হালকা ভাবে নিও না, বুড়ো বুল স্যাণ্ডার্স শক্ত লোক।'

'বুড়ো?'

'না, তেমন বুড়ো নয়, হয়তো ওর বয়স চল্লিশ হবে। ওর ওজন দুশো পঞ্চাশ পাউণ্ড হবে— কিন্তু ভেব না তার ওজনের এক ফোঁটাও চর্বি।'

ওই গরুর ড্রাইভেই সবাই, জানল স্ট্যান শুধু পিস্তলেই নয়, চামড়ার দড়ির ফাঁস ব্যবহারেও দারুণ পটু। ষাট ফুট লম্বা দড়ি ব্যবহার করে সে। ওর হাতে ল্যারিঅ্যাট একেবারে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

র‍্যাঞ্চের কাজেও সে ভাল, নিজের কাজের অংশের চেয়ে বেশিই সে করে।

সেদিন রাতে আগুনের ধারে বসে হেনরি বলল, 'একটা কথা আমার মাথায় ঢুকছে না, বুল স্যাণ্ডার্স সবার সামনে বড়াই করে বলেছে সে আমাদের এই দেশ ছেড়ে তাড়াবে—অথচ এখনও কিছুই করল না কেন?'

'গরুগুলো আসার অপেক্ষায় আছে সে,' জবাব দিল স্ট্যান। 'তোমাদের এখন তাড়িয়ে ওর কি লাভ? গরু পৌঁছানোর পর তাড়ালে জমির দখলের সাথে স্টকও পাবে বুল।'

'তাই যদি হয়,' মন্তব্য করল ক্রেইগ, 'তাহলে আমরা র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি পৌঁছলে সে আমাদের গরুগুলোকে স্ট্যামপিড করাবে।... কিংবা আগেই।'

সুন্দর উজ্জ্বল সকাল। ভোরবেলাই রওনা হলো ওরা। হয়তো পানি বা ভাল ঘাসের গন্ধ পেয়েই গরুগুলো চলার গতি বাড়িয়েছে। ওদের পুবে মেসা ভারদের উঁচু দেয়াল, পশ্চিমে ইউটে পীক। অল্পক্ষণের মধ্যেই পুবে মোড় নিয়ে র‍্যাঞ্চের ট্রেইল ধরা হবে।

হঠাৎ একজন কাউবয় ঘোড়া ছুটিয়ে এসে দাঁড়াল। 'স্লোন,' বলল সে, 'আমাদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে।' দূরে একটা টিলার দিকে দেখাল সে। 'ইণ্ডিয়ান!'

ঠিকই রিজের ওপর কয়েকজন ইণ্ডিয়ানকে দেখা যাচ্ছে। ওদের গতির সাথে তাল রেখে ইণ্ডিয়ানরাও এগোচ্ছে।

স্যাণ্ডার্সদের র‍্যাঞ্চহাউসটা লম্বা আর নিচু। কাঠের তৈরি। বাঙ্কহাউসটা বাড়ির কোনা থেকে ইংরেজি 'এল্' আকারে করা হয়েছে। ভিতরে বিশটা বাঙ্ক। চতুষ্কোণের বাকি দুই পাশে গুদাম ঘর আর কোরাল দিয়ে সম্পূর্ণ

হয়েছে।

র‍্যাঞ্চহাউসের ভিতরে একটা টেবিলের পিছনে বসে আছে বিশালাকার বুল স্যাণ্ডার্স। ওর সামনে টেবিলের ওপর এক জগ্ হুইস্কি আর এক পট ব্ল্যাক কফি। টেবিলের ওপর ঝুঁকে চোখ সরু করে কার্লির দিকে তাকিয়ে আছে বুল।

'আমি যা বলছি তা মন দিয়ে শোনো,' বলল সে। তারপর কামরার সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে আবার বলল, 'আমি অনেক দেশের বদলানো দেখেছি, দেশ গড়ে উঠতেও দেখেছি। জানি যাদের কাছে সবথেকে বেশি জমির দখল থাকে তারাই দেশ চালায়, আর তাদের হাতেই থাকে সব ক্ষমতা। যাদের কম আছে তাদের শেষ পর্যন্ত হটে যেতে হয়।

'আমার বয়স হয়েছে, এখন পথ চলা শেষ করে এখানেই একটা বিরাট এলাকা দখলে রাখতে চাই।

'স্লোনরা গরু নিয়ে আসছে, এটা আমাদের জন্যে সুখবর—কারণ আমাদের স্টক দরকার। এতে ওদের দুজনের সাথে আছে স্ট্যান কিটসন। আমি খবর পেয়েছি যেসব কাউহ্যাণ্ড ওদের গরু নিয়ে আসছে তারা থাকবে না।

'আমরা রাতের বেলা তাড়িয়ে স্ট্যামপিড করিয়ে ছড়িয়ে দেব। তারপর আমরা স্ট্যান কিটসন আর স্লোনদের হত্যা করব।

'কার্লি, তুমি বুড়ো ফস্টারের মেয়ের সাথে অনেকদিন হলো প্রেম করছ। এবার ওকে বিয়ে করো—এতে ফস্টারের মত থাকুক বা না'ই থাকুক। তুমি ওকে ছেড়ো না। তারপর ওদের র‍্যাঞ্চে গিয়ে ওর বাবার হয়ে কাজ করবে—কঠিন পরিশ্রম করবে। আমি চাই ফস্টার সবাইকে বলুক কত চমৎকার জামাই সে পেয়েছে। এরপর বুড়োর কিছু ঘটলে কেউ তোমাকে সন্দেহ করবে না।

'এখন আমি চাই তোমরা প্রত্যেকে যতটা সম্ভব জমি আর মাইন ক্লেইম করো। তারপর তোমরা মালিকানা পেলে সেগুলো আমি কিনে নেব।

'আমরা অনেক ঘুরেছি, পুব দিক থেকে লোকজন ধীরেধীরে দেশটাকে ভরে ফেলছে। আমাদেরও সময় থাকতে ব্যবস্থা নিতে হবে। পরে বাকি লোকজনকে তাড়িয়ে পুরোটাই আমরা ভোগ করতে পারব। নতুন কেউ এলে তাদেরও তাড়িয়ে দেব।'

একটা সিগারেট রোল করে ধরাল লিউট কাইম। 'তুমি হয়তো একটু বেশিই ঘের দিতে চাচ্ছ, বুল। এই স্লোনদের কঠিন মানুষ বলে নাম আছে।'

'আমরাও তাই। তবে আমরা আরও বেশি কঠিন আর নির্দয়। আমি বার্ট ফার্গোকে আসার জন্যে খবর পাঠিয়ে আনিয়েছি এখানে। আমরা যাদের মারতে পারিনি তাদের পাহাড়ের আড়াল থেকে একেএকে শেষ করবে সে। আর স্ট্যাম্পিডের দোষটা আমরা ইউটেদের ঘাড়ে চাপাব।'

হুইস্কি সবটা একবারে গলায় ঢেলে গ্লাসটা অর্ধেক ভরে কফিতে একটা চুমুক দিল সে।

'এসব আমরা আগেও করেছি, তোমরা জানো কি করতে হবে। কেউ তোমাদের দেখে ফেলুক, এটা আমি চাই না। এবং কথাটা ভালভাবে তোমাদের নিরেট মাথায় ঢুকিয়ে নাও। আমরা এখন আর আউটল নই...রেনিগেইডও নই...তাই যখন তোমরা শালাকো বা অন্য কোন শহরে যাও, তোমরা ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করবে। তোমরা যদি মদ খেয়ে নিজেকে সামলাতে না পারো তবে ড্রিঙ্ক কোরো না।

'মনে রেখো—' শাসানোর ভঙ্গিতে তর্জনী তুলল বুল, 'কিছু লোক নালিশ জানাবে...জানাক। কিন্তু আমরা যদি নিজেদের ঠিক মত সংযত রেখে চলি, তবে অনেকেই আমাদের পক্ষে থাকবে।

'রাতের বেলা পাহারা দেয়ার জন্যে ওদের তিনজনের বেশি লোক

থাকবে না। কিন্তু তিনজন লোক প্রায় দু'হাজার গরুকে কিভাবে ঠেকাবে? আমরা যদি ওই গরুগুলোকে ওদের ক্যাম্পের ওপর দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি, তবে আরও ভাল হয়।

'কিন্তু মনে রেখো, আমাদের কেউ দেখা দিক এটা আমি চাই না। আর কার্লি, কাজটা শেষ হলেই তুমি যত জলদি পারো ঘোড়া ছুটিয়ে এখানে আসবে। এখান থেকে ফ্রেশ ঘোড়া নিয়ে তুমি সোজা ফস্টারের র‍্যাঞ্চে যাবে। ওদের বলবে তোমার ঘোড়া পথে কয়েকবার ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠেছিল, এবং তোমার বিশ্বাস ইন্ডিয়ানরা আশপাশেই আছে। ফস্টার হয়তো উঠতে চাইবে, কিন্তু তুমি নিজেই রাইফেল হাতে সারারাত পাহারা দেয়ার প্রস্তাব দেবে।

'সব থেকে বড় কথা, যদি স্লোনদের কেউ ওখানে হাজির হয়, ওদের সাথে বন্ধুর মত ভাব দেখাতে হবে। সবাইকে বোঝাতে হবে তুমি সত্যিই ভদ্রলোক, বুঝেছ?'

সবাই চলে গেলে, বুল স্যাণ্ডার্স হুইস্কির গ্লাস খালি করে ফেলল। তারপর কয়েক চুমুক কফি খেয়ে নিজের বিছানায় আয়েশ করে টানটান হয়ে শুল। সে মোটেও চিন্তিত নয়। লোকজন গত বারো বছরে সাতটা স্টেটে এমন কাজ বহুবার করেছে। এখন পর্যন্ত কেউ ওদের কোন ঝামেলা দিতে পারেনি। কয়েকজন চেষ্টা করেছিল কিন্তু ওরা বার্টের গুলিতে মারা পড়েছে। কিভাবে মরল টেরও পায়নি। অবশ্য কিছুকিছু স্টেট আছে, যেখানে ওরা কোনদিনই ফিরে যেতে পারবে না—কিন্তু ফিরে যাওয়ার কথা ওরা ভাবছে না।

এই এলাকাটা বুলের পছন্দ হয়েছে, এবং এখানেই সে থাকবে। কিন্তু কার্লিকে নিয়েই ওর চিন্তা। তবে ফস্টারের মেয়ের সাথে কার্লির বিয়ে হওয়ার পর ওটা নিয়ে তাকেই চিন্তা করতে হবে, কারণ কার্লি বোকা—সে

ফস্টারের মত ধূর্ত বুড়োর চোখকে ফাঁকি দিতে হয়তো সক্ষম হবে না। কিন্তু এই নিষ্ঠুর পশ্চিমে আধবুনো ঘোড়া আর গরু, বিপজ্জনক ট্রেইল আর কঠিন শীতে অনেক মানুষই এখানে বেমালুম নিরুদ্দেশ হয়।'

যত স্টেট সে দেখেছে তার মধ্যে এটাই বুলের সবথেকে বেশি পছন্দ হয়েছে। সুতরাং এখানেই সে থাকবে।

স্ট্রোনদের গরুর দল উত্তরে গিয়ে পরে পুব দিকে ফিরল। পাহাড়ে ঘোড়াগুলো কাছেই ঘাস খাচ্ছে—স্যাণ্ডার্সরা তাস খেলে বা গল্প করে সময় কাটাচ্ছে। অপেক্ষায় আছে ওরা।

টোনিকে ঘোড়ায় জিন এঁটে শাল্যকোর দিকে রওনা হতে হবে। গরুর দল নিয়ে ওদের ফেরার সময় হয়ে এসেছে—ওরা সবাই পৌছলে আরও খাবারের প্রয়োজন হবে। আরও অনেক পুবে পাগোসা স্প্রিংসের কাছেই একজন বিশাল চেহারার লোক ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে স্টেজ স্টেশনে নিজের ঘোড়াটাকে বাঁধল। স্টেজ আসার সময় হয়েছে, তাই আস্তাবলরক্ষী ছয়টা তাজা ঘোড়া নিয়ে তৈরি রয়েছে—এখানেই স্টেজ কোচের ঘোড়া বদল করা হবে। আড়চোখে নবাগতের ঘোড়াটার দিকে তাকাল সে।

'ওটা একটা চমৎকার ঘোড়া, কিন্তু তুমি কঠিন ভাবে ছুটিয়ে ওকে ক্লান্ত করে ফেলেছ।'

'আমাকে অনেকদূর যেতে হবে।' বিশাল লোকটার কোঁকড়া লম্বা চুল; ওর হ্যাটে একটা গুলির ফুটো দেখা যাচ্ছে। পিস্তলটা বেশ নিচুতে পরেছে—খাপটা উরুর সাথে বাঁধা। 'এটার বদলে তুমি আমাকে আর একটা দিতে পারো? আমি যখন বদলা-বদলি করছি, এর বদলে আমি একটা ভাল ঘোড়াই চাই।'

'এমন ঘোড়া আস্তাবলে মাত্র একটাই আছে—সাদা-কালো

ফুটকিওয়ালা ওই স্ট্যালিয়নটা। কিন্তু আমি জানি না মালিক অদল-বদলে রাজি হবে কিনা। কিন্তু সে হয়তো বিক্রি করতে রাজি হতে পারে। লোকটা এখন সেলুনে পোকার খেলছে—এবং দ্রুত হারছে।'

নবাগত লোকটা উঠান পেরিয়ে আস্তাবলে ঢুকে ঘোড়াটাকে দেখে ওটার বাঁধন খুলে বেশ কিছুক্ষণ ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে দেখল। তারপর ওটাকে আবার বেঁধে রেখে ফিরে এল। ধুলোভরা শীপস্কিন কোটের পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে ধরাল। তারপর চোখ কুঁচকে ছোট করে আস্তাবলরক্ষীর দিকে চেয়ে বলল, 'লোকটা সেলুনে আছে? আর তুমি নিশ্চিত সে হারছে?'

'পাঁচ মিনিট আগেও সে হারছিল, মিস্টার। কি গত কয়েক মিনিটে ওর ভাগ্য খুলেছে কিনা জানি না। তবে আমি এটুকু বলতে পারি ওটা কিনলে তুমি ঠকবে না। ও ছুটতেও পারে, আর ওর দমও আছে।'

'আমারও তাই ধারণা। আমার ঘোড়াটা তুমি কয়েকদিন রাখতে পারবে? শীঘ্রি আমি ওর জন্যে ফিরে আসব। ওদিকে আমার একটা ঝামেলা চুকিয়ে আসতে হবে...পারিবারিক ঝামেলা।'

বিশাল লোকটা স্টেজ-স্টেশনে ঢুকল। কামরার কোনায় টিকেট কাউন্টারের কাছে বসে তিনজন লোক নিজেদের মধ্যে আলাপে ব্যস্ত। মেঝের ওপর ওদের মালপত্র দেখা যাচ্ছে। কামরার অন্য প্রান্তে একটা বার রয়েছে। কয়েকটা টেবিল পাতা রয়েছে ওখানে। একটাতে পোকার খেলা চলছে।

শীপস্কিনের কোট আর ডোরাকাটা প্যান্ট পরা লোকটা বারে গিয়ে অর্ডার দিয়ে একটা বিয়ার হাতে খেলার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। ঘোড়ার মালিক যে কে তা এক নজরেই বোঝা যায়।

লোকটার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যাচ্ছে। বুকের কাছে তাস ধরে

সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে একটা-একটা করে তাস সরিয়ে পরেরটা দেখছে সে। দু'জন খেলোয়াড় ওই ডিলের জন্যে বসে পড়েছে। পাঁচজনের মধ্যে এখন যারা খেলছে, ওদের মধ্যে দুজনকে চেহারায় চেনে বিশাল লোকটা। ওরা হাত-সাফাই করে চুরি করে তাস খেলায় জেতে। পেশাদার। কিন্তু তাতে কোঁকড়া লম্বা চুলের লোকটার কিছুই আসে-যায় না। যে পোকার খেলে, টাকা দেয়ার ক্ষমতা না থাকলে তার খেলা উচিত নয়। আর সেটা যদি তাসের যাদুকরদের বিরুদ্ধে হয়– সেটা তার দুর্ভাগ্য।

গলার রুমালে হীরার পিন পরা লোকটা দুটো চাকতি টেবিলের মাঝখানে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'বিশ ডলার চড়ল।' দ্বিতীয় পেশাদার জুয়াড়ীও তাই করল। সেও বিশ ডলার দিল। এখন ঘোড়ার মালিক ওদের চক্করে ধরা দিয়েছে। পোকারের নিয়ম হচ্ছে তিনজন যদি খেলে, যতক্ষণ কেউ বাড়তি টাকা দেয়া বন্ধ না করছে, ততক্ষণ খেলা চলবে। হয়তো লোকটাকে তারা খুব ভাল হাতই দিয়েছে, কিন্তু যত ভালই হোক (পোকারে স্পেইডের টেক্কা, সাহেব, বিবি, গোলাম, আর দশ সবথেকে বড় তাস– ফ্ল্যাশের তিন টেক্কার মত) তিনজনের যে কেউ টাকা বাড়ালে অন্য কেউ শো দিতে পারবে না– সুতরাং যার টাকা আগে ফুরাবে তাকেই বসে পড়তে হবে। অন্য দুজন খেলবে।

'শোনো, এক মিনিট,' বলল ঘোড়ার মালিক, 'আমি আরও বাড়াতাম, কিন্তু–'

'ঠিক আছে আমি তোমার ঘোড়াটার জন্যে এই বিশ ডলার দিতে রাজি আছি,' হীরার পিন আঁটা লোকটা বলল।

ঘোড়ার মালিক বুঝতে পারছে, সে ঘোড়া বিক্রি করে যদি সমঝতায় আসেও, তৃতীয়জন টাকার অঙ্ক বাড়ালে, তাকে ওই টাকা দিতে হবে অথবা তাস ফেলে অফ যেতে হবে।

'শোনো, মিস্টার,' আপত্তি জানাল পিগেট, 'ওর দাম আরও অনেক বেশি। ওটা একটা দারুণ ঘোড়া। অন্তত পঞ্চাশ ডলার।'

'আমি যা দিতে রাজি আছি, সেটাই এখন ওর দাম,' বলল গ্যাম্বলার।

'আমি ওটার জন্যে পঞ্চাশ ডলার দেব,' ওদের কথার মাঝখানে বলে উঠল নবাগত লোকটা।

হীরার পিন পরা লোকটা কঠিন চোখে তাকাল ওর দিকে। 'তোমাকে এই আলাপের মধ্যে দখল দিতে কেউ ডাকেনি। মিস্টার পিগেট আর আমি একটা বিজনেস ডীল নিয়ে আলাপ করছি।' আবার নিজের শিকারের দিকে চোখ ফেরাল সে। 'তোমাকে দু'মিনিট সময় দেয়া হলো, হয় টাকা দাও, নইলে খেলা ছেড়ে উঠে যাও।'

বিশাল লোকটা আবার কথা বলল। 'এটা যদি একটা বিজনেস ডীল হয়, আমার প্রস্তাব আমি দিয়েছি–ওটা এখনও বলবৎ আছে। পঞ্চাশ ডলার ক্যাশ।'

শীপস্কিনের কোট পরা লোকটার দিকে তাকাল গ্যাম্বলার। ওর চোখের দৃষ্টি এখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। 'তোমাকে একবার আমি মানা করেছি। আমি বিরক্ত হয়ে উঠছি।'

'এক মিনিট!' বলে উঠল পিগেট। 'ওর প্রস্তাবই আমি মেনে নিচ্ছি। পঞ্চাশ ডলার, ক্যাশ।'

নিষ্ঠুর পশ্চিমে তাস খেলায় যারা জোচ্চুরি করে তাদের ভাল পিস্তলবাজও হতে হয়। কারণ ভাল লোক, যারা তাস খেলে, তাদের সবাই বোকা নয়। মাঝে মাঝে ধরা পড়লে যে তাকে চোর বলল তাকে মেরে ফেলতে হয়। নইলে একবার চোর বলে নাম ছড়িয়ে গেলে কেউ আর তার সাথে খেলবে না।

চোরেরা ঝুঁকি নেয় না—সেও নিল না। বলল, 'ঠিক আছে, ওকে টাকাটা দিয়ে দাও—খেলা চলুক।'

টাকা বের করতে পকেটে হাত ঢুকাল বিশাল লোকটা।

এই সুযোগ ছাড়ল না পেশাদার জুয়াড়ী। গুলি করার জন্যে পিস্তল বের করল সে। সাধারণ মান অনুযায়ী বেশ দ্রুত।

ডোরাকাটা প্যান্ট পরা লোকটার ডান হাত কোটের পকেটে, আর বাম হাতে বিয়ারের গ্লাস। পিস্তলটা কোমরের ডানদিকে ঝুলছে।

বিয়ারের গ্লাসটা ছেড়ে দিয়ে চোখের পলকে কোমরের পিছনে গোঁজা লুকানো পিস্তলটা বের করে বাম হাতেই গুলি ছুঁড়ল স্ট্রেঞ্জার। গ্লাস মেঝেতে পড়া আর গুলির শব্দ একই সঙ্গে হলো। বুলেটটা পেশাদার জুয়াড়ীর শার্টের বাম পকেটের ঠিক মাঝখানে একটা গর্তের সৃষ্টি করল।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে নীরবতা নেমে এল স্টেজ স্টেশনে। বারুদের কটু গন্ধ নাকে আসছে। চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল পিগেট। ওকে অসুস্থ দেখাচ্ছে—মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে। 'আমি যাচ্ছি,' কোনমতে বলল সে।

'দাঁড়াও।' নবাগত লোকটা টেবিলের ওপর পঞ্চাশ ডলার রাখল। 'ঘোড়া বিক্রির রসিদ লিখে দিয়ে যাও।'

'খেলা শেষ। এখন আর ওটা বিক্রি করার কোন প্রয়োজন নেই আমার।'

'তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলে।' শক্তিশালী লোকটা সবার দিকে চেয়ে দেখল একবার। 'তোমাদের ওপরই আমি বিচারের ভার ছেড়ে দিচ্ছি। সবার সামনে সে আমার প্রস্তাব মেনে নেয়নি?'

সবাইকে একমত হতে দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও টেবিল থেকে টাকা তুলে নিয়ে রসিদ লিখে দিল পিগেট। 'ঘোড়াটার দাম অনেক বেশি,' বলল সে।

'তা ঠিক,' স্বীকার করল লম্বা চুলের লোকটা। 'আমি জানি ওকে হারাতে তোমার কতটা কষ্ট হচ্ছে। ঠিক আছে, কয়েকদিন পর ফেরার পথে তোমার ঘোড়া আর রসিদ ফিরিয়ে দিয়ে আমি আমার টাকা ফেরত নিয়ে যাব। কয়েকদিনের ভাড়া হিসেবে টেবিলের ওপর যা আছে তার অর্ধেক তুমি নিতে পারো।'

'অসম্ভব,' প্রতিবাদ করল দ্বিতীয় পেশাদার জুয়াড়ী। 'আমি ন্যায়সঙ্গত ভাবেই ওটা জিতেছি। আমি—'

স্ট্রেঞ্জারের হাসিটা প্রীতিকর দেখাল না। 'বন্ধু,' বলল সে, 'আমার নির্দেশটা মেনে নিয়ে তোমার এখান থেকে সরে পড়াই ভাল। তুমি নিজেও জানো যা পাচ্ছ এটাও আসলে তোমার প্রাপ্য নয়। সুতরাং এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা তোমার ঠিক হবে না।'

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছিল, সাবধানে আবার বসল সে। তারপর পিগেটের দিকে চেয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আধাআধি।'

আস্তাবলরক্ষী ভিতরে ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, 'স্ট্যালিয়নটার পিঠে তোমার জিন চাপিয়ে ওকে তৈরি করে রেখেছি, স্যার। আর, তুমি না ফেরা পর্যন্ত তোমারটার দেখাশোনা আমি করব।'

'ধন্যবাদ।'

টেবিলের টাকা ভাগাভাগি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল বিশাল লোকটা। তারপর মেঝেতে স্পারের হালকা 'ঝুন-ঝুন' আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তাবলরক্ষীর দিকে তাকাল পেশাদার জুয়াড়ী। 'লোকটার সাথে পরিচয় আছে তোমার?' প্রশ্ন করল সে।

'না, স্যার, কিন্তু ওকে আমি আগেও কয়েকবার দেখেছি। লোকটা

লোগান স্লোন।

নিজের হাত দুটোর দিকে তাকাল জুয়াড়ী—ওগুলো কাঁপছে। তারপর পার্টনারের দিকে চাইল সে। 'বোকা!' নিচু স্বরে বলল লোকটা। 'হতভাগ্য বোকা গাধা!'

বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে গেলে বারের পিছন থেকে বারটেণ্ডার বেরিয়ে এল। 'জিম,' আস্তাবলরক্ষীকে বলল সে, 'তুমি ওর পায়ের দিকটা ধরো।'

তেরো

দুপুরের খাড়া রোদে বাতাসটা অসহ্য রকম তেতে উঠেছে। গরুগুলো বাতাসের উলটো দিকে এগোতে চাইছে না। ওরা দূরের পাহাড়গুলো দেখতে পাচ্ছে। ওখানে ঠাণ্ডা ছায়ায় বিশ্রাম নিতে চাইছে। তাই ওদের ট্রেইলে রাখা খুব কঠিন হয়ে উঠেছে।

হেনরি আর স্ট্যান সামনের দিকে রয়েছে, কারণ কেবল ওরা দুজনই র‍্যাঞ্চে যাওয়ার ট্রেইলটা চেনে।

মেসা ভারদে রিজের ওপর দিয়ে যেসব ইণ্ডিয়ান ওদের অনুসরণ করছিল, তারা এখন অদৃশ্য হয়েছে। হয় আর অনুসরণ করা সম্ভব নয় বলেই চলে গেছে—কিংবা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা।

কিছুটা পিছিয়ে ক্রেইগের পাশে চলে এল হেনরি। এই প্রথম ওকে

ধুলোময় দেখাচ্ছে—তবে সামান্যই। সে বলল, 'আমরা গরুগুলোকে ম্যানকোসের এপাশে পানি খাওয়াব। তুমি বলেছিলে না ওটার এপাশে একটা ক্রীক আছে?'

'যদি সেখানে পানি থাকে।'

'না থাকলে ম্যানকোসে।'

ক্রেইগের হাতে রয়েছে রাইফেল। হঠাৎ ওটা তুলে একটা দিক নির্দেশ করল সে। মোট সাতজন ইণ্ডিয়ান মেসা ভারদের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে। সংখ্যায় এত কম দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা কোন ওয়ার পার্টি নয়।

পাউডার ফেইস।

ক্রেইগকে হেনরি বলল, 'দাঁড়াও, এদেরই আমি কাজে নিয়েছি।'

'আমরা কাজ করতে এসেছি,' জানাল পাউডার ফেস।

হেনরি ওদের স্বাগত জানাতে গিয়েও কি ভেবে বলল, 'আমাদের সাহায্য সত্যিই দরকার, কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমরা রাতের বেলা সাহায্য করতে এলেই আমাদের বেশি উপকার হবে। আমার মনে হয় রাতে কেউ আমাদের গরু স্ট্যামপিড করাবার চেষ্টা করবে।

'এই গরুই জোগাবে আমাদের শীতকালের মাংস,' বলে চলল সে, 'তোমাদেরও। এগুলো চুরি গেলে আমরা তোমাদের খাওয়াতে পারব না। আমি চাই তোমরা পাহাড়ে লুকিয়ে থাকো। রাতের আঁধারে নেমে এসে ওইগুলোকে পাহারা দিতে সাহায্য করো।'

সে বলল, 'আমরা লক্ষ রাখব। তোমরা এগোও।'

ধোঁয়ার মতই উবে গেল ওরা। ঘটনাটা কেউ দেখে থাকলেও ভাববে গরু চাইতে এসেছিল ইণ্ডিয়ানরা, স্লোন ওদের ফিরিয়ে দিয়েছে।

ম্যানকোসের পাঁচ মাইল পশ্চিমে একটা শাখা নদীর ধারে রাতের মত ক্যাম্প করল ওরা। চারপাশে চমৎকার সবুজ ঘাস। গরুগুলো কিছুক্ষণ ঘাস

খেয়ে এখন বসে জাবর কাটছে। ঠিক হলো ক্রেইগ দু'জন কর্মচারী নিয়ে প্রথম রাত আর হেনরি আর স্ট্যান বাকি দুজন কর্মচারীকে নিয়ে শেষ রাতে পাহারায় থাকবে।

সুন্দর স্তব্ধ রাত। এমন রাতে আধমাইল দূরে একটা কাঠি ভাঙলেও শব্দ শোনা যাবে। হেনরি কিছুই শুনতে পেল না। অত্যন্ত ক্লান্ত সে। কোনমতে খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত একটায় হেনরিকে জাগাল ক্রেইগ। 'চারদিক শান্ত দেখে আমরা একঘণ্টা বেশি পাহারায় থেকেছি,' বলল সে। 'কিন্তু এখন বাতাস বইতে শুরু করেছে, সুতরাং সাবধান।'

বুট পরতে পরতে হেনরি প্রশ্ন করল, 'ওই ইন্ডিয়ানদের কাউকে দেখতে পেলে?'

'ওদের আমরা দেখতে পাব না। পাব?'

'সম্ভবত না। ওরা হয়তো পাহাড়ের ভিতর কোথাও নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে।' হেনরি যে ঠাট্টা করছে এটা ক্রেইগ জানে। ওই ইন্ডিয়ানরা ওখানেই কোথাও আছে, এবং ওরা সবই শুনছে আর দেখছে।

এক কাপ গরম কফি ঢেলে নিয়ে আগুনের ধারে বসে বারবার চোখের পাতা ফেলে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করছে হেনরি। কফিটা গরম, আর নরকের মতই কালো। কিন্তু স্বাদটা চমৎকার। এক টুকরো চুকা আটার রুটি আর শুকনো মাংস চিবাতে চিবাতে স্ট্যানের জন্যে অপেক্ষা করছে সে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই স্ট্যানের সাথে বাকি দু'জনও আগুনের ধারে এসে হাজির হলো। মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়ায় ওদের কারোই মুড ভাল নেই। কেউ কথা বলছে না। নীরবেই কফিতে চুমুক দিচ্ছে। উঠল হেনরি। এগিয়ে গিয়ে একটা ছোট টাট্টুর পিঠে জিন চাপিয়ে তৈরি হলো।

রাতের কাজের জন্যে ওকেই বিশ্বাস করে হেনরি। ঘোড়াটা রাতের

বেলা বিড়ালের মতই দেখতে পায়, আর বিড়ালের মত নিঃশব্দে চলতেও পারে। গলা বাড়িয়ে নাক দিয়ে টাট্টুটা ওকে গুঁতো দিল। পকেটে করে ওর জন্যেই আনা গাজরটা ওকে খেতে দিল স্লোন।

জিনে চেপে বসে রওনা হলো সে। বাকি তিনজনও ওকে অনুসরণ করল।

টাট্টুটা ক্যাম্প ছেড়ে গরুগুলোকে ঘুরে এগিয়ে চলল। গান গাইছে হেনরি। কারণ রাতের বেলা কোনকিছুকে কাছে আসতে দেখলে গরু ভড়কে গিয়ে ছুট দিতে পারে, কিন্তু মানুষের গলার স্বর শুনলে ওরা আর ভয় পায় না। গানের গলা বিশেষ ভাল নয় ওর, কিন্তু তাই বলে বড়াই করতে ছাড়েনি। অনেককেই বলেছে তিন হাজার শ্রোতার সামনেও সে গান গেয়েছে। কথাটা মিথ্যা নয়, কিন্তু ওর শ্রোতা যে কারা ছিল সেটা বলেনি।

টহল দেয়ার সময় যখন দ্বিতীয়বার দেখা হলো, তখন হেনরির সাথে কথা বলার জন্যে থামল স্ট্যান। 'মিক আমাকে বলছিল, ওর মতে চারদিক অস্বাভাবিক রকম চুপচাপ। ঝোপের ভিতর থেকেও কোনকিছু নড়ার শব্দ আসছে না—কিন্তু আসা উচিত।'

'ঠিক আছে, তাহলে আমরাও সতর্ক থাকব।'

'এই ব্যাপারে তোমার মতামত কি?'

'শোনো, গরুগুলো যদি ছুটতে শুরু করে, তবে ওরা যাতে ক্যাম্পের দিকে যেতে না পারে সেদিকে আমাদের কড়া নজর রাখতে হবে। নইলে গরুর খুরের তলায় পড়ে চিড়েচ্যাপ্টা হতে পারে কেউ। মিককে সর্বক্ষণ গরু আর ক্যাম্পের মাঝখানে থাকতে বলো। গরুগুলো ওদিকে ছুটতে শুরু করলে গুলি ছুঁড়ে ভয় দেখিয়ে ওদের ফেরাতে পারবে সে। আমরা তিনজন বাকি এলাকা সামলাব।'

ভোর হতে তখনও অনেক দেরি, হঠাৎ গাছের ফাঁক গলে একটা লোক

বেরিয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। রাইফেল তৈরি রেখে হেনরি ঘোড়া নিয়ে ওর দিকে এগোল। একজন ইন্ডিয়ান।

'পাউডার ফেইস তোমাকে জানাতে বলেছে লোক আসছে…দশ-বারোজন।'

'ধন্যবাদ,' বলল সে। কিন্তু লোকটা অদৃশ্য হলো না।

'পাউডার ফেইস বলেছে ওরা ইন্ডিয়ান ট্রিক চেষ্টা করতে পারে। পাহাড়ী সিংহের চামড়া।'

কথা শেষ করে অদৃশ্য হলো লোকটা। ওরা আশপাশেই আছে জেনে কিছুটা স্বস্তি বোধ করছে হেনরি।

কিটসন এসে হাজির হলো। 'তুমিই কি কথা বলছিলে?'

হেনরি ওকে জানাল সব। ইন্ডিয়ান ট্রিকটা সম্পর্কে স্ট্যানও জানে। ওরা পাহাড়ী চিতার কাঁচা চামড়া ব্যবহার করত। কাছে এগিয়ে বাতাসে চামড়া দোলাত…চিতার গন্ধ পেয়ে গরুগুলো অস্থির হয়ে উঠত। তারপর একজন চিতাবাঘের ডাক নকল করে হুঙ্কার দিত। অদৃশ্য হত গরু।

ক্যাম্পের দিকে রওনা হলো ওরা। ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে সিংহের হুঙ্কার শুনতে পেল হেনরি। গরুগুলো আতঙ্কিত হয়ে ক্যাম্পের দিকে ছুটল। ঝট করে পিস্তল বের করে আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়ল হেনরি। সেইসঙ্গে একটা বুনো কোমাঞ্চি চিৎকার দিল। কিছু গরু দিক পরিবর্তন করল, কিন্তু কিছু সোজা ক্যাম্পের ওপর দিয়েই ছুটল। হাঁড়ি-থালা ছিটকে পড়ার আওয়াজ হচ্ছে। একটা পিস্তলের গুলির শব্দ হলো, পরে আরেকটা, তারপর একটা আর্তচিৎকার। ক্যাম্প পেরিয়ে চলে গেল গরুর দল। পিছনে পড়ে রইল ধুলো আর মেঘের ডাকের মত খুরের আওয়াজ।

ওরা ম্যানকোস নদীর দিকে গেছে। ঘোড়া ছুটিয়ে ক্যাম্পে হাজির হলো হেনরি। লণ্ডভণ্ড অবস্থা। প্রথমেই মাটির ওপর একটা মানুষ চোখে পড়ল।

টাইলার দুই ভাইয়ের একজন। কিন্তু ওকে চেনার কোন উপায় নেই—ওর কারুকাজ করা বেল্টটা দেখে চেনা গেল।

একটা গাছের উপর থেকে নিচে নামল ক্রেইগ। পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বাঁধুনী। টাইলার ওয়্যাগনের পিছনে আশ্রয় নিয়েছিল।

'টাইলার, তুমি আর বাঁধুনী ওর একটা ব্যবস্থা করো,' মৃতদেহটা দেখিয়ে বলল হেনরি। 'ক্রেইগ, তুমি তোমার গরুর পিছনে যাও।'

'আর তুমি?' প্রশ্ন করল সে।

'আমি ক্যানিয়ন ধরে এগোব। আমি কিছু চিহ্ন আছে কিনা খুঁজে দেখতে যাচ্ছি।'

'আমিও তোমার সাথে যাব।'

'না, আমি মিককে নিয়ে যাচ্ছি। আমার বিশ্বাস তুমি ম্যানকোস নদীর ধারে তোমার গরুগুলোকে পাবে। পাঁচ মাইল দৌড়াবার পর পানি খাওয়ার জন্যে ওরা নিশ্চয় থামবে। ইন্ডিয়ানদেরও তুমি ওখানেই পাবে।'

কিটসন গরুর পিছনে ছুটে গেছে, কিন্তু মিকের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ধীর হতে শুনেছে হেনরি। ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে ওকে খুঁজে বের করতে বেশি সময় লাগল না। হেনরির জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে।

'আমি আন্দাজ করেছিলাম তুমি এলাকাটা একটু ঘুরে দেখতে চাইবে,' বলল সে।

ঘোড়া হাঁটিয়ে খোলা জায়গা দিয়ে ধীরে এগোচ্ছে ওরা। মাঝেমাঝে ঘোড়া থামিয়ে কান পেতে শুনছে। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ ঘোড়া দুটোর কান খাড়া হলো। হয় কিছু দেখেছে বা কোন গন্ধ পেয়েছে ওরা। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা আগুন দেখা গেল। ঘোড়াগুলো ভুল করেনি। আগুনের চারপাশে ছয়জন লোককে দেখা যাচ্ছে। একজন যুবকের হাতে চামড়াটা রয়েছে। বাকি লোকগুলো নিশ্চয় গরুগুলোর সাথে গেছে।

পাউডার ফেইস আর স্ট্যান কিটসন ওদের উচিত শিক্ষা দেবে। আগুনের ধারে বসে গরুগুলো কিভাবে ছুটে পালাল, তাই নিয়ে ওরা হাসাহাসি করছে।

'মিক্,' চিৎকার করে ওদের শুনিয়ে হেনরি বলল, 'কেউ একটু নড়লেই গুলি চালাবে।'

লোকগুলো আড়ষ্ট হয়ে একেবারে জমে গেল। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ওদের দিকে এগোল হেনরি। চামড়া হাতে সোনালি চুলওয়ালা লম্বা লোকটার দিকে চেয়ে সে বলল, 'তোমরা আজ একজন ভাল লোককে হত্যা করেছ। সুতরাং চামড়াটা ফেলে পিস্তল বের করো।'

'চামড়াটা রেখে উঠে দাঁড়াতে পারি?'

'যেভাবে তোমার খুশি,' হেনরি বলল, 'কিন্তু জলদি করো।'

হেনরি খেপে আগুন হয়ে আছে। আজ ওরা ক্যাম্পের সবাইকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। কপালের জোরেই বেঁচে গেছে বাকি মানুষ। স্লোনের গুলির শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ওরা কয়েক সেকেণ্ড সময় পেয়েছিল।

'তুমি একজন স্লোন,' বলল সোনালি চুলের লোকটা। 'ভাল কথা, স্লোন, আমি ব্রুভি স্যাণ্ডার্স। চার্লি স্যাণ্ডার্সের একটা কাজ আমি বাঁচাব।'

দ্রুত নিচে নেমে পিস্তলের বাঁটের ওপর পড়ল ওর হাত। হেনরির পিস্তল পরপর দুবার গর্জে উঠল, কিন্তু এত দ্রুত গুলি চালিয়েছে সে, মনে হলো যেন একটাই শব্দ হলো। ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল ব্রুভি।

'ওটা টাইলারকে মারার জন্যে,' বলল হেনরি। 'বুল স্যাণ্ডার্স আমাকে দেশছাড়া করবে বলে শাসিয়েছে। তোমরা ব্রুভিকে ওই চামড়ায় মুড়ে নিয়ে যাও, আর বুলকে বোলো সে দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে, কিংবা থাকতে পারে, তাতে আমার কিছু আসেযায় না। কিন্তু যদি থাকে, তবে তাকে ভদ্রভাবে থাকতে হবে।'

'মিছেই বড়াই করছ তুমি,' ওদের একজন বলল। 'চার্লির কানে যখন কথাটা যাবে, তখন টের পাবে।'

'তুমিই জানিও ওকে,' বলল সে। 'দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে ওকে জানাও।'

'তোমার চলে যাওয়াই ভাল। এখন তোমার আর একটা গরুও নেই।'

'তোমরা মিছেই সময় নষ্ট করেছ,' জবাব দিল হেনরি। 'আমাদের গরুগুলো এখন ম্যানকোসে বহাল তবিয়তেই আছে। আমাদের লোকজন ওদের দেখাশোনা করছে। অকালেই তোমরা বিজয় উৎসব শুরু করেছিলে।'

ক্যাম্পের চারপাশে কিছু বোতল পড়ে থাকতে দেখে গুলি করে বোতলগুলো ভেঙে দিল স্লোন। ওদের একজন হেনরির পিস্তলটা খালি হয়েছে বুঝে নিজেরটার দিকে হাত বাড়িয়েছিল। মিকের গুলি ওর হাতে গিয়ে লাগল।

ওদের সামনেই কার্তুজের খালি খাপগুলো ফেলে ডান্স অ্যাণ্ড পার্কার পিস্তলে আবার গুলি ভরে নিল সে। তারপর এগিয়ে ওদের পিস্তলগুলো খালি করে ঝোপের ভিতর ছুঁড়ে দিয়ে গুলিগুলো আগুনে ফেলে চলে এল হেনরি।

ওরা পুবে গরুগুলোর উদ্দেশে রওনা হলো। এক মিনিটের মধ্যেই গুলিগুলো ফুটতে শুরু করল। স্যাণ্ডার্সের লোকজন কাভার নিতে যে যেদিকে পারে ঝাঁপ দিল।

চৌদ্দ

স্ট্যামপিডের পরের দিন সকালে টোনি স্লোন, ঘটনার কিছুই না জেনে, শহরের পথে রওনা হলো।

ট্রেইল এড়িয়ে নতুন পথে এগোল সে। শালাকোর বহু উপরে লা প্লাটা পার হয়ে ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে নিজের অস্তিত্ব গোপন রেখে শহরের একেবারে কাছে এসে লিভারি আস্তাবলের পিছনে বন থেকে বেরিয়ে এল।

স্টোরের সামনে থেমে ঘোড়া দুটোকে বেঁধে রেখে ভিতরে ঢুকল। চাল, বীন, আটা ইত্যাদি যা যা প্রয়োজন সব কিনে মালটানা ঘোড়ার পিঠে চাপাল।

শহরটা খালি—স্তব্ধ। মালপত্র ঘোড়ার পিঠে বেঁধে পাহাড়ের চূড়াগুলোর দিকে তাকাল। অত উঁচুতে সে কখনও ওঠেনি। এই সময়ে স্ট্যানের সোনা আর হীরার গল্পের কথা ওর মনে পড়ল।

আড়চোখে চূড়াগুলোর দিকে তাকাল সে। ভাবছে যদি একবার ওখানে...

স্টোরের পাশে ছায়ার ভিতর থেকে সাপের মত এঁকেবেঁকে এসে দড়ির ফাঁসটা টোনির গলা গলে হাত দুটোকে পাঁজরের সাথে এঁটে ধরল। দিবাস্বপ্ন দেখার জন্যে নিজেকেই গাল দিল সে। মরিয়া হয়ে পিস্তল বের করার চেষ্টা করছে। হেঁচকা টানে পড়ে গেল টোনি। আরেকটা ফাঁস তার পা দুটোকে

আটকে ফেলল। একটা অট্টহাসির আওয়াজ ওর কানে গেল। একজন আরোহী তিনটে ঘোড়াকে লীড করে স্টোরের পিছন থেকে বেরিয়ে এল।

কথা বলার চেষ্টা করেছিল টোনি, কিন্তু দড়িতে হেঁচকা টান দিয়ে ওরা তাকে কয়েক ফুট হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল। একজন এগিয়ে এসে টোনির খাপ থেকে পিস্তলটা বের করে নিয়ে নিজের কোমরে গুঁজল।

কার্লি স্যাণ্ডার্সের মুখে এখনও হালকা নীল দাগ রয়েছে। চোখের উপরের কাটাটা এখনও কাঁচা।

'একটা স্লোন ধরা পড়েছে। চলো ওকে জঙ্গলে নিয়ে কিছু ইণ্ডিয়ান ওষুধ দিই।'

টোনির হাত আর পা, দুটোই শক্ত ফাঁসে আঁটা—কিছুই করার নেই ওর। কিছু করার চেষ্টা করলেই দড়িতে ঝাঁকি দিয়ে ওকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবে। তাই সে অপেক্ষা করছে—কিন্তু ভিতরে-ভিতরে সে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

হেনরি এখন বহুদূরে ক্রেইগ আর স্ট্যান কিটসনের সাথে রয়েছে। শহরবাসীদের থেকেও কোন সাহায্য আশা করা বৃথা, কারণ ওরা ঝামেলায় জড়াতে যাবে না। অবশ্য এজন্যে ওদের দোষও দেয়া যায় না। স্যাণ্ডার্সদের বিরুদ্ধে ওরা কিছুই করতে পারবে না। তাছাড়া ওরা হয়তো জানেও না কি ঘটছে। আর জানলেই বা কি? শালাকোর মোট জনসংখ্যা মাত্র পাঁচ।

কেউ সাহায্য করার নেই, যা করার তা তার নিজেকেই করতে হবে। কিন্তু ধস্তাধস্তি করা যাবে না, তাহলে দড়িতে ঝাঁকি দিয়ে ওরা ফাঁসগুলো আরও এঁটে দেবে—তাতে ছাড়া পাওয়া আরও কঠিন হবে। ওকে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে বনের দিকে রওনা হলো কার্লি। বাকি সবাই ওকে অনুসরণ করল। হঠাৎ ওদের একজন থেমে দাঁড়াল।

'কার্লি, আমাদের একটা বোতল সাথে নেয়া দরকার না? এতে বেশ কিছু সময় লাগবে। ওর কষ্ট দেখে আমাদের গলা ভেজানোর প্রয়োজন হবে।'

'ঠিক আছে, যাও নিয়ে এসো। তোমার কাছে টাকা আছে?'

'আমার কাছে আছে,' অন্যজন বলে উঠল।

'তোমরা দুজনে যাও, একটা বোতল নিয়ে এসো। কিন্তু জলদি ফিরো। নইলে অনেক ফান্ মিস্ করবে। অ্যালফ্, ওর পায়ের ফাঁসটা আলগা করে দাও। আমি চাই সে নিজের পায়ে হেঁটে ওখানে যাক।'

ফাঁস আলগা করার সময়ে টোনি কোন চালাকি করার চেষ্টা করল না। ওরা দুজন ঘুরে সেলুনের দিকে চলে গেল। টোনির দিকে চেয়ে দাঁত বের করে একটু হাসল কার্লি। 'এবার আমি কিছুটা শোধ তুলব। আমরা দেখব স্লোনরা ব্যথায় কত জোরে চিৎকার করতে পারে।'

'তোমাকে মিছে অপেক্ষাতেই থাকতে হবে,' শান্ত স্বরে বলল টোনি।

হো হো করে হাসল স্যাণ্ডার্স, তারপর বনের দিকে এগোল। দড়ির ফাঁসে আটকানো অবস্থায় ঘোড়ার সাথে তাল রাখতে টোনিকে দৌড়াতে হচ্ছে। একবার সে পড়ে গেল—কয়েক গজ টেনে নিয়ে যাওয়ার আগে কার্লি থামল না। ওকে উঠে দাঁড়াবার সুযোগ দিল, কিন্তু দাঁড়াবার সঙ্গেসঙ্গে এমন টান দিল, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল টোনি। হেসে উঠল কার্লি। 'কেমন বোধ হচ্ছে স্লোন? কিন্তু আগামীতে যা আসছে, তার তুলনায় এটা কিছুই না। তোমার পায়ের পাতা আগুনের তাপ কতটা সহ্য করতে পারে? বাবা সেটা এক ইয়াঙ্কির ওপর প্রয়োগ করেছিল। সে তার সোনাদানা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে কিছুতেই বলছিল না। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ওর মুখে কথা ফুটল। বাবা ওকে শিক্ষা দিতে আগুনটা আরও কিছুক্ষণ জ্বলতে দিল।'

ওরা বনের বেশ ভিতরে ঢোকার পর টোনি তার সুযোগ দেখতে পেল।

ছুটে একপাশে সরে গিয়ে মাথা নিচু করে গাছের ফাঁক গলে একটা গাছের গুঁড়ির সাথে দড়িটা এক পাক পেঁচিয়ে দিল। এত দ্রুত এটা ঘটে গেল, কার্লি এমন একটা কিছু আশাই করতে পারেনি। টোনির এই চালে কেবল ঘোড়াটাই হোঁচট খেলো তা নয়, নিজেকে মুক্ত করার সময় পেল সে।

চিৎকার করে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে এগোল কার্লি, কিন্তু ততক্ষণে টোনি মাথা নিচু করে গাছের ডালের তলা দিয়ে ঘন হয়ে পাশাপাশি জন্মানো কতগুলো গাছের আড়ালে চলে গেছে। ঘোড়া নিয়ে ওখানে ঢোকার একটা পথ খুঁজে বের করতে কার্লির কিছুটা সময় লাগল।

পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল কার্লি, কিন্তু একটা ডালে ওর হাত বেধে গেল। কার্লির দিকে ঝাঁপ দিল টোনি। হঠাৎ কার্লি অনুভব করল পাদানিসহ তার একটা পা উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। পড়ে যাচ্ছিল, পমেল ধরে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল, কিন্তু টোনির খোলা হাতের কোপ আঙুলের ওপর পড়ায় হাত ছুটে গেল। পড়ে গেল সে—বুটসহ একটা পা পাদানির ভিতর ঢুকে গেছে। ওর মাথাটা মাটির সাথে ঠুকে গেল।

পাছার ওপর একটা প্রচণ্ড চাপড় খেয়ে আতঙ্কিত ঘোড়াটা শহরের দিকে ছুটল। প্রতি লাফের সাথে একবার করে আছাড় খাচ্ছে কার্লি।

কার্লির পিস্তলটা তুলে নিয়ে চেক করে দেখল মাত্র তিনটে গুলি আছে। পিস্তল হাতে শালাকোর দিকে এগোল টোনি—ওটা দুশো গজ দূরে। একটু খোঁড়াচ্ছে সে, পায়ে কিছুটা চোট পেয়েছে।

রাস্তার মাথায় এসে দেখল কার্লির ঘোড়াটা সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অ্যালফ আর পিট দড়িটা খুলছে। কার্লির পাশে সিম্পসন হাঁটু গেড়ে বসেছে।

টোনি যখন ওদের চল্লিশ গজের মধ্যে এসে গেছে তখন অ্যালফ্ স্যাণ্ডার্স মাথা তুলে তাকাল। 'আমি আমার পিস্তলটা ফেরত চাই, অ্যালফ্। খুব

সাবধানে ওটা বের করে ফুটপাতের ওপর রাখো।'

রাগে অ্যালফের ভিতরটা জ্বলছে। ওর পায়ের কাছে পড়ে আছে কার্লি। মারাত্মক রকম জখম হয়েছে—হয়তো মারা যাচ্ছে। এর আগে স্যাণ্ডার্সরা কখনও এমন নাজেহাল হয়নি।

আর সহ্য করতে পারল না সে। অ্যালফ্ বলল, 'পিট, এসো ওকে শেষ করে ফেলি।' সিম্পসন লম্বা একটা ডাইভ দিয়ে গুলির লাইন থেকে সরে গেল।

পিট আর অ্যালফ দুজনে একই সাথে পিস্তল বের করতে গেল। পিস্তল তুলে গুলি করল টোনি। আধপাক ঘুরল অ্যালফ—আবার গুলি করল টোনি। মুখ থুবড়ে কার্লির ওপর পড়ল সে। টোনির পিস্তল পিটকে কাভার করে আছে। পিস্তল তুলতে যাচ্ছে, স্লোন ওকে সাবধান করল, 'ওটা করতে যেয়ো না পিট, তাহলে আমি তোমাকে মেরে ফেলব!'

'আর ও যদি না মারে, তবে আমি মারব,' একটা নতুন গলার স্বর বলল।

সিম্পসন গুলির আওতা থেকে সরে গিয়ে উঠে বসেছে এখন। কোঁকড়া লম্বা চুলওয়ালা বিশাল আকৃতির একটা লোককে দেখতে পেল। পরনে শীপস্কিনের কোট। জিনের পিছনে একটা উইনচেস্টার ঝুলছে। রুক্ষ দেখাচ্ছে ওকে, প্রায় অবাস্তব। কেমন যেন একটা বুনো ভাব রয়েছে ওর মধ্যে। টোনি কয়েক পা পিছিয়ে গেল, ওখান থেকে নবাগতকে দেখা যাবে।

'হাওডি, লোগান! তোমাকে দেখে খুশি হলাম!'

আবার পিটের দিকে চোখ ফেরাল টোনি। 'কার্লিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়াই তোমার ভাল,' বলল সে। 'বুল স্যাণ্ডার্সকে বোলো আমরা ঝামেলা চাই না। তোমরাই গায়ে পড়ে ঝামেলা বাধিয়েছ। কিন্তু এতদিনে তোমাদের শখ মিটে যাওয়ার কথা।'

নাক দিয়ে জোরে শব্দ করল পিট। 'তুমি মনে করো বুড়ো বুল এটা সহ্য করবে? সে এলে ধোঁয়া তুলে ছেড়ে দেবে—মনে রেখো।'

'মরতে চাইলে আসবে। তুমি তাকে জানিও আমি কি বলেছি। এত গোলাগুলি আর চিৎকারের কোন প্রয়োজন নেই।'

সিম্পসন ধীরে মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'তোমরা দুজন ভিতরে এসো, আমি তোমাদের জন্যে ড্রিঙ্ক কিনব।' আড়চোখে লোগানের দিকে তাকাল সে। 'তুমিও কি একজন স্লোন?'

'ক্লিঞ্চ মাউন্টিনের লোগান স্লোন।' বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে টোনিকে দেখাল সে। 'ও কাম্বারল্যাণ্ড স্লোন। খুব ভাল মানুষ ওরা।'

বারে গিয়ে ড্রিঙ্ক ঢালল সিম্পসন। 'আমার মনে হচ্ছে তোমরা স্যাণ্ডার্সদের সত্যিই সিধে করতে পারবে। ওরা খুব বাজে আর নীচ ধরনের লোক।'

'আমরা শুধু একটা র‍্যাঞ্চ করতে চাই,' টোনি বলল। 'আমরা এখানে শান্তিতে বসবাস করতে এসেছি—ঝামেলা পাকাতে আসিনি।'

লম্বা র‍্যাঞ্চহাউসে টেবিলের পিছনে বসে আছে বুল স্যাণ্ডার্স। অর্ধেক গ্লাস হুইস্কি ঢেলে নিয়ে জগটা আবার টেবিলের ওপর রাখল। 'আগুনটা উস্কে দাও,' বলল সে। 'আমি গরম কফি চাই।'

এক ঘণ্টা আগেই কার্লির আধমরা থেঁতলানো দেহ আর অ্যালফের লাশ নিয়ে পিট স্যাণ্ডার্স ফিরেছে। কয়েক মিনিট আগে বুল যাদের গরু স্ট্যাম্পিড করিয়ে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে পাঠিয়েছিল, তাদের নিয়ে ফিরেছে চার্লি স্যাণ্ডার্স।

ওরা যে ব্যর্থ হয়ে ফিরেছে, সেটা বুলকে কারও মুখে বলে দিতে হয়নি। লোকগুলোকে নীরবে কোরালে নিয়ে যেতে দেখেই সে বুঝে নিয়েছে।

'ব্রুডি কোথায়?' সামনে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে চার্লিকে নামতে দেখে প্রশ্ন করল বুল।

'মরেছে। ঘটনার সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম না।'

গোড়ালির ওপর ঘুরে র‍্যাঞ্চহাউসে ফিরে এসেছিল সে। এখন টেবিলের পিছনে বসে দেখছে তার পরিবারের অবশিষ্ট কি রইল।

বুড়ো বুল প্রচণ্ড একটা নাড়া খেয়েছে। জীবনে এই প্রথম ঘটনাবলী তার বিরুদ্ধে যেতে শুরু করেছে। সে নিশ্চিত, সে জানে কেন...কারণ সে থামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

থামার কী দরকার ছিল? সে কি ক্লান্ত হয়ে পড়ছে? হুইস্কিতে চুমুক দিল বুল। গ্লাসটাকে দুহাতের আঙুল দিয়ে টেবিলের ওপর ঘুরাচ্ছে।

ওই কার্লি...কোন কাজই সে ঠিক মত করতে পারে না। বাঁধা একটা লোককে নিয়ে সে বনে ঢুকল, কিন্তু বেরোবার সময়ে ঘোড়ার টানে আছাড় খেতে খেতে বেরোল। অসহ্য।

'বার্ট,' আড়চোখে চোখা চেহারার যুবকের দিকে চেয়ে বুল বলল, 'তোমাকে কাজটা করতেই হবে। একেএকে ওদের সবাইকে হেঁটে ফেলো।'

কয়েকবার চোখের পাতা ফেলল বার্ট ফার্গো, একটু বিব্রত দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে কোন মন্তব্য করল না সে। এলাকাটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখেছে বার্ট, তার পক্ষে কতটা করা সম্ভব এটা সে জানে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে বলল, 'ওই বিশাল লোকটা, যার কথা পিট বলেছে, ওর নাম লোগান স্লোন। সে একজন আউটল গানফাইটার। তোমরা ওর থেকে দূরে থেকো। ও একটা বাঘ।'

হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটাল বুল। 'আমি জানতে চাই, ওরা গরু পার করল কিভাবে?'

'আমরা যা আশা করেছিলাম তারথেকে অনেক বেশি লোক ওদের

ছিল,' শান্ত স্বরে বলল চার্লি। 'ওদের মধ্যে কমপক্ষে একজন ইণ্ডিয়ান ছিল।'

'ওখানে কয়েকজন ইণ্ডিয়ান ছিল,' লিউট কাইম জানাল। 'ওরা যেন হঠাৎ মাটি থেকে গজিয়ে উঠল। ওরা গরুগুলোকে সোজা নদীতে নামিয়ে ফেলল। আমরা ওদের ছত্রভঙ্গ করার সুযোগই পাইনি।'

'ব্রুডির কি হয়েছিল?'

'সে একজন স্লোনের বিরুদ্ধে পিস্তল ড্র করেছিল। ও ছিল হেনরি স্লোন, যে কার্লিকে পিটিয়েছিল। জেকব আর আমি ছিলাম চার্লির সাথে। ওখানে স্লোনদের মোকাবিলা করার মত আর কেউ ছিল না।'

চার্লি নিজের কাপটা এতক্ষণ নাড়াচাড়া করছিল। এখন মুখ তুলে বুলের দিকে তাকাল সে। 'বাবা, আমরা ব্রুডিকে হারিয়েছি। কার্লির কাহিল অবস্থা। যদি বাঁচেও, এই ফাইট শেষ হওয়ার আগে সে আমাদের কোন কাজে আসবে না। বেন-এর হাত বর্তমানে অকেজো। অ্যাল্ফ মরেছে...আমার মনে হয় এখন আমাদের এখান থেকে সরে যাওয়ার সময় এসেছে।'

কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে পূর্ণ নীরবতা নেমে এল। সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। কেউকেউ চোরা চোখে বুলের দিকে চেয়ে তার মনোভাব বোঝার চেষ্টা করল। বুলের সামনে এমন একটা প্রস্তাব দেয়ার দুঃসাহস কারও হবে না। তবে চার্লিই একমাত্র মানুষ, যে এটা বলেও বুলের কাছ থেকে পার পেতে পারে।

'পাগলের মত কথা বলছ তুমি। ফাইট থেকে কখনও আমরা পিছিয়ে গেছি?'

'না। কিন্তু বোকা ছাড়া আর কেউ নিশ্চিত পরাজয়ের বিরুদ্ধে লড়ে না। বাবা, তুমি এই স্লোনদের চেনো না। ওদের পরিবারের অনেক লোক এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। আর ওদের একজন বিপদে পড়লে ওরা সবাই সাহায্য

করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমরা এখনও ঝামেলার কিছুই দেখিনি। বর্তমানে কেবল ক্রেইগ আর লোগান এসেছে, কিন্তু খবর পেলে সবাই আসবে।'

'বার্ট ওদের ছেঁটে ফেলবে।'

'হয়তো।'

সন্দেহের উগ্র ইঙ্গিতে ঝট করে মাথা তুলে তাকাল ফার্গো। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে গিয়েও শেষে চেপে গেল।

'এই স্লোনরা চাষী নয়,' বলে চলল চার্লি। 'ওরা সাধারণ কাউবয়ও নয়। ওরা প্রত্যেকেই শিকারী। সংগ্রাম আর দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে দিয়েই ওরা বড় হয়েছে। ওদের কথা আমি বহুবছর থেকেই শুনে আসছি। বিল আর টাইরেল স্লোনই সম্ভবত পিস্তল আর রাইফেলে ওদের মধ্যে সবথেকে ফাস্ট, তবে, হয়তো লোগানও ওদের সমকক্ষ।

'হেনরি, টোনি, টম—ওরা সবাই ভাল। যে গরু নিয়ে এসেছে, তার কথা আমি জানি না, তবে সেও কঠিন লোক ধরে নেয়া যায়।'

'চার্লি, ওসব বোকার মত কথা,' অধৈর্য স্বরে বলল বুল।

'হয়তো, কিন্তু ওদের কেউ মরলে প্রতিশোধ নিতে একজনের পর একজন আসতেই থাকবে। আমার মনে হয় আমাদের লাক্ ফুরিয়ে গেছে।'

কটমট করে চার্লির দিকে চেয়ে রইল বুল, কিন্তু কোন জবাব দিল না। হুইস্কি গলায় ঢেলে কফি-পট হাতে অপেক্ষা করছে সে। একটা উপায় তার মাথায় ঠিকই আসবে। সবসময়েই এসেছে।

অনেক দেশ ঘুরেছে সে, কিন্তু এত সুন্দর জায়গা আর কোথাও দেখেনি। এই এলাকা ছেড়ে যেতে তার মন সরছে না।

সবই তার প্ল্যান অনুযায়ী যাচ্ছিল। তারপর স্লোনরা এল। অজেয় থাকার সুনাম যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা বুল বোঝে। কিন্তু কার্লি অবুঝের মত স্লোনের সাথে গায়ে পড়ে লাগতে গেল। আধা-অসুস্থ অবস্থা নিয়েও

হেনরি ওকে পিটিয়ে দিয়ে স্যাণ্ডার্সদের অজেয় সুনামে সন্দেহের ছায়া ফেলল।

হঠাৎ সবই তাদের বিপক্ষে যেতে শুরু করল।

সবথেকে খারাপ কথা, এখন চার্লিও তাকে পুরোপুরি সমর্থন করছে না। অথচ চার্লিই ওদের মধ্যে সবথেকে বুদ্ধিমান এবং পিস্তলেও ওর হাত সবথেকে চালু। বাকি সবাই; ওরা একেবারে বুনো। তাকে ছাড়া ওরা আর কাউকে মানে না। বুল স্যাণ্ডার্স শান্ত লোকালয়ের মানুষকে হঠাৎ রাগে খেপে উঠতে দেখেছে। সেইসঙ্গে গাছে অনেক ফুল ফুটেছে...ফাঁসিতে ঝুলানো মানুষের ফুল।

পরে সে সব জেনেছে। মনট্যানার ভার্জিনিয়া সিটি ছেড়ে সে চলে আসার পরই ফাঁসি দেয়া শুরু হয়।

একটা চতুর অনুমান। হঠাৎ সকালে উঠে বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠল তার...বেরিয়ে পড়ল সে। নইলে হেনরি প্লামার আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে তাকেও ফাঁসিতে ঝুলতে হত।

তবে কি বয়স বাড়ার সাথেসাথে তার অনুমান শক্তি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে?

চার্লি কি সেই রকমই কিছু অনুমান করতে পেরেছে? চার্লি সবসময়েই খুব সাবধানী।

'ঠিক আছে, চার্লি, আগেও তোমার কথা ঠিক হয়েছে। আমরা আর একটা চেষ্টা করব...শুধু একটা। সেটা যদি বিফল হয় তবে আমরা উত্তরে ব্রাউন্স্ হোলের দিকে সরে যাব।'

অস্বস্তি বোধ করছে চার্লি, কিন্তু সে জানে তর্ক করে লাভ নেই। বুড়ো যে এটুকু স্বীকার করেছে সেটাই যথেষ্ট।

কার্লির ভাঙাচোরা রক্তাক্ত দেহটার কথা বারবার তার মনে

পড়ছে...তাই হলেও কার্লিকে সে মোটেও পছন্দ করে না। ওর ভিতর অসুস্থ কিছু একটা রয়েছে। কিন্তু তা হলেও ওকে ওই অবস্থায় দেখা...স্লোনদের মধ্যে কি আছে?

টেক্সাস রেঞ্জার ম্যাক পিয়ারসন বলেছিল, 'একটা মানুষ যদি বোঝে সে সত্য পথেই যাচ্ছে, এবং লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে মরিয়া হয়ে লড়ে, তাকে কেউ ঠেকাতে পারে না।'

হয়তো স্লোনদের বেলাতেও তাই।

পনেরো

শালাকোর রাস্তায় ফাইটের পরদিন দুপুরে গরু নিয়ে র‍্যাঞ্চে পৌঁছল ওরা।

গরু আনতে পারলেই যে র‍্যাঞ্চে কাজ শেষ হলো তা নয়। কাজ মাত্র শুরু হলো। ইন্ডিয়ানদের ওপর গরুর দেখাশোনার ভার ছেড়ে দিয়ে টোনি, স্ট্যান আর মিককে ঘাস কেটে খড় তৈরি করার কাজে নিয়ে গেল হেনরি। শীতে যখন বরফে ঘাস ঢেকে যাবে তখন গরুকে খাবার দিতে হবে। তাই প্রচুর খড় ওদের দরকার।

মিক-এর অবশ্য গরু পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এদের সঙ্গ ভাল লাগায় সে থেকে গেছে।

উঁচু জমির মাঠে ধান গাছের সমান উঁচু ঘাস জন্মায়। ওগুলো কেটে আনার জন্যে বাড়তি সাইদ্ (Scythe—বড় হাতলওয়ালা এক ধরনের

কাস্তে) কেনা হয়েছে এই কাজের জন্যে। হেনরি আর টোনি ছেলেবেলায় এই কাজ আগেও করেছে বলে চমৎকার ছন্দে সরল রেখায় ঘাস কাটতে পারছে। কিন্তু স্ট্যান আর মিককে অনেক কসরত করতে হচ্ছে।

রাইফেল আর পিস্তল সর্বক্ষণ হাতের কাছেই রাখছে ওরা। অবশ্য দু'একজন ইন্ডিয়ান সব সময়েই ওদের হয়ে নজর রাখছে। বাচ্চাদেরই এই কাজে ব্যবহার করছে ওরা। ওদের চোখ তীক্ষ্ণ, সাহায্য করতেও ওরা খুব আগ্রহী। নজর রাখাটা যোদ্ধার কাজ, সুতরাং এটা ওদের খুব পছন্দ।

স্যাণ্ডার্সদের কোন খবর নেই।

মাঝেমাঝে হেনরির মনটা চেরি ক্রীক আর ফস্টার র‍্যাঞ্চের দিকে ওকে টানে। কিন্তু এত কাজ পড়ে আছে যে কেউ একদিন কামাই করলে অন্যান্যদের প্রতি অন্যায় করা হবে। কেউ যদি মনে করে র‍্যাঞ্চ করা মানে শুধু আয়েশ করে বসে গরু দিনেদিনে কিভাবে মোটা হচ্ছে লক্ষ করা—তবে সে ভুল করবে। র‍্যাঞ্চিঙ কঠিন পরিশ্রমের কাজ—দেখি থেকে দেখি না পর্যন্ত। অর্থাৎ ভোরের আলো ফোটা থেকে শুরু করে রাতে যখন আর দেখা যায় না, ততক্ষণ খাটতে হয়। সপ্তাহে সাত দিন—কোন ছুটি নেই।

বার্ট ফার্গোর কথা ওরা সবাই শুনেছে। কিন্তু কিছু ঘটছে না দেখতে দেখতে মানুষ অসাবধান হয়ে ওঠে। পাহাড়ের দিকে চোখ রেখেছিল ওরা; ইন্ডিয়ানরাও ঘুরে ফিরে দেখছিল ওদের জন্যে। হঠাৎ একদিন রাইফেল শটের শব্দ শোনা গেল। একজন ইন্ডিয়ান ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল—মৃত।

হেনরির থেকে তিন ফুটও দূরে ছিল না সে। প্লেটে বীন বেড়ে নেয়ার জন্যে আগুনের ধারে এগিয়ে গেছিল স্লোন। হতভাগ্য ইন্ডিয়ানটা প্লেট হাতে বীন নেয়ার জন্যে তারই পরিত্যক্ত জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল। হেনরি নিশ্চিত গুলিটা তাকে লক্ষ্য করেই ছোঁড়া হয়েছিল। হয়তো লোকটা কক করার জন্যে মুহূর্তের জন্যে চোখ সরিয়েছিল; কিন্তু ট্রিগার টিপে দেয়ার

আগে খেয়াল করতে পারেনি তার টার্গেটের সাথে আর কেউ জায়গা বদল করেছে।

ক্যাম্প সরিয়ে, খোলা জায়গা থেকে বনের কিছুটা ভিতরে নিয়ে গেল ওরা। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা এড়িয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

'কাউকে ওখানে যাওয়া দরকার, ওর পিছনে,' বলল লোগান।

'আমি যাব,' বলে উঠল হেনরি, 'এখানে আমিই সবথেকে ভাল ইন্ডিয়ান। তাছাড়া ওর সাথে আমার আরও বোঝাপড়া আছে। লোকটা আমাকে লক্ষ্য করেই গুলিটা ছুঁড়েছিল।'

ওর কথায় যুক্তি আছে বুঝে কেউ আপত্তি করল না।

একজন খুনীকে অনুসরণ করা দুর্বলচিত্ত মানুষের কাজ নয়। এক সময়ে না এক সময়ে সে টের পাবে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। তখন শিকারই হয়ে দাঁড়াবে শিকারি।

যদি জলদি ওর দেখা পাওয়া যায় তবে সেটা তার কপালও হতে পারে আবার দুর্ভাগ্যও হতে পারে। সেটা নির্ভর করছে কে কাকে আগে দেখে তার ওপর। কিন্তু এটা সম্ভবত যত তাড়াতাড়ি সে চাইছে তত জলদি ঘটবে না। তাকে অনেক খুঁজতে হবে—তাও অত্যন্ত সাবধানে।

রাত হওয়ার পর একটা 'Y', অর্থাৎ গুলতির মত ডাল কেটে ইন্ডিয়ান লোকটার উচ্চতা আর কোথায় গুলিটা লেগেছে সব বিচার করে হেনরি তার রাইফেল ওটার ওপর বসিয়ে সে নিশ্চিত হলো গুলিটা ঠিক কোন জায়গা থেকে এসেছে। দিনে লোগানের টেলিস্কোপটা ধার নিয়ে এলাকা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল।

কিন্তু পাহাড়ে যাওয়ার আগে সে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে শহরে গেল। ওখানে প্রথমেই মার্গারেটের সাথে তার মুখোমুখি দেখা হলো।

মেয়েটা তার বাবার সাথে শহরে এসেছে কিছু কেনাকাটা করতে।

শহর, এত ছোট হলেও শহরই। ম্যাগির মত মেয়ের কাছে এর একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। তাই সেও এসেছে।

রাস্তা পার হয়ে স্টোরের দিকে যাচ্ছিল সে। ধুলোর থেকে বাঁচানোর জন্যে দু'হাতে লম্বা স্কার্টটা সামান্য উঁচু করে ধরেছে। দু'জনেই থমকে দাঁড়াল। পুরো দশ সেকেণ্ড দু'জন দু'জনের দিকে নীরবে চেয়ে থাকল। শেষে হেনরি বলল, 'হাওডি, ম্যাম!'

'হাউ ডু ইউ ডু?' ঠাণ্ডা স্বরে জবাব দিল ম্যাগি। ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে নামল হেনরি, আর ফুটপাতের ওপর উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। 'আমার বিশ্বাস তোমার ভাই খুব গর্ব বোধ করছে?'

'টোনি? কিসের জন্যে?'

'বেচারা কার্লি স্যাণ্ডার্সকে প্রায় মেরে ফেলেছিল সে। ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ওর লজ্জা হওয়া উচিত!'

অবাক হয়ে সে বলল, 'ম্যাম তুমি ঘটনা পুরো জানো না। কার্লি অপ্রত্যাশিত ভাবে দড়ির ফাঁসে আটকে ওকে বনের ভিতর নিয়ে যাচ্ছিল নির্যাতন করার জন্যে। টোনি কোনক্রমে ছাড়া পায় আর কার্লির ঘোড়াই ওকে টেনে নিয়ে গেছিল। আর কিছু নয়।'

'টোনি ওর হাত থেকে ছাড়া পেল! খুবই সম্ভবপর কথা, তাই না? কে ওকে সাহায্য করেছিল?'

'সে একাই ছিল, ম্যাম। বাকি সবাই আমরা তখন অনেক দূরে গরু নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।'

মেয়েটার চোখে ভর্ৎসনা। 'ওটা তোমার ভাইয়ের কথা। আমি এর একবিন্দুও বিশ্বাস করি না। কার্লি এমন ছেলেই না।'

'আমি দুঃখিত, ম্যাম, কিন্তু ঘটনাটা ওইভাবেই ঘটেছে।' বিরক্তিতে কিছুটা অতিষ্ঠ হয়ে সে বলে চলল, 'কার্লি কিছুই না, নেহাৎ খেলো মানুষ।

অ্যালফের যা গাটস্ ছিল বা অন্যান্যদের যা আছে, ওর তাও নেই। বুড়ো স্যাণ্ডার্সের নখের যোগ্যও হয়নি সে। ওর কেবল চেহারাটাই সুন্দর কিন্তু অন্তরটা কালো আর জঘন্য রকম নীচ।'

কঠোর স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ঘুরে স্টোরে ঢুকল সে। ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল স্লোন। মনেমনে নিজের ভাগ্যকে গালি দিচ্ছে। কল্পনায় কত মধুর সব সংলাপ করেছে মেয়েটার সাথে। কিন্তু একি হলো? তার ভাইয়ের সাথে কার্লির কি হয়েছে সেটার জন্যে মেয়েটা তাকে দোষী করবে এটা সে ভাবতেই পারেনি।

সে আঁচ করে নিল মেয়েটা কার্লি ছাড়া আর কারও কথা ভাববে না বলে মনোস্থির করে ফেলেছে। ভাল, ওকে তুমি নিতে পারো—মনেমনে ভাবল সে। ওখানে কাঠের ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে স্টোরে ঢুকতে দ্বিধা করছে, কারণ মেয়েটা ভাববে সে ওরই পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকেছে। অথচ স্টোরেই তার কাজ।

শেষে হ্যাটের কার্নিসটা টেনে একটু নিচে নামিয়ে ঘাড় কাত করে স্টোরে ঢুকল হেনরি। জনি লেস্টার এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার জন্যে কি করতে পারি, স্লোন?'

'তিরিশ ফুট লম্বা চামড়ার দড়ি চাই আমার,' বলল সে। 'সেইসাথে দুটো সরু পাতের হান্টিং নাইফ।' একটা ছোট কুড়াল আর কিছু পেরেকের সাথে টুকিটাকি আরও কয়েকটা জিনিস কিনল হেনরি। হাতে বোনা কাপড়ের একটা প্যান্ট (ওই কাপড়ে ঝোপের ঘষায় জিনস বা বাকস্কিনের মত এত শব্দ হয় না), আর শেইড্ দেওয়া একটা উলের ক্যাপও কিনল। হ্যাট ব্যবহার করবে না, কারণ ঝোপের ভিতর দিয়ে চলার সময়ে বারবার পড়ে যাবে হ্যাট।

বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ওর দিকেই এগোল ম্যাগি। কিন্তু ইচ্ছা করলে

সে উলটো দিকে গিয়ে অন্য দরজা দিয়ে বেরোতে পারত। চিবুক উঁচু করে অস্থির পায়ে ওর পাশ দিয়েই এগোচ্ছে মেয়েটা। হঠাৎ সাহস করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হেনরি বলল, 'ম্যাম, তুমি আমার সাথে ওই সেলুন—মানে, রেস্টুরেন্টে এক কাপ কফি খেলে আমি খুব খুশি হব।'

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো যেন মেয়েটা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে—কিন্তু তা ঘটল না। সোজা হেনরির দিকে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে চেয়ে সে বলল, 'ধন্যবাদ, মিস্টার স্লোন। তাহলে তোমার হাতটা আমাকে দাও।'

বাম কনুই ভাঁজ করে দাঁড়াল হেনরি। মেয়েটা হাত গলিয়ে তার বাম কব্জি কনুই-এর ভাঁজে রাখল। ঘাড় ফিরিয়ে হেনরি দোকানিকে বলল, 'জিনিসগুলোর জন্যে আমি পরে আবার আসব।' বেরিয়ে এল ওরা। হেনরির গর্ব বোধ হচ্ছে, মেয়েটা তার হাতে ভর দিয়ে চলছে—মনে হচ্ছে ওরা যেন বল্ নাচে যাচ্ছে।

পশ্চিমের সেলুন যে শুধু মদ খাওয়ার জন্যে তা নয়। ওর একপাশে খাওয়ার জন্যে আলাদা জায়গা থাকে, যেখানে ইচ্ছা করলে মেয়েরাও যেতে পারে। মেয়েরা উপস্থিত থাকলে বারের লোকজন গলা নামিয়ে কথা বলে, সেইসঙ্গে খারাপ ভাষা ব্যবহার করাও বন্ধ করে। স্টেজ কোচ থামলে যাত্রীদেরও ওখানে খাওয়ানো হয়।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভিতরে ঢুকল ওরা দুজন। অভ্যাস নেই বলে হেনরির কান দুটো গরম আর লাল হয়ে উঠেছে।

সিম্পসন, উঁচু দরের রেস্টুরেন্টের ওয়েইটার-এর মত বাম হাতের ওপর একটা ভাঁজ করা সাদা ন্যাপকিন ঝুলিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, 'তোমাদের কি দিয়ে আমি সেবা করতে পারি?' লোকটার কথাবার্তা ও মহিলার উপস্থিতিতে এখন কেতাদুরস্ত হয়ে উঠেছে।

দু'জনেই কফির অর্ডার দিল। কিন্তু কফির সাথে সিম্পসন প্লেট

বোঝাই করে চকোলেট কাপকেকও নিয়ে এল। হেনরির জানা ছিল না যে এখানে ওইসব জিনিসও পাওয়া যায়। জানলে সে নিজেই অর্ডার দিত।

যাক, ওখানে বসে ওরা দু'জনে কথা বলতে বলতে কফিতে চুমুক দিচ্ছে আর কেক খাচ্ছে। মেয়েটা আবহাওয়া নিয়ে কথা শুরু করল। ওদের মধ্যে যে কিছুক্ষণ আগেও কথা কাটাকাটি হয়েছে তার কোন আভাসই নেই ওর কথায়। হেনরি ওর বাঁবার কথা জিজ্ঞেস করল। মেয়েটা ক্রেইগ আর লোগান সম্পর্কে জানতে চাইল। তারপর কিভাবে যেন কথার মোড় ঘুরে কবিতায় চলে এল। ম্যাগি বলল ইদানীং সে একটা বই পড়েছে, ওটা টেনিসনের লেখা আইডিল্‌স্ অব দা কিঙ। চেরোকী নেশনে ওই নামের একজন কাউবয়কে চিনত হেনরি। কিন্তু এটা সে হতে পারে না। কারণ শেষ যখন হেনরি ওকে দেখেছে, লোকটা বই পড়তেই জানত না, লিখবে কি?

ম্যাগির কথায় হেনরি বুঝল বইটা তার মনের ওপর দারুণ ছাপ ফেলেছে। বিশেষ করে ওই ল্যান্সলট লোকটা, যে সবকিছুকেই বর্শা বিঁধিয়ে ঘুরে বেড়াত।

বইটা হেনরির পড়া নেই, সুতরাং বিশেষ কিছুই কাতে পারল না সে। কেবল মন্তব্য করল যে ওর ঘোড়াটা নিশ্চয় বিশাল ছিল, নইলে লোহার বর্ম আর মানুষের ওজন একসাথে নিতে পারত না।

যাহোক, একঘণ্টা চমৎকার টুকিটাকি কথা হলো ওদের দুজনে। কফি আর কেক এত জলদি শেষ হয়ে গেল বলে হেনরির দুঃখ হচ্ছে। তবু মনে হচ্ছে যেন ভাল সম্পর্ক নিয়েই আজ সে বিদায় নিতে পারবে। কিন্তু হঠাৎ সে বলল, 'বীচে তুমিই একমাত্র নুড়ি নও।'

ম্যাগি কি বোঝাতে চাইছে সেটা প্রথমে হেনরি বোঝেনি। তারপর মেয়েটা আবার বলল, 'মিস্টার ফার্গো আমার সাথে প্রায়ই দেখা করতে

আসছে। লোকটা চমৎকার।'

কি বলছে না ভেবেই সে বলে ফেলল, 'ওই লোকটাই তো আমাদের খুন করতে চাইছে। পাহাড়ে লুকিয়ে থেকে সে আমাদের দিকে গুলি ছোঁড়ে। আমাদের একজন ইণ্ডিয়ান কর্মচারীকে সে সেদিন খুন করেছে।'

ম্যাগির মুখটা কেমন যেন ফেকাসে হয়ে গেল। চট করে লাফিয়ে ওঠায় টেবিলটা উলটে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। যাওয়ার আগে সে বলল, 'হেনরি স্লোন, তোমাকে আমি আর কখনও দেখতে চাই না।'

বেরিয়ে গেল মেয়েটা।

সিম্পসন গ্লাস পালিশ করছিল। সে কারও দিকে না চেয়ে বলল, 'ওরা তোমার প্রতি উদাসীন থাকার চেয়ে রেগে থাকা অনেক ভাল।'

'আহ্, চুপ করো তো!' কথাটা ভদ্রভাবেই বলে বেরিয়ে এল হেনরি। রাগ হচ্ছে ওর; নিজের ওপর, সিম্পসনের ওপর, ম্যাগির ওপরও।

ষোলো

হেনরি যা বলেছে, সত্যি হলেও ওই সময়ে ম্যাগিকে কথাটা বলা তার ঠিক হয়নি। মার্গারেট ক্রস্টার পুরুষে ভরা দেশে একেবারে একা। বেশির ভাগ পুরুষই বয়সে তার থেকে বড়। কোন পার্টি নেই, নাচ নেই, বক্স সৌশ্যল্‌স্ (Box-socials) নেই—কিছুই নেই।

মেয়েদের সাথে মেলামেশায় একটু আড়ষ্ট হলেও দূর থেকে ওদের লক্ষ

করেছে হেনরি। সে জানে মেয়েরা পুরুষদের খেলাতে পছন্দ করে। একজনের বিরুদ্ধে আর একজনকে লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে আরও বেশি কাম্য করে তুলতে চায়। এতে ওদের দাম বাড়ে। তখন দুইপক্ষ থেকেই অনেক অনুনয়, বিনয়, তোয়াজ, আর তোষামোদ পায়। কার্লি স্যাণ্ডার্স মেয়েটার মন কেড়ে নিয়েছে বা নিয়েছিল। হেনরি এসেই বলল লোকটা খেলো, তারপর কার্লি সেটা নিজেও প্রমাণ করল।

ম্যাগি হেনরিকে যাই বলুক না কেন, সে নিশ্চয় স্টোরে অনেক কথাই শুনেছে। জনি লেস্টার বিবাহিত, এবং তার স্ত্রী ম্যাগীর বান্ধবী। ওর কাছ থেকে কার্লি যে কি প্রকৃতির লোক তা শুনেছে মেয়েটা। কফি খাওয়ার শেষে বার্ট ফার্গোর কথা তুলল ম্যাগি। হয়তো সে হেনরিকে একটু ঈর্ষাকাতর করে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু সে বলে বসল বার্ট কার্লির চেয়েও খারাপ।

পরদিন সকালে সবাই একত্র হলো। মিকও যোগ দিল ওদের সাথে। ওরা প্রত্যেকে জানে হেনরি যা করতে যাচ্ছে সেটা একটা জীবন-মরণ খেলা। এমন একটা মানুষের খোঁজে সে জঙ্গলে ঢুকতে যাচ্ছে, যার হাত রাইফেলে অব্যর্থ, এবং যে বিড়ালের মত নিঃশব্দে চলতে পারে। হেনরি জঙ্গলে ঢোকার পর দু'জনের মধ্যে একজনই কেবল বেরিয়ে আসবে।

লোকটা গুলি কমই ছোঁড়ে, এবং কদাচিৎ মিস্ করে। বার্ট গুলি করলে সাধারণত কেউ বাঁচে না। দু'একজন যারা বেঁচেছে তাদের মুখে শোনা যায় ফার্গোকে ওরা দেখতে তো পায়ইনি, সে যে আশপাশে কোথাও আছে সেটাও টের পায়নি।

কিছুক্ষণ এটাওটা নিয়ে কথা বলার পর উঠে দাঁড়াল হেনরি। রাইফেল আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তুলে নিয়ে সে বলল, 'আমি ঘোড়া নিচ্ছি না। ঘোড়া থাকলে একসময়ে ওকে কোথাও রেখে এগোতে হবে। খুনী জানবে ওকে নিতে আমাকে ফিরতেই হবে। কোনকিছুর সাথে আমি বাঁধা থাকতে

চাই না।'

মাত্র কিছুক্ষণ হলো সকাল হয়েছে। উপত্যকা কুয়াশায় কিছুটা ঢাকা। পরিবেশটা স্থির; স্তব্ধ। যেকোন শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যাবে। কিন্তু কোন শব্দ ওর কানে এল না। সময় নিয়ে খুব সাবধানে এগোচ্ছে হেনরি। ঘোরা পথ ধরেছে সে। বার্ট ফার্গো যে কোথায় আছে তার কোন ধারণা ওর নেই। তবে এটুকু জানে, যেখানে সে ওকে পাওয়ার আশা করবে তেমন জায়গায় সে থাকবে না।

হেনরির প্রথম গন্তব্যস্থল হলো যেখান থেকে সে গুলিটা ছুঁড়েছিল। এখন পর্যন্ত অঙ্কের মতই কাজ করছে স্লোন। ওখানে গেলে সে জানতে পারবে কি ধরনের জায়গা থেকে লোকটা গুলি ছুঁড়তে পছন্দ করে। সম্ভব হলে ওর একটা পরিষ্কার পায়ের ছাপ দেখতে চায়, যেন পরে আর কোথাও ওই ছাপ দেখলে চিনতে পারে।

সাবধানে বনের ভিতর দিয়ে ধীরেধীরে উত্তরে এগোল স্লোন। লিটল্ ডেড্উড্ পাল্প্-এ পৌঁছে ওখানে ট্র্যাক খুঁজল। পানির ধারে কেবল বুনো জীবজন্তু ছাড়া অন্য কোন ট্র্যাক দেখতে পেল না। খরস্রোতা ঝর্নাটা পেরিয়ে ঝর্না ধরেই উপরে ওঠা শুরু করল। একেকবারে কয়েক গজ করে এগোচ্ছে। কিছুটা এত উঁচুতে বাতাস পাতলা হওয়ার কারণে, আর কিছুটা পাহাড়টাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করে সবথেকে ভাল আড়াল বেছে নিয়ে এগোবার তাগিদে। প্রায় দশ হাজার ফুট উচ্চতায় উঠে পাহাড়ের গা ঘেঁষে পুব দিকে রওনা হলো। দুপুর নাগাদ কতগুলো দেবদারু গাছের আড়ালে ঘাঁটি গেড়ে বসে বল্ডি পাহাড়টার ওপর নজর রাখা শুরু করল।

লোগানের টেলিস্কোপটা চোখে লাগিয়ে ডেড্উডের তলা থেকে শুরু করে বল্ডির মাথা পর্যন্ত একঘণ্টারও বেশি সময় নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। প্রথমে প্রতি দশ ফুট অন্তর ধীরে টেলিস্কোপটা আড়াআড়ি ভাবে সরিয়ে ওই

পাহাড়ে জীবনের চিহ্ন খুঁজল। দুবার দুটো হরিণ দেখতে পেল, নিশ্চিন্তে ঘাস-পাতা খাচ্ছে ওরা। দু'একবার পাখি উড়তেও দেখল, কিন্তু ওরা ভয় পেয়ে ওড়েনি।

তারপর বল্ডিতে ওঠার পথ খোঁজা শুরু করল। একটা ভাল পথ দেখতেও পেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ওটা বাতিল করে দিল। বার্টও ওটা দেখেছে, সুতরাং ওদিকে নজর রাখবে সে। শেষ পর্যন্ত যেটা বেছে নিল সেটাই ওর মতে সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত হবে। কিন্তু সময় অনেক বেশি লাগবে। তবু নড়ল না সে; ওখানে বসেই রাস্তাটার ওপর নজর রাখল। মাঝেমাঝে পাহাড়ের গায়েও চোখ বুলাচ্ছে। কিছুই নেই।

খুব সাবধানে আড়াল ধরে এগিয়ে গাল্‌শের নিচে পৌঁছল হেনরি। তারপর ওপাশে পাহাড়ে ওঠা শুরু করল। একঘণ্টা পরেই লোকটা কোথাথেকে গুলি করেছিল সেটা দেখতে পেল। রাইফেল নল স্থির রাখার জন্যে একটা ছোট মাটির ঢিবি তৈরি করেছিল বার্ট; নিজের বসার জন্যেও বেশ আরামদায়ক জায়গা দেখেই ওটা বেছে নিয়েছিল।

হেনরিদের আগের ক্যাম্প ওখান থেকে চারশো গজ মত হবে। পুরোটাই ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মাঝে কোন বাধা নেই। লোকটা যে এখানে ছিল সেটা ঢাকার কোন চেষ্টাই সে করেনি। হয়তো ভেবেছিল কেউ তাকে শিকার করতে বা এই জায়গাটা খুঁজতে আসবে না। কিংবা সে টোপ হিসেবে চিহ্নটা রেখেছে।

গোড়ালির ওপর বসতে গিয়ে কল্পনাটা ওর মাথায় আসতেই ঝাঁপ দিয়ে বাম কাঁধের ওপর গড়িয়ে সরে গেল ঝোপের ভিতর। মুহূর্তে একটা রাইফেলের গর্জন ওর কানে পৌঁছল। তিরিশ ফুট সরে যাওয়ার পর গুলির শব্দ শোনার কথা তার মনে পড়ল। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে সে।

বার্ট জানে সে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু হেনরির কোন ধারণাই

নেই হত্যাকারী লোকটা কোথায়। ঢাল বেয়ে দ্রুত কিছুটা নিচে নেমে পাহাড়ের গা ঘেঁষে পাশের দিকে সরে গেল সে।

হেনরির মনে প্রশ্ন জাগছে, লোকটা কি পালিয়ে যাচ্ছে? নাকি তাকে অনুসরণ করছে? কিন্তু উত্তরটা সে জানে। এই বার্ট ফার্গো লোকটা নিশ্চিত—হয়তোবা স্থির নিশ্চিত, যে এই খেলায় সে সবার সেরা। হয়তো আসলেও তাই। সেটা সত্যি হলে হেনরির মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ওখানে ঝোপের আড়ালে ওত পেতে বসে চারপাশে মোটামুটি নজর রাখতে পারছে। বর্তমান পরিস্থিতি ভাল মত বিচার করে দেখে তার মনে হচ্ছে ইউটে ইন্ডিয়ানকে মারার পর সম্ভবত লোকটা আরও কিছুটা উপরে উঠে অপেক্ষা করছিল। সে জানত কেউ না কেউ আসবে এবং সে আরেকটা শিকার হাতের আওতার মধ্যে পাবে।

হেনরি অপ্রত্যাশিত পথ ধরে আসাতেই সে প্রথমে ওকে দেখতে পায়নি। শিকারি হতে গিয়ে স্লোন এখন নিজেই শিকার হতে চলেছে। পরিস্থিতিটা তার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না। লোকটা বল্ডির ঢালগুলোর সাথে গত কয়েকদিনে ভালভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এর পিছনের পিঠ? সে যদি কোনক্রমে ওকে পিছনের ঢালে নিয়ে যেতে পারে তবে সেটা দুজনের জন্যেই সমান অপরিচিত হবে। কিন্তু তা করতে হলে তাকে ওখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হবে।

সবথেকে খারাপ কথা হচ্ছে লোকটা তার উপরে কোথাও রয়েছে। পায়ের তলায় কোন কাঠি না ভেঙে, একটা নুড়িও পায়ের ধাক্কায় গড়িয়ে নিচের দিকে যেতে না দিয়ে ভূতের মতই নিঃশব্দে এগোল হেনরি। নরম কাপড়ের সাথে পাতার ঘষায় যে শব্দ হচ্ছে সেটা একফুট দূর থেকেও হয়তো শোনা যাবে না।

সে কি তার ঘোড়া কোথাও লুকিয়ে রেখেছে? রাতে কি সে পাহাড়েই

থাকে? নানান রকম চিন্তা চলেছে হেনরির মাথায়। একটা খবর সে জানে, মারগারেট ফস্টারের সাথে সে ইদানীং দেখা করেছে—অর্থাৎ ওকে পাহাড় থেকে নামা-ওঠা করতে হয়। অর্থাৎ ইচ্ছা করলেই নামা বা ওঠার পথে ওকে বাধা দিতে পারে হেনরি। একটা অ্যাস্পেন উপবন পেরিয়ে, কিছু দেবদারু গাছকে ঘুরে কোনাকুনি ভাবে উপর দিকে উঠতে শুরু করল।

হঠাৎ একশো গজ দূরে ছাই রঙের মোকাসিন পরা একটা পা দেখতে পেল। রাইফেল তুলেই গুলি করল হেনরি। পা'টা অদৃশ্য হলো। আন্দাজেই ঝোপ লক্ষ্য করে দুটো গুলি ছুঁড়ল, তারপর পিছলে তিরিশ ফুট নিচে নেমে এল সে। উঠে দাঁড়িয়েই নিঃশব্দে ঝোপের ভিতর দিয়ে ঘুরে ওর উপরে ওঠার জন্যে ছুটল।

এত উঁচুতে বেশিক্ষণ দৌড়ানো কারও উচিত নয়। যদিও সে পাহাড়ে অনেক দিন ছিল, কিন্তু সেগুলো এত উঁচু পাহাড় নয়। যারা বহু বছর এই উঁচু এলাকায় কাটিয়েছে, কেবল তাদের পক্ষেই এটা সম্ভব। পরিশ্রমে হেনরির বুকের ভিতরে যেন হাতুড়ি পেটা চলেছে। উপরে ওঠার সময়ে সে যতটা সম্ভব আড়াল ব্যবহার করেছে। এখন সে অন্তত তিনশো গজ উপরে উঠে এসেছে।

একটা ভাল ঘাঁটিতে আছে সে। ডান দিকটা একেবারে ফাঁকা, আর বাম দিকে কিছু ঝোপঝাড় থাকলেও সেটা বেশ পাতলা। ওর অজান্তে ওর পিছনে যাওয়ার কারও উপায় নেই। কিন্তু ওর ঠিক নিচে কিছু ঝোপ রয়েছে; ওখানে একজনের লুকানো সম্ভব। তবে তার আগে বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা আছে, যেটা পার হয়ে ওর ওখানে পৌঁছতে হবে।

অনেকক্ষণ কিছুই নড়ল না হঠাৎ একটা পাখি আকাশে উড়ল। অবশ্য এটা হয়তো কিছুই নয়—অথবা অনেক কিছু। রাইফেল তৈরি রেখে ঢালের ওপর নজর রাখল হেনরি। এক টুকরো জার্কি (শুকনো গরুর মাংস) প্যাক

থেকে বের করে চিবাচ্ছে আর অপেক্ষা করছে সে।

হঠাৎ একটা শব্দের পর কয়েকটা নুড়ি গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ হেনরির কানে এল। কিন্তু ডান দিকে ওখানে কিছুই নড়ছে না। মাটির সাথে মিশে অপেক্ষা করছে—হঠাৎ বাম দিকে একটা নড়াচড়া লক্ষ করল। মাত্র একটা ছায়া। ওকে আরও একটু এগোবার সুযোগ দিয়ে মাটিতে শুয়েই গুলি ছুঁড়ল সে। তারপর আবার—এবং আবার। কিছু নুড়ি গড়িয়ে নিচে পড়ল, কিন্তু হেনরি জায়গা থেকে নড়ল না। ও যদি মরে থাকে তাতে তার কিছু আসেযায় না। কিন্তু যদি সে বেঁচে থাকে তবে হেনরির জন্যে পিস্তল হাতে তৈরি থাকবে সে। স্লোনরা কেউ এত বোকা নয় যে ঝুঁকি নেবে।

একঘণ্টা পেরিয়ে গেল...শীঘ্রি অন্ধকার হয়ে আসবে। নিচে কারও চাপা গোঙানি শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু বিভ্রান্ত হতে রাজি নয় হেনরি। সে নিশ্চিত এটা একটা চালাকি।

সরে পড়ার সময় এসেছে। নিঃশব্দে দ্রুত এগিয়ে একটা অ্যাসপেন বাগানে ঢুকল। এত বড় অ্যাসপেন কানন সে জীবনে দেখেনি। ওখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার ফাঁকে রাইফেলে খরচ করা গুলিগুলো আবার ভরে নিল।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে। ওই লোকটা এখন কি করবে? নিজেকে দিয়ে বিচার করল হেনরি। এই অবস্থায় মার্গারেটের মত একটা মেয়ে অপেক্ষায় থাকলে সে তার কাছেই যেত। সম্ভবত লোকটা তার ঘোড়াও ওদিকেই কোথাও বেঁধে রেখেছে—আড়ালে।

পাহাড় থেকে নেমে ক্যাম্পে ফিরে নিজের ঘোড়া নিয়ে চেরি ক্রীকের পথে ঘোড়াটাকে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে অপেক্ষায় রইল সে। একঘণ্টা পরে বার্ট ফার্গো রবিবারে গির্জায় যাওয়ার মত পোশাকে ট্রেইল ধরে এগিয়ে এল। ওখানেই ওকে শেষ করতে পারত হেনরি, কিন্তু এটা ওর নীতি নয়।

তাছাড়া এটা করলে টোনি, লোগান, ক্রেইগ বা কিটসনের কাছে সে মুখ দেখাতে পারবে না। বার্ট গুপ্তঘাতক হলেও সে তা নয়। ওকে বিনা বাধায় যেতে দিল হেনরি।

বার্ট অদৃশ্য হওয়ার পর সেও ফস্টার র‍্যাঞ্চের পথ ধরল। র‍্যাঞ্চে পৌঁছে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ওকে পানি খাইয়ে বার্টের ঘোড়াটার পাশেই ওকে বেঁধে দরজায় নক্ করল।

ডেভিড ফস্টার দরজা খুলল। 'হাওডি, বাছা! খুশি হলাম! তুমি সময় মতই এসেছ! সাপার তৈরি!'

ফস্টার ওকে খাওয়ার ঘরে নিয়ে গেল। হেনরিকে দেখে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল বার্টের মুখ। কিছুটা রঙ হারাল সে। আর ম্যাগি, সেও বিস্মিত হয়েছে। কিন্তু খুশিও হয়েছে—দুজন প্রেমিক একসাথে! আর কি চাই? অবশ্য পাহাড়ে কি ঘটেছে সে সম্পর্কে কিছুই জানে না ম্যাগি।

'মিস্টার স্লোন,' সপ্রতিভ ভাবে বলল সে, 'তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই, এ হচ্ছে মিস্টার ফার্গো।'

ওর দিকে চেয়ে হাসল স্লোন। 'আমি মিস্টার ফার্গোর সাথে পরিচিত হওয়ায় আগ্রহী ছিলাম,' বলল সে। 'কথা হচ্ছে, আজ সারাদিন আমি কেবল ওর কথাই ভেবেছি।'

'তাই?' বিভ্রান্ত মার্গারেট প্রশ্ন করল।

'অবশ্যই! ও এমন একজন মানুষ যার সম্পর্কে মানুষকে ভাবতেই হয়। আমি এখন বুঝি কেন একটা মেয়ে ওর জন্যে এত ভাবে। তবে তুমি যদি আমার কথা বিশ্বাস করো, তবে বলি, ওকে গাঁথা খুব কঠিন।'

'মিস্টার ফার্গোর সাথে আমার মাত্র কয়েকদিন আগেই পরিচয় হয়েছে,' সপ্রতিভ ভাবে বলল ম্যাগি।

'তুমি ওকে সময় থাকতেই বেঁধে ফেলো, ম্যাম,' বলল হেনরি, 'কারণ

সে হয়তো আমাদের সাথে বেশিদিন থাকবে না।'

ওদের দুজনকেই অবাক করে দিতে পেরে খুব ভাল বোধ করছে হেনরি। ওর উপস্থিতিতে দু'জনেই কিছুটা ভারসাম্য হারিয়েছে। এতে ওর রসিকতা করার প্রবণতা আরও জেগেছে। লোকটাকে আগে কখনও দেখেনি সে। অন্তত ওকে কিছুটা যাচাই করে দেখার সুযোগ পেয়েছে।

বার্টের গড়নটা ভাল, শক্ত হলেও কিছুটা হালকা। কিন্তু ওর রসবোধ একটু কম। বয়সের তুলনায় ওকে একটু বয়স্ক দেখাচ্ছে এখন। খুব খেপেছে লোকটা। হেনরি পরিষ্কার বুঝতে পারছে মানুষ ওকে সমীহ করে চলুক, এটাই সে চায়। কিন্তু হেনরি কোনদিন কাউকে ভয় করে চলেনি। ওর কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে যেটার ব্যবহার সে খুব ভাল জানে। হয়তো শেষ পর্যন্ত ওর মোকাবিলায় মারা পড়বে সে। কিন্তু জীবনে কোনদিন কাউকে সে ভয় করে চলেনি। আজও তার ব্যতিক্রম হবে না। সে ওরকম মানুষ আগেও অনেক দেখেছে।

মুখ তুলে সে চেয়ে দেখল ওর কপালে একটা দাগ।

'মিস্টার ভার্গো,' বলল সে, 'তোমার একটু সাবধানে চলাফেরা করা দরকার। মনে হয় অন্ধকারে কোথাও তোমার মাথা ঠুকে গেছে।'

'আমার নাম ফার্গো,' চটে উঠে বলল সে। 'হ্যাঁ, আমি আগামীতে আরও সাবধান হব। কিন্তু আমার কাজটা খুবই সহজ। তোমার কিছুই নেই, আগামীকাল—'

'আজ রাতে কি অসুবিধা? আমরা কিছুদূর গিয়ে সামনাসামনি এর সমাধান করতে পারি।' প্রস্তাব দিল সে।

'আমি এত বোকা নই!' রাগের সাথে বলল সে।

ম্যাগি আরও খাবার আনতে গেছিল, ফিরে এসে দুজনের দিকে চেয়ে মুচকে একটু হাসল। দুজন প্রেমিক একসাথে। দারুণ উপভোগ করছে সে।

আসল ঘটনা যে কি, তা আঁচ করতে পেরেছে কিনা সেটা ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না।

'এটা সত্যিই খুব আনন্দের বিষয় যে মিস্টার ভার্গোর সাথে আমার এভাবে পরিচয় হয়ে গেল। স্যান হুয়ান (San Juan) বেসিনে বেশি লোকের সাথে আমার পরিচয় হয়নি। আমি পরিচিত হতে আগ্রহী।' ওর দিকে চেয়ে একটু হাসল হেনরি। 'তুমি তো স্যাণ্ডার্স পরিবারের সাথে জড়িত,' বলে চলল হেনরি, 'মাত্র কয়েকদিন আগেই আমরা যখন গরু আনছিলাম, অন্ধকারে ওরা সবাই আমাদের গরু আনতে সাহায্য করার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে ছিল। অথচ আমাদের ভালভাবে পরিচয়ও হয়নি। একেই আমি বলব প্রতিবেশীসুলভ কাজ।' ম্যাগীর দিকে তাকাল সে। 'তোমার কি মত?'

'কথাটা আমার কানে আসেনি–' মেয়েটা এখন সাবধান হয়েছে, বুঝতে পারছে ভিতরে ভিতরে কিছু একটা চলছে। বার্ট ফার্গো সম্পর্কে হেনরি কি বলেছিল তা মনে পড়ছে ওর। লোকটা নিজের অনুভূতি ঢাকতে শেখেনি। একটা অন্ধ লোকও বলতে পারবে সে রেগেছে।–'আমি বলব এটা ওরা খুব ভাল করেছে।'

'আমারও তাই মত। বিশেষ করে আমরা যখন ওদের ভাল করে চিনিও না, বুঝলে? বারোজন লোক অন্ধকারে বসে অপেক্ষা করছিল তাদের সাহায্য দিয়ে আমাদের চমকে দেয়ার জন্যে। কিন্তু আমরা আগেই কিছু ইণ্ডিয়ান লোককে কাজে নিয়েছিলাম, তাই ওদের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে আমরা নিজের কাজে মন দিলাম।'

ফস্টার ওখানে বসে আছে, কিছু বলছে না, কিন্তু কিছু মিস্‌ও করছে না।

লোকটা বোকা নয়, আর কিছু কথাবার্তাও ওর কানে গেছে। তাছাড়া

ব্যাপারটা সুস্পষ্ট। ওরা কেবল একটা কেবিনই তৈরি করেছে, কিন্তু জমির উন্নতির জন্যে কিছুই করেনি। স্লোনরা অনেক গরু নিয়ে এসেছে, এটা এখানে বসবাস করার ইচ্ছার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

'আমরা এখন গড়তে যাচ্ছি,' ম্যাগিকে বলল স্লোন। 'বাড়ি তৈরি করব, গুদাম করব, তারপর গান গাইব। স্লোনরা গাইতে পারে...আমি না, আমার গলা তেমন ভাল না...যা গাই, সেটা শান্ত ঘোড়ার পিঠে চলতে চলতে নিজের মনেই গাই। আমি বেহালা ভাল বাজাতে পারি। টোনির গানের গলা খুব ভাল। চমৎকার গাইতে পারে সে।'

'পার্টি আমার খুব পছন্দ,' বলল মার্গারেট। 'কিন্তু আমরা এখানে আসার পর কাউকে পার্টি দিতে দেখিনি। মনে হয় এখানে লোকজনের অভাব।'

'ম্যাম, একটা পশ্চিমের পার্টিতে লোকজনের অভাব হয় না। আমি ষাট সত্তর মাইল দূর থেকে কাউবয়দের আসতে দেখেছি কেবল একটা সুন্দরী মেয়েকে দেখার জন্যে–আর, ম্যাম, তুমি হচ্ছ সুন্দরীদের সেরা!'

মেয়েদের সাথে কথা বলার সময়ে হেনরির কথা আসে না, জিভ জড়িয়ে যায়। সম্ভবত বার্ট ফার্গো টেবিলে উপস্থিত আছে বলেই আজ সে এত কথা বলছে। লোকটাকে খেপিয়ে দারুণ আনন্দ পাচ্ছে সে। অস্ত্র সে আগেও ব্যবহার করেছে, কিন্তু সেটা নিজের জীবন বা সম্পত্তি রক্ষা করার জন্যে। ফার্গোর মত ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে সে হত্যা করেনি।

মার্গারেট অবাক হয়েছে, খুশিও হয়েছে। মেয়েটা এমন ভাবে হেনরির দিকে তাকাল যে বোঝা যাচ্ছে কথাটা যে হেনরির মুখ থেকে বেরিয়েছে এটা বিশ্বাস করতে পারছে না সে। অবশ্য হেনরি নিজেও অবাক হয়েছে।

'উপত্যকায় লোকজন থাকলে ভাল লাগে, মিস্টার ভার্গো,' বলল সে। 'এখানে এমন লোক দরকার যারা গড়বে. এটাকে বাস করার জন্যে আরও

সতেরো

ঘড় তৈরির শেষে যখন লোগান শালাকোতে পৌঁছল তখন দেখল সিম্পসনের সেলুনের ওপর একটা নতুন সাইন ঝুলছে—দা গোল্ড মাইনার্স ডটার—পাশে একটা লাল জামা পরা তরুণীর প্রতিকৃতি। মেয়েটার কানে বড়-বড় দুটো মাকড়ি।

সিম্পসন বাইরে ওটার দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে আছে। 'এখন ওইযে,' বলল সে, 'একটা শিল্পকলা দেখো!'

'শিল্পীটা কে?'

'কে, জিজ্ঞেস করছে ও। আমি! প্যাট সিম্পসন।'

'মনে হয় তোমার আরও কিছু ট্রেইনিঙের দরকার আছে,' মন্তব্য করল সে। 'তবে আর্ট বাদ দিয়ে যাওয়াই হয়তো ভাল হবে,' পেইন্টিঙটা ভাল করে যাচাই করে দেখে বলল সে।

ওরা ভিতরে ঢুকল। দিনটা গরম। কিন্তু বিয়ারটা ঠাণ্ডা।

'তুমি সুইডিশ হয়ে তুমি প্যাট নাম কিভাবে পেলে?' প্রশ্ন করল লোগান।

'আমার মা ছিল আইরিশ, ওর ভাই বোস্টনে পুলিশে কাজ করত। ওর নামেই আমার নাম। তোমার নাম কিভাবে এসেছে?'

'একজন সার্কিট ধর্মজাযকের নামেই আমার নাম। আমার মা খুব ধর্মপরায়ণ ছিল। আমার ক্রিসনিঙের সময়ে সে আমাকে একটা বাইবেল

উপহার দিয়েছিল।'

'ওটা পড়েছ?'

'নিশ্চয়, যেকোন অধ্যায় থেকে প্রশ্ন করো সব আমার মুখস্থ।'

'তুমি কি এখানে একাই এসেছ?'

'অসুবিধা কি? আমার কোন সাহায্যের দরকার নেই।'

'এইমাত্র স্যাণ্ডার্সরা এল।'

আড়চোখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। দেখল বুল স্যাণ্ডার্সের সাথে আরও কয়েকজন রয়েছে। 'স্যাণ্ডার্সদের সাথে জড়াতে আমি চাই না। এখন টৌনি থাকলে সুবিধা হত, কিন্তু আমি ওদের আনন্দ মাটি করতে চাই না।'

পিছন দিক থেকে বারে ঢুকেছে রেড।

এক চুমুক বীয়ার খেয়ে লোগান সিম্পসনকে বলল, 'তোমার যদি কোন কিছু থাকে যেটা তুমি রক্ষা করতে চাও, তবে সেটা এখনই সরিয়ে ফেলো।'

বুল স্যাণ্ডার্স ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। লিউট কাইম, চারপাশ ভালমত দেখে নামল। কিন্তু জেকব পিচারই সবথেকে আগে সেলুনে ঢুকল। লোগানকে দেখে থমকে দাঁড়াল সে।

'হাওডি, জেকব! তুমি বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে এসেছ, কিন্তু তোমার সাথে ঘোড়াও আছে দেখছি।'

'তোমার কথার মানে?' একটু ইতস্তত করে প্রশ্ন করল জেকব।

'মানুষ যখন বাড়ি থেকে এত দূরে থাকে, তখন আমার বিশ্বাস তার বাড়ির পথ ধরাই ভাল,' উৎফুল্ল স্বরে বলল লোগান।

'আমি থাকব।'

'ঠিক আছে, আমি যখন কারও ফিউনারেলে যাই, আমি সুন্দর করে

সাজানো শব দেখতেই পছন্দ করি। কথা দিচ্ছি, তোমাকেও ওরা সুন্দর করেই সাজাবে, জেকব।'

রেড এগিয়ে এল। 'ওর উপদেশটা নাও, জেকব,' বলল সে। 'একবার আমি ওদের একজনের উপদেশ শুনে পালিয়েছিলাম। কিন্তু কোনদিন পস্তাইনি।'

'ও একাই আছে তাই না?'

'না, জেকব, তা নয়। স্ট্যান কিটসনকে আমি ওপাশে স্টোরে ঢুকতে দেখেছি। লোকটা নিখাদ বিষ। সে এমন একজন মানুষ, যে হাতে পিস্তল থাকলে কাউকে পরোয়া করে না।'

'লোগান আর স্ট্যান, কিন্তু বাইরে রয়েছে ছয়জন, আরও চারজন আসছে। এতজনকে ওরা হারাতে পারবে?'

হাসল রেড। 'আমার কথা ভুলে যাচ্ছ তুমি,' বলল সে। 'আমার বিশ্বাস আমার হাতও তোমার মতই চালু, জেকব।'

'তোমাকে আরও একটা কথা জানাই, জেকব, টোনি নদীর ধারে একটা গাছ কাটছিল, সে তোমাদের আসতে দেখেছে। বর্তমানে সে, ক্রেইগ আর মিকের সাথে পিছনের আস্তাবলে আছে।'

'আমাকে একটা বীয়ার দাও,' বলল জেকব, 'এতদূর ঘোড়া চালাতে আমার পিপাশা লাগবে।'

'ওটা ঘোড়ার পিঠেই খেয়ো,' মন্তব্য করল লোগান। 'ওরা আসছে, এখনই বাজনা শুরু হবে।'

বুল স্যাণ্ডার্স দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। সে পিছনের দরজাটা বন্ধ হতে দেখল। তার কঠিন চোখ জোড়া লোগানের দিকে ফেরাল সে। 'তোমার কথা আমি শুনেছি,' বলল বুল।

'আমি সাধারণত পিস্তল দিয়েই লড়ি,' বলল লোগান, 'কিন্তু আজ

আমি তোমাকে খালি হাতেই পেটাব।'

বিরক্ত ভাবে আড়চোখে ওর দিকে তাকাল বুল, 'বোকার মত কথা বোলো না, কেউ আমার কাছেও ঘেঁষতে পারেনি।'

'হয়তো ওরা কাজটা ঠিকমত করেনি,' বলে, ওকে আঘাত করল লোগান।

বিয়ারটা বারের ওপর রেখে উল্টো হাতের মারে ওর ঠোঁট থেঁতলে দিল লোগান। দুজনেই বিশাল, কিন্তু বুল স্যাণ্ডার্স লোগানের চেয়ে ওজনে অন্তত বিশ পাউণ্ড বেশি। লোগান স্লোন প্রায় ওর সমানই লম্বা, কিছুটা হালকা হলেও ওর কাঁধ চওড়া—অনেকটা V শেইপ্ দেহ। বাম হাতে একটা ঘুসিও ছুঁড়েছিল সে। কিন্তু মাথা সরিয়ে নিয়ে বিশাল হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল বুল। লোগান ডান হাতের তালুতে ওর চিবুকে ঠেকিয়ে মাথাটা পিছন দিকে ঠেলে দিল লোগান। তারপর বাম হাতে পাঁজরের ওপর দুটো ঘুসি বসিয়ে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল। স্যাণ্ডার্সের প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেয়ে বারের ওপর পড়ল লোগান। ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে চার্জ করে এল স্যাণ্ডার্স। রোল করে সরে গেল লোগান। কিন্তু যাওয়ার আগে ডান হাতে ওর কানের ওপর একটা ঘুসি বসাল। কান ফেটে দরদর করে রক্ত বেরিয়ে এল।

বিড়ালের মত ঘুরে দাঁড়াল বুল। ডান আর বাম হাতে লোগানের মাথায় দুটো ঘুসি মেরে তেড়ে এগিয়ে এল। মাথার ওপর থাবা চালিয়ে মাথাটাকে নিচু করে হাঁটু দিয়ে মুখের ওপর প্রচণ্ড আঘাত করল লোগান। নাক ভেঙে গেল ওর।

এবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজনে সমানে ঘুসি মেরে চলল। এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে না কেউ, দুজনেই মার হজম করছে। অপেক্ষাকৃত দ্রুত চলছে লোগানের হাত, স্যাণ্ডার্স কিছুটা ভারি, হয়তো ওর শক্তিও কিছুটা বেশি। কঠিন আর নিঠুর লড়াই—কিন্তু উপভোগ্য। কামরায় লোকের ভিড়

জমেছে। একবার এগোচ্ছে আবার পিছাচ্ছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে প্রচণ্ড একটা ডান হাতের ঘুসিতে বুলকে ধরাশায়ী করল লোগান। কিন্তু বিশাল লোকটা সঙ্গেসঙ্গে লাফিয়ে উঠে লোগানের কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে শূন্যে তুলে একটা টেবিলের ওপর আছড়ে ফেলল। টেবিল ভেঙে নিচে পড়ল লোগান। ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বুল। ডান হাতে ওর মুখে একটা ঘুসি মেরে ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দিল স্লোন। দুজনেই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। দু'পায়ের ফাঁক লক্ষ্য করে লাথি চালিয়েছিল বুল, কিন্তু ডান হাঁটু ভাঁজ করে আড়াআড়িভাবে পা রেখে লাথি ঠেকাল লোগান।

এবার এগিয়ে গিয়ে বুলের মুখে কয়েকটা জোরাল ঘুসি মারল সে। একটু পিছিয়ে গিয়ে আবার চার্জ করে ছুটে এসে লোগানকে আছড়ে মাটিতে ফেলল বুল। তারপর জোড়া পায়ে বুটের গোড়ালি দিয়ে ওর মুখ থেঁতলে দেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু গড়িয়ে সরে গেছে স্লোন। আবার উঠে দাঁড়িয়ে ঘুসি বিনিময় করা শুরু করল ওরা। প্রতিটা ঘুসির সাথে ওদের মুখ থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে। শার্ট ছিঁড়ে গেছে, মুখ রক্তাক্ত, তবু সমানে ঘুসি ছুঁড়ে চলেছে ওরা। বিশাল লোকটার বর্বর শক্তির বিরুদ্ধে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। হঠাৎ লোগান যেন দুর্বল হয়ে পড়ছে বলে মনে হলো। বারের ওপর গিয়ে পড়ল সে।

জয় নিশ্চিত দেখে শেষ একটা মোক্ষম ঘুসি মারার জন্যে টেনে হাত পিছন দিকে নিল। দুর্বলতার ভান করেছিল স্লোন, এবার ডান হাতে বুলের চোয়ালে আঘাত করল। ঘুসিটা হাতুড়ির মতই পড়ল ওর চোয়ালে। ঘুসি মারার জন্যে হাত তুলেছিল বুল, হাতটা তোলাই রইল–থমকে দাঁড়াল সে। হতচকিত হয়েছে। এই সুযোগে প্রচণ্ড দুটো ঘুসি মারল স্লোন। বাম হাতে মুখে আর ডান হাতে সোলার প্লেক্সাসের ওপর একটা আপারকাট।

বুলের হাঁটু একটু ভাজ হলো, সঙ্গেসঙ্গে ডানহাতি একটা হাতুড়ির

বাড়ি পড়ল ওর মুখে।

হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল বুল। পিট স্যাণ্ডার্স চিৎকার করে উঠল, যেন কেউ ওকে ছুরি মেরেছে, 'না! না, বাবা! ওরা তোমাকে হারাতে পারে না! কেউ পারে না!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বুল, শূন্য দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে–এখনও ঘোর কাটেনি ওর। লোগান বারে দাঁড়িয়ে একটা গ্লাসে বিয়ার ঢালছে। অন্ধ রাগে ওর দিকে ছুটে এল বুল। ডান পা ভাঁজ করে ওর বুকে ঠেকিয়ে ওকে জোরে পিছন দিকে ঠেলে দিল স্লোন। আবার চিৎপাত হয়ে পড়ল বুল।

মুখের ভিতরের কাটাগুলো বিয়ার দিয়ে ভিজিয়ে ঢোক গিলল সে।

'ওঠার চেষ্টা কোরো না–নিচেই থাকো। স্বীকার করছি তুমি ভাল ফাইটার, কিন্তু পরাজিত।'

'আমার ইচ্ছা করছে তোমার দাঁত ভেঙে দিয়ে তোমাকে শাস্তি দিই। কিন্তু আমার শরীরে কুলাচ্ছে না।'

'ভাল ফাইট দিয়েছ, বুল,' স্বীকার করল লোগান। 'হ্যাঁ, ভাল লড়েছ। নাও, একটা বিয়ার খাও।' আগে বেড়ে ওকে তুলল স্লোন। 'ভাল ফাইটের পরে একটা ঠাণ্ডা বিয়ার,' বলল সে। 'একটা লম্বা যাত্রার আগে ওটা ভাল।'

লোগানের দিকে তাকাল বুল স্যাণ্ডার্স। 'তোমাকে কথাটা ঘষে বসাতে হবে না। যথেষ্ট শিক্ষা আমার হয়েছে। চার্লির কথাই আমার শোনা উচিত ছিল।'

বাইরে রাস্তায় বেশ গরম। লিভারি আস্তাবলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যান কিটসন। টৌনি ভিতরে ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে, কারণ ওখান থেকে আরও ভাল দেখা যাচ্ছে। সেলুনে মারপিটের শব্দ এখন থেমেছে।

'কেউ জিতেছে,' বলল কিটসন, 'আর কেউ হেরেছে।'

স্টোর থেকে ক্রেইগ এগিয়ে এল, বলল, 'আমার বিশ্বাস সব শেষ হয়েছে।'

'না, তা ঠিক নয়,' এগিয়ে এসে বলল লিউট। 'এখনও সব শেষ হয়নি।'

'না কেন? তোমাদের লোক জিতলে এতক্ষণে বেরিয়ে আসত। আমাদের খোঁজে।'

'তোমাদের লোকজন কই? ওরা বেরোবে না?' প্রশ্ন করল লিউট।

'না, সে জানে আমরা এদিক সামলাতে পারব,' শান্ত স্বরে বলল ক্রেইগ।

'তুমি? ফুলবাবু? নাকি কিটসন বা ওরা কেউ তোমার হয়ে লড়বে?'

'ওহ, ওরা ঠিকই সামলাতে পারত,' বলল সে, 'কিন্তু আমিও পারি। তুমি যেকোন সময়ে ড্র করতে পারো।'

'যেকোন সময়ে ড্র করতে পারো!' ঠাট্টা করে পুনরাবৃত্তি করল কাইম। 'ঠিক আছে, আমি—'

পিস্তল বের করার জন্যে দ্রুত হাত চালাল সে।

কিন্তু ক্রেইগের হাত আরও দ্রুত নড়ল। ওর গুলিটা লিউটের ডান হাতে পিস্তলের ওপর লাগল। ওটা মাটিতে পড়ল।

'ওটা যে ইচ্ছাকৃত সেটা বোঝাবার জন্যে দেখাচ্ছি, দেখো—' আবার গুলি করল সে। মাটিতে পড়া পিস্তলের হাতলের ওপর লাগল গুলি। 'ইচ্ছা করলে তোমাকেও মারতে পারতাম, কিন্তু মানুষ মেরে গানে আঁচড় কাটার অভ্যেস আমার নেই। আমি র‍্যাঞ্চার—গান ফাইটার নই।'

'এটার শেষ তুমি এখনও দেখোনি, বার্ট ফার্গো আছে পাহাড়ে, সে নামার আগে তোমাদের সব স্লোনকে সে শেষ করবে।'

'ওর ওষুধ পাঠানো হয়েছে, যত ভালই হোক, হেনরির হাত থেকে সে

বাঁচতে পারবে না।' কিটসনের দিকে ফিরল ক্রেইগ। 'তোমার কি মনে হয়, হেনরিকে সাহায্য করতে আমাদের যাওয়া উচিত?'

'ওর কোন সাহায্য দরকার পড়বে না। আমরা গেলেই বরং ঝামেলা বাড়বে। কিছু নড়তে দেখলেই সে গুলি চালাবে।'

প্যান্টটা টেনে একটু উপরে তুলে নিয়ে ক্রেইগ বলল, 'চলো তাহলে ফিরে যাই। ওদিকে আমাদের অনেক কাজ পড়ে আছে, গুদাম তৈরি করতে হবে, একটা বাড়িও বানাতে হবে।'

হাত তুলে পাহাড়ের দিকে দেখাল টোনি। সে বলল, 'ওই পাহাড়েই আছে সব শান্তি। আমার বাবা বলত, শহরের মানুষকে যখন শঠতা গ্রাস করে, তখন পাহাড় আর মরুভূমি তার জন্যে অপেক্ষা করে। শহর হচ্ছে টাকা-পয়সার জন্যে, আর পাহাড় হচ্ছে শুধুমাত্র আত্মার জন্যে।

'জীবনটা আমি এখানেই কাটাতে চাই যেখানে আমি পানি বওয়ার শব্দ শুনতে পাব, যেখানে শরৎকালে আমি অ্যাসপেনের পাতা সোনালি আর বর্ষায় আবার সবুজ হতে দেখব। আমি সকালে উঠে দেখতে চাই আমার গরু মাঠে ঘাস খাচ্ছে। বই পড়ে বেশি শেখার সুযোগ আমার হয়নি, কিন্তু এটা এমন একটা বই যেটা সবাই পড়তে পারে, যদি সে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে। এটা হচ্ছে লা প্লাটা এলাকা, এবং আমি বাড়ি ফিরেছি।'

আঠারো

প্রহরীর মত গাছগুলোর পাতায় বাতাস গান গেয়ে ফিরছে। নিচে অপেক্ষাকৃত গাঢ় রঙের পাইন গাছের সারি। ওগুলোরই নিচের মাথায় কোথাও রয়েছে সেই লোক, যে তাকে গুলি করেছে। যে গুলিতে সে ওকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

বার্ট ফার্গোর ঠোঁট একবার রক্তের স্বাদ পেয়েছে, সে আরও চায়। আহত অবস্থায় শুয়ে অপেক্ষা করছে হেনরি—অপেক্ষা করছে কখন বার্ট তার শেষ চালটা খেলবে।

হেনরির সপক্ষে কেবল একটাই ভাল জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে বার্ট জানে না সে ঠিক কোথায় আছে। প্রায় ঘন্টাখানেক আগে বার্টের গুলি ওকে আঘাত করেছে ঝাঁপিয়ে সরে যাওয়ার সময়ে। কিন্তু তখন থেকে অনেকটা পথ সে হামাগুড়ি দিয়ে আর বুকে হেঁটে সরে এসেছে।

কাছেই পাথরের পাশে জমাট বাঁধা কিছুটা তুষার তুলে নিয়ে মুখে দিল হেনরি। মুখের ভিতর তুষার গলে ওর গলা দিয়ে নিচে নামল। চমৎকার ঠাণ্ডা একটা অনুভূতি দেহটাকে জুড়িয়ে দিল।

নিচে থেকে পাথর সরিয়ে সামনে স্তূপ করে আরও ভিতরে ঢুকে শুলো হেনরি। ঠাণ্ডা আর বার্টের বুলেট থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে সে। গুলি খাওয়ার দু'ঘন্টা আগে থেকেই পটু শিকারির মত হেনরিকে তাড়িয়ে

নিয়ে বেড়িয়েছে বার্ট। নিজের কাজে সত্যিই ওস্তাদ সে। এখন লোকটা জানে হেনরি উঁচুতে বনের রেখার কাছাকাছি কোথাও আছে। আর কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। নিজের মনে সে নিশ্চিত হেনরিকে সে বধ করবেই।

এটাই হেনরির লাস্ট স্টপ্। যা ঘটার সেটা এখানেই ঘটবে। ওর পক্ষে ফিরে যাওয়া অসম্ভব, কারণ সামনেটা একেবারে ফাঁকা জায়গা। নামতে গেলে রাতের বেলাও ধূসর আকাশের গায়ে ওকে স্পষ্ট দেখা যাবে।

গুলিতে যে গর্তটা হয়েছে সেটা শেওলা দিয়ে বন্ধ করেছে হেনরি। এখন সে বার্টের কাজটা শেষ করার জন্যে আসার আশায় অপেক্ষা করছে। স্রোন জ্ঞান হারাবার আগে যদি সে আসে তাহলে হয়তো ওকে শেষ করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু পরে এলে ওর মৃত্যু নিশ্চিত।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। নিচের উপত্যকায় এখনই অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। লোকজন এখন তাদের বাসায় চমৎকার পরিবেশে গরম খাবার খেতে টেবিলে বসছে। মার্গারেট ফস্টার তার বাবার জন্যে খাবার তৈরি করছে। হেনরির ভাই আর অন্য সবাই ক্যাম্প-ফায়ারের ধারে বসে হয়তো ভাবছে সে কোথায় আছে।

একটু নড়েচড়ে আরও একটু সুবিধাজনক অবস্থান বেছে নিয়ে অপেক্ষায় রইল হেনরি। সে যে ঠিক কোথায় আছে সেটা বার্ট জানে না, এবং বার্ট যে কোথায় আছে এটাও সে জানে না। দুজনেরই জানা প্রয়োজন। পাথরের আরও ভিতরে ঢুকে শুল স্রোন। ঠাণ্ডায় কাঁপছে। প্রায় বারো হাজার ফুট উপরে সে আছে।

গত রাতে ওরা যে পাহাড়ে ছিল এটা সেটা নয়। দুজনের কাছেই এটা অপরিচিত। এটার নাম প্যারট অথবা ম্যাডেন হবে। পাহাড় দুটো পাশাপাশি। সে জানে না কোনটার ওপর আছে।

এক টুকরো শুকনো মাংস প্যাকেট থেকে বের করে মুখে দিয়ে চিবাতে

শুরু করল হেনরি। ওর প্যাকটা প্রায় চ্যাপটা—ওটা শুধু কয়েক টুকরো মাংস আর রুটি বইবার উপযুক্ত।

বেশ কিছুটা রক্ত হারিয়েছে স্লোন। বুলেটের ধাক্কাটা ছিল প্রচণ্ড। কোমরের হাড়ে মাথায় গুলিটা লেগেছে। ধাক্কায় পড়ে গিয়েছিল সে। গুলিটা হাড়ে লেগে পা অবশ করে গর্ত করে কিছুটা মাংস কেটে নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেছে।

বার্ট যদি ওকে নাও মারে, ওর পক্ষে রাতটা টিকে থাকাই মুশকিল হবে। অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে ওর দেহ থেকে। কনকনে শীতে জমেই সে মারা পড়বে। হঠাৎ কিছু একটা নড়ে উঠল। রাইফেল ছেড়ে পিস্তলটা হাতে তুলে নিল স্লোন...ও এত কাছে কিভাবে পৌঁছল!

নিচু নাকি সুরে কান্নার আওয়াজ এল...ওই নেকড়েটা!

হেনরিকে এতদূর কিভাবে অনুসরণ করে এল সে? কিন্তু না'ই বা কেন? ওকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে নেকড়েটা। সে জানে বুনো জন্তু অনেক সময়ে অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটায়। শুনেছে একবার একটা চিতা বাঘ বনের ভিতর দিয়ে একটা ছেলেকে মাত্র কয়েক ফুট পিছনে থেকে দুই মাইল পথ অনুসরণ করে গিয়েছিল। ছেলেটা ওর সাথে কথা বলতে বলতে পথ চলছিল— ভেবেছিল ওটা তার কুকুর। বাড়ি পৌঁছে দরজায় আঘাত করলে দরজা খুলে সবাই চিতা বাঘটাকে দেখতে পেয়েছিল...ওটা ঝোপের ভিতর ছুটে পালাল।

ছোট এক টুকরো শুকনো মাংস নিয়ে ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হেনরি বলল, 'নাও, বাছা!'

খপ করে মাংসের টুকরোটা মুখে ধরল নেকড়ে। চিবানোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে হেনরি। নিচু স্বরে ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে ওকে কাছে ডাকছে স্লোন। অনেকক্ষণ পরে সত্যিই ওটা এল। মাটির সাথে পেট

সাঁটিয়ে গুটিগুটি এগোচ্ছে। জন্তুটা যেন টের পেয়েছে ওকে মাথা নিচু রাখতে হবে। কথা শুনতে শুনতে নেকড়েটা ক্রল করে কাছে এল।

কাছে থেকে প্রায় অন্ধকারে ওকে নেকড়ের মত দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু ওর হাবভাব ঠিক নেকড়ের মতও না। হয়তো ওটা আধা কুকুর।

ওর দিকে হাত বাড়াল হেনরি, গলার ভিতর থেকে একটা গর্জনের আওয়াজ বের করল সে। তারপর আঙুলগুলো একটু শুঁকে দেখে নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে আরও কাছে এল। ওর গায়ে হাত রেখে গলা চুলকে দিল স্লোন।

'ঈশ্বর!'

কথাটা নিজের অজান্তেই হেনরির গলা থেকে বেরোল। ওর গলায় একটা কলার রয়েছে—ওটা এতই এঁটে বসেছে, যে বেচারা জন্তুটার গলায় ফাঁসি লাগার জোগাড় হয়েছে!

'ইশ, বেচারি!' ছুরি বের করে কলারটা কেটে দেয়ার কাজে ব্যস্ত হলো। নেকড়েটার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসার জোগাড় হলো। কিন্তু সে যেন বুঝতে পেরেছে হেনরি ওকে সাহায্য করারই চেষ্টা করছে। ক্ষুরধার ছুরি কলারটা কেটে আলগা করে দিল।

অল্প পরিশ্রমেই হেনরির হাঁপ ধরে গেছে। ওখানে শুয়ে শুয়ে সে ফিসফিস করে নেকড়েটাকে আশ্বাস দিল যে এখন থেকে আর তার খাবার গিলতে কষ্ট হবে না। বেচারি হেনরিকে এতদিন অনুসরণ করে বেড়িয়েছে, হয়তো বুঝেছিল। সম্ভবত ও যখন ছোট ছিল তখন কেউ ওকে পালার জন্যে গলায় কলার পরিয়েছিল, কিন্তু বনে ফিরে গেছিল নেকড়ে। হয়তো লোকটাও মারা পড়ে থাকতে পারে। ওদিকে নেকড়েটা ধীরেধীরে আরও বড় হয়ে গলায় ফাঁস লাগার জোগাড় হয়েছিল। এখন বোঝা যাচ্ছে নেকড়েটা হেনরির ছুঁড়ে দেয়া ছোটছোট মাংসের টুকরোর জন্যে কেন এত উদগ্রীব

ছিল। ওগুলো সে গিলতে পারত।

গায়ে হাত রেখে ওর সাথে কথা বলে চলল স্লোন। আশ্চর্যের বিষয়, চলে যাওয়ার কোন তাড়া ওর মধ্যে দেখা গেল না। আরও কাছে ঘেঁষে এল সে, হাতও চেটে দিল। নেকড়ের দেহের তাপে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল হেনরি।

নেকড়ের নিচু গলার ক্রুদ্ধ গর্জনে স্লোনের ঘুম ভাঙল। তারার দিকে এক নজর চেয়ে সে বুঝল রাত বারোটা পেরিয়ে গেছে।

'চুপ করো, বাছা!' ওর গায়ের ওপর একটা হাত রেখে ফিসফিস করে বলল হেনরি। একটু শান্ত হলো সে, কিন্তু কান খাড়া করে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

পিস্তলটা খাপ থেকে বের করে গড়িয়ে নেকড়ের পাশ থেকে সরে গেল হেনরি। বার্ট গুলি করলে যেন জন্তুটা চোট না পায়।

এগিয়ে আসছে ফার্গো, বুটের তলায় পাথর ঘষা খাওয়ার আওয়াজ ওর কানে এল। তারপর কালো আকাশের গায়ে ওকে দেখা গেল।

হঠাৎ লাফিয়ে সরে গেল নেকড়েটা। রাইফেল তুলল বার্ট। হেনরি বলে উঠল, 'গুলি কোরো না! ওটা একটা নেকড়ে।'

'কি ওটা?'

'বনের নেকড়ে,' বলল হেনরি। 'ও আমার বন্ধু।'

'তুমি উন্মাদ,' বলল সে। 'তোমার মাথায় দোষ আছে।'

'তুমি কি এখন আমাকে মেরে ফেলবে?' আলাপের ছলে প্রশ্ন করল স্লোন।

'এবং উপভোগ করব,' বলল বার্ট। 'তারপর মার্গারেটের সাথে দেখা করতে যাব। এখানে কেউ তোমাকে খুঁজে পাবে না। তোমাকে মেরে ওই নেকড়েটার জন্যে ফেলে রেখে যাব।'

হেনরির হাতে পিস্তল রয়েছে কিন্তু ফার্গো সেটা দেখতে পায়নি। মাত্র বারো ফুট দূরে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে সে। রাইফেলের নলটা একহাতে হেনরির দিকে তাক করে ধরা।

'আগে কখনও নেকড়েকে মানুষের কাছে আসতে দেখেছ, ফার্গো?' বলল স্লোন। 'একটু চিন্তা করলেই বুঝবে এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। টেনেসির জঙ্গলে আমরা সবাই নেকড়ে আর ওয়্যারউল্ফ সম্পর্কে সবকিছু জানি।'

হঠাৎ একেবারে স্থির হয়ে গেল সে। শ্বাস নিতেও যেন ভুলে গেল। 'ওটা বোকার মত কথা,' বলল বার্ট। 'আমি তোমাকে মেরে ফেলব, স্লোন।'

'তাই যদি করো, এই পাহাড় থেকে আর নামতে হবে না তোমার। ওই নেকড়েকে ইন্ডিয়ানরা কি বলে জানো? ওটার নামই মেডিসিন উল্ফ। সে ঠিকই তোমাকে শেষ করবে। ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে...তোমার কাছে রূপার বুলেট যদি থাকে তবেই কেবল তুমি বাঁচতে পারবে।'

'তুমি মিথ্যে বলছ!'

ওর ডানপাশে ঝোপের ভিতর থেকে একটা চাপা গর্জন শোনা গেল। শব্দের দিকে সামান্য কিছুটা ঘুরল বার্ট। পিস্তল তুলে ওকে গুলি করল হেনরি।

রাইফেলটা গর্জে উঠে হেনরির চোখে-মুখে বালু ছিটাল। নেকড়ের গর্জনে চমকে কিছু নড়ে ওঠাতেই অল্পের জন্যে হেনরি বেঁচে গেল।

পড়ে গেছে বার্ট, কিন্তু রাইফেলের নলটা স্লোনের দিকে তাক করার চেষ্টা করতেই ওটা ঝিলিক দিয়ে উঠল তারার আলোয়। আবার ওকে গুলি করল হেনরি।

রাইফেলটা ওর হাত থেকে ছুটে পড়ে গেল। গড়িয়ে চিত হলো বার্ট।

উঠে দাঁড়াল স্লোন। 'না! না!' ফিসফিস করে বলল ফার্গো। 'ওহ্, না! না!'

'অনেক মানুষকে হত্যা করেছ তুমি, ফার্গো। ওই ইণ্ডিয়ান লোকটাকে তুমি হত্যা করেছ! বেচারা জানতেও পারেনি কিভাবে মারা পড়ল। আজ তোমার দিন এসেছে। এখন বোঝো কেমন লাগে।'

'না—আমি না।' বাচ্চা ছেলের মত ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। 'আমি না!' ওর জন্যে হেনরির কিছুটা দুঃখই হচ্ছে। ওরা সব সময়ে হত্যাই করে আসে, নিজেরা মরতে চায় না। এটাই ওদের ধর্ম।

বার্টের রাইফেলটা তুলে নিয়ে পিছিয়ে এল স্লোন। লোকটার ওপর সতর্ক নজর রেখেছে সে। কারণ ওর কোমরে এখনও পিস্তল ঝুলছে। কিন্তু সতর্ক থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ সে মারা গেছে।

নেকড়েটা ওদিকে অন্ধকারে নড়ে উঠল। স্লোন ওকে বলল, 'চলো, বাছা। আমাদের বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে।'

ওর চামড়ার কলারটা তুলে নিল হেনরি। দিনের আলোয় ওটা পরীক্ষা করে দেখতে চায় সে। পুবের আকাশ ফর্সা হতে শুরু করার সাথে পাহাড় বেয়ে নিচের দিকে নামতে আরম্ভ করল স্লোন। আর নেকড়েটা—বা কুকুর-নেকড়ে ওর পিছু নিল। খুব কাছেও আসছে না বা খুব পিছনেও পড়ছে না।

মনে হয় জন্তুটা একজন প্রভুর খোঁজে ছিল। হেনরি ওকে প্রায়ই মাংস ছুঁড়ে দেয়ায় ওর ধারণা হয়েছিল হয়তো এই লোকটা তাকে তার মরণ ফাঁস থেকে বাঁচতে সাহায্য করতে পারবে। নইলে তার মরণ নিশ্চিত।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে রওনা হয়ে পাথরের ভিতর থেকে স্টারভেশন ক্রীকের ধারা যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে থামল ওরা। ওখানে সোনা খুঁজে সে ওগুলো ঠিকই বের করল। মাত্র কয়েক মিনিট লাগল তার। কিন্তু এরই মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। ওর ক্ষতটা টনটন করে ব্যথা করছে।

বেশ দুর্বল অবস্থা ওর। কিন্তু এখন সে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, এবং ওর

সাথে একজন বন্ধু রয়েছে। সোনা বেশ ভারি, তাই সে মাত্র একটা ছোট বস্তাই সাথে নিয়েছে। ওটা স্ট্যান কিটসনের সামনে টেবিলের ওপর রেখে সে বলতে চায়, 'এই জিনিসই কি তুমি খুঁজছিলে?'

আকাশটা লালচে হয়ে উঠেছে। মাঠ পেরিয়ে ক্যাম্পের আগুনের দিকে এগোল সে। একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই মার্গারেট ফস্টারের সাথে দেখা করবে স্লোন। মেয়েটা তার বন্ধু নেকড়ে সম্পর্কে জানতে চাইবে।

ওরা ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে এসে একদৃষ্টে হেনরির দিকে চেয়ে রইল। 'ওটা হেনরি,' বলে উঠল টোনি। 'আমি জানতাম ও আজই ফিরবে।'

'এসো, তোমরা সবাই আমার নেকড়ে বন্ধুকে দেখো,' বলল হেনরি। 'ওর ভাল যত্ন নিও। আমি—'

জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল হেনরি। অত্যন্ত ক্লান্ত আর দুর্বল সে। কিন্তু যখন চোখ মেলে তাকাল, তার সব কষ্ট স্বার্থক হলো, কারণ ম্যাগিকে দেখতে পেল সে।

—০—

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার।
যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com